رياض الجنة

রিয়াদুল জান্নাত

সিহাহ্ সিত্তার নির্বাচিত
হাদীসের সংকলন

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

রিয়াদুল জান্নাত

সিহাহ্ সিত্তার নির্বাচিত হাদীসের সংকলন

www.amarboi.org

www.amarboi.org

রিয়াদুল জান্নাত

সিহাহ্ সিত্তার নির্বাচিত হাদীসের সংকলন

সংকলনে

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মুফতী, দারুল ইফতা বাংলাদেশ

সম্পাদনায়

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

আহসান পাবলিকেশন

❖ কাটাবন ❖ মগবাজার ❖ বাংলাবাজার

www.amarboi.org

রিয়াদুল জান্নাত

সংকলনে
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মুফতী, দারুল ইফতা বাংলাদেশ
সম্পাদনায়
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা ট্রাস্ট
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ২০০১ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ
মে, ২০১১

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র।

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণে
মীম প্রিন্টার্স, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

READUL JANNAT By Mawlana Mufty Muhammad Abdul Mannan. Edited by Muhammad Badrud Doza. Published by Ahsan Publication, First Edition January, 2001, Second Edition May, 2011 Price: TK. 325.00 only.

www.amarboi.org

সম্পাদকের কথা

আল্লাহ মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীবের আসনে সমাসীন করেছেন। মানুষ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর হুকুম মেনে চললে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে এবং দুনিয়ার জীবন হবে সুখী ও সমৃদ্ধ। আর পরকালীন জীবনে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অফুরন্ত নি'আমতে ভরা জান্নাতে প্রবেশ করে চির সুখী হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে তার দুনিয়ার জীবন হবে অশান্ত, অস্থির ও চরম বিপর্যয়পূর্ণ। আর পরকালীন জীবনে সে অনন্তকাল জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। ফলে সে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি হয়েও আল্লাহর নাফারমানী করার কারণে নিকৃষ্ট বন্য প্রাণীর চাইতেও অধঃপতিত ও নিকৃষ্ট হবে। কারণ প্রাণী যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন তাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না, বরং সে মাটির সাথে মিশে যাবে।

আমার বড়ই পেরেশানী লাগে, যে মানুষ গ্রীষ্মের সামান্য গরমে চরমভাবে অস্থির হয়ে যায় ও সামান্য শীতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, সে মানুষ কেমন করে জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করবে। তাই মানুষের হাতে হাদীসের এমন একটি সংকলন তুলে দেয়ার ইচ্ছা করি, যাতে ব্যস্ত লোকেরাও যেন স্বল্প অধ্যয়ন করে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার ও আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমতে ভরা জান্নাত লাভের সরল-সোজা পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। দীর্ঘ দিন পরে হলেও এমন একটি হাদীস সংকলনের সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পেরে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার প্রিয়ভাই মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব এটি সংকলন করতে যে প্রচেষ্টা করেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করি, যেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ হাদীস গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মহা-সাফল্য লাভ করার তৌফিক দান করেন। আমীন॥

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

www.amarboi.org

সংকলকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى

اله وأصحابه أجمعين- أمابعد

আমি মহান আল্লাহর লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তিকে তাঁর প্রিয় হাবীব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদীস থেকে পাঁচশত হাদীসের একটি সংকলন করার তাওফীক দান করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা সাহেবের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে হাদীসের এরূপ একটি সংকলনের কাজে আমি উৎসাহিত হই এবং তাঁরই পরামর্শে সিহাহ্ সিত্তাসহ হাদীসের অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ থেকে সেইসব হাদীস বাছাই করি, যাতে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি, পরকালীন জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত এবং জান্নাতের অফুরন্ত নি'আমত লাভের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। এ গ্রন্থখানা সংকলনের অনুপ্রেরণা, পরামর্শ, সম্পাদনার মাধ্যমে গ্রন্থখানা প্রকাশ করার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব ভাইদের যারা এ মহত কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন, যদি কোথাও ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং দয়া করে অবহিত করবেন, যেন পরবর্তীতে তা সংশোধন করা যায়। এ গ্রন্থখানা পাঠ করে আল্লাহর বান্দাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে কিছুটা সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.amarboi.org

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

" من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين "

" আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"

দ্বীনী ইলম চর্চা করা ও দ্বীনের খিদমতে মশগুল থাকা এক মহান কাজ। আমাদের সলফে সালেহীন এ কাজের সাথে সদাসর্বদা মশগুল ছিলেন এবং উম্মতকে দ্বীনের তা'লিম দিয়েছেন। জ্ঞান চর্চায় মুসলমানেরা এক সময় ছিল সবার উর্ধে। বিশ্বে তাদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে তারা জ্ঞান চর্চায় পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণে সর্বত্র অবহেলিত ও অমর্যাদাকর অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হলে দ্বীনী ইলম শিখতে হবে তার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে। রিয়াদুল জান্নাত নামক গ্রন্থখানায় হাদীস ভাণ্ডারের নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলি নতুনভাবে সাজিয়ে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সামনে পেশ করার সফল প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল মান্নানের এ হাদীস সংকলনটি দেখে বেশ আনন্দিত হলাম। তিনি যথেষ্ঠ মেহনত করেছেন। দুয়া করি মহান রব্বুল আলামীন তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এ থেকে মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানেরা যেন উপকৃত হয়। আমীন।।

২৮.১১.২০০০

ওবায়দুল হক (রহ)
খতীব
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।

www.amarboi.org

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ،

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর–নারীর ওপর অপরিহার্য কর্তব্য"

ইসলামকে তার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকেই জানতে হবে। বর্তমানে ইসলামকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে সবার মাঝে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। গোটা দুনিয়া যেন আজ ইসলামের পূনর্জাগরণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ইসলামকে সহজ করে উপস্থাপনের জন্য অনেক বই-পুস্তকও রচনা করা হচ্ছে, তবে সরাসরি হাদীসের কিতাবের সংকলন হচ্ছেনা বললেই চলে। আমার স্নেহভাজন বিশিষ্ট আলেমে দীন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান হাদীসের একটি মূল্যবান সংকলন দাঁড় করিয়েছেন যা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি।

এ সংকলনটি বর্তমান সময়ের দাবী অনেকটা পূরণ করেছে। কুরআন ও হাদীসের চর্চার অভাবে মুসলিম সমাজের আজ এ দুরাবস্থা। তাদেরকে সত্যিকার অর্থে সম্মানী ও আত্মমর্যাদাশীল হতে হলে কুরআন ও হাদীসের দিকেই ফিরে আসতে হবে। এক্ষেত্রে এ সংকলনটি বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর এ জন্যই এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। সাথে সাথে দুয়া করছি যেন, আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও হাদীসের পথে চলার তাওফীক এনায়েত করেন। আমীন॥

সাঈদী
২১.১১.০০

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.amarboi.org

গ্রন্থ নির্দেশনা

এ কিতাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে মোট পাঁচ শতাধিক হাদীস সংকলন করা হয়েছে। হাদীস সংকলন করতে গিয়ে যে সব মূল কিতাব থেকে হাদীসগুলো নেয়া হয়েছে, কেবল সে সব কিতাবের নাম উল্লেখ করাই আমাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি, যদিও এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনূদিত ও লিখিত সব হাদীস সংকলনেই এরূপ করা হয়েছে। তাই পাঠক বৃন্দের সুবিধার্থে ও অধিক নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রত্যেকটি হাদীসের অনুবাদের শেষে মূল কিতাবের নামের সামনে তারকা চিহ্ন দেয়া হয়েছে এবং পাদটীকায় সে সব তারকা চিহ্ন মুতাবিক হাদীসের মূল কিতাবের বিস্তারিত রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে হাদীসসমূহের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ এবং উক্ত কিতাবে হাদীসের যে নম্বর দেয়া আছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। ছাপা প্রতিষ্ঠান ও মুদ্রণের বিভিন্নতার কারণে কখনও অনুচ্ছেদ ও হাদীস নম্বরে কিছুটা গড়মিল দেখা যায়। তাই যে সব কিতাব থেকে হাদীসগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে এখানে তা উল্লেখ করা হল।

বুখারী ঃ ফাতুহুল বারী ২য় সংস্করণ ১৯৮৮, দারুদ্ দাইয়ান লিত্তুরাস, কায়রো, মিসর।

মুসলিম ঃ দারু ইহইয়া-উল কুতুবুল আরাবিয়া, কায়রো, মিসর।

মুসলিমে দুইটি হাদীস নম্বর দেয়া আছে, একটি বন্ধনীর মধ্যে, এটি তাকরার (দিরুক্তি) বাদে মোট কিতাবের হাদীস নম্বর। অপরটি বন্ধনীর বাইরে, এটি অধ্যায়ের হাদীস নম্বর।

আবু দাউদ ঃ (প্রথম থেকে সাওম পর্যন্ত) দারুল জিনান ও কুতুবুস সাকাফিয়া ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্করণ ১৯৮৮, বৈরূত, লেবানন। (সাওমের পর থেকে শেষ পর্যন্ত) দারু ইহইয়া-উত্ তুরাসুস সুন্নাহ।

তিরমিযী ঃ বঙ্গানুবাদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭।

নাসাঈ ঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বৈরূত, লেবানন।

ইবনু মাজাহ ঃ কাদিমী কুতুব খানাহ, করাচী, পাকিস্তান।

আল-আদাবুল মুফরাদ ঃ মাতবা'আ আসরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

দারাকুত্নী ঃ দারু নাশরিল কুতুবুল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান।

দারেমী ঃ দারু ইহইয়া-উস্ সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাহ।

আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ ইহইয়া-উত্ তুরাসুল আরাবী।

www.amarboi.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর মহত্ত্ব
আল্লাহ মহান- ১১
সৃষ্টির সূচনা- ১৩
আল্লাহর রহমতের এক ভাগ সারা দুনিয়ায় বন্টন করা হয়েছে- ১৩
অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর জন্য নির্ধারিত- ১৫
তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না- ১৫
অহংকার পতনের কারণ- ১৬
ঈমান পরকালীন মুক্তির একমাত্র উপায়- ১৭
দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেও কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না- ১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়
ইলম
ইলম হাসিলের ফযীলত- ২১
পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করার পরিণতি- ২৩
আলেমের মর্যাদা- ২৪
তৃতীয় অধ্যায়
পবিত্রতা অর্জন করা
উযূ করার পর দু'আ পড়ার ফযীলত- ২৫
উত্তমরূপে উযূ করা- ২৫
উযূ করলে গুনাহ মাফ হয়- ২৬
উযূ ও নামাযের ফযীলাত- ২৭
মিসওয়াকের ফযীলত- ৩০
তাহিয়্যাতুল উযূর ফযীলত- ৩০
চতুর্থ অধ্যায়
নামায
পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের গুরুত্ব- ৩১
নামায ত্যাগ করা কুফরী- ৩২
সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে- ৩২
নামায আদায় করার জন্য মাসজিদে যাওয়ার প্রতিদান- ৩৩
নামাযের অপেক্ষায় থাকার ফযীলত- ৩৪
নামাযে গুনাহ মাফ হয়- ৩৪
নামাযে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা- ৩৫
রুকূ ও সাজদায় ইমামের অগ্রবর্তী না হওয়া- ৩৬
খাবার সামনে রেখে এবং পেশাব-পায়খানা ও বায়ু দমন করে নামায আদায় করা মাকরূহ- ৩৬
নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা- ৩৭
জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব ও ফযীলত- ৩৮
ইকামাত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত ও নফল নামায না পড়া- ৪০
প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার ফযীলত- ৪১
ইশা ও ফজর নামায জামা'আতে আদায় করা মুনাফিকের পক্ষে কঠিন- ৪২
ইশা ও ফজর নামায জামা'আতে পড়ার ফযীলত- ৪৩
নামাযের মধ্যে গুনাহ মাফ চেয়ে দু'আ করা- ৪৪
ফজর ও আসর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত- ৪৫
কাতার সোজা করার গুরুত্ব- ৪৫
আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত- ৪৭
ফরয নামাযের সালাম ফিরাবার পর পড়ার দু'আ- ৪৮
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বার রাক'আত- ৪৯
সুন্নাতে মুয়াক্কাদার গুরুত্ব ও ফযীলত- ৫০
ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত- ৫১

www.amarboi.org

ফজরের সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শোয়া- ৫৩
যোহরের চার রাক'আত সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত - ৫৩
জুমু'আর নামাযের সুন্নাত- ৫৪
নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম- ৫৪
তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত- ৫৫
রাতের নফল ইবাদত ছুটে গেলে তা দিনে আদায় করা- ৫৯
স্বামী-স্ত্রীর তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ফযীলত- ৫৯
ঝিমুনি আসলে নফল নামায না পড়া- ৬০
শেষ রাতে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন- ৬০
রমযানে তারাবীহ নামায আদায় করার ফযীলত- ৬১
চাশতের নামাযের ফযীলত- ৬১
জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত- ৬২
জুমু'আর দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে- ৬৩
জুমু'আর দিন গোসল করা- ৬৪
আউয়াল ওয়াক্তে জুমু'আর নামাযে যাওয়ার ফযীলত- ৬৫
মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার ফযীলত- ৬৫
জুমু'আর দিনে দু'আ কবুলের সময়- ৬৬
বিতরের নামায- ৬৮
ঘুমানোর পূর্বে বিতর নামায পড়া- ৬৯
জানাযার নামাযের গুরুত্ব- ৬৯
জানাযার নামাযে তিন কাতার করার ফযীলত- ৭০
জানাযার নামাযে দু'আ- ৭০
দাফনের পর দু'আ- ৭২
তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সাথে যায়, দুটি ফিরে আসে একটি থেকে যায়- ৭২
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা- ৭৩
যার বাড়ীতে কেউ মারা যায় তাকে কি বলা উচিত- ৭৪
খাটিয়ার মধ্যে থেকে মৃতের আবেদন- ৭৪
মৃত্যুর পর যে আমল জারী থাকে- ৭৫
মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদার পরিণাম- ৭৫
প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করলে জান্নাত- ৭৭
যে ব্যক্তি লাশ দাফন করা পর্যন্ত থাকবে সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে- ৭৮

পঞ্চম অধ্যায়

রোযা

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত- ৭৯
জান্নাতে রোযাদারের বিশেষ মর্যাদা- ৮০
রোযা পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়- ৮১
রমযানে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়- ৮১
প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা- ৮২
সোমবার ও বৃহস্পতি বার রোযা রাখা- ৮৩
রোযাদারের মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা- ৮৪
মৃত ব্যক্তির ওপর ফরয রোযা থাকলে- ৮৫
তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফযীলত- ৮৫
খেজুর দ্বারা ইফতার করা- ৮৭
কদরের রাতের বর্ণনা- ৮৮
ই'তিকাফের ফযীলত- ৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

হজ্জ

হজ্জ ফরয হওয়া- ৯০
কবুল হজ্জ অতীতের গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়- ৯১

www.amarboi.org

আরাফার দিনের ফযীলত- ৯১
বদলী হজ্জ- ৯১
অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ- ৯২
রমযান মাসে উমরা করার ফযীলত- ৯৩

সপ্তম অধ্যায়
আল্লাহর পথে জিহাদ

জিহাদ ফরয হওয়া- ৯৪
জিহাদের প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি, জান্নাত লাভ ও দুনিয়ার বিজয়- ৯৫
জিহাদের ফযীলত- ৯৬
জিহাদের বিকল্প কোন আমল নেই- ১০০
আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেয়ার মর্যাদা- ১০১
সৈনিকের অস্ত্র ও রসদ যোগান দেয়া- ১০২
জিহাদের ময়দানে রোযা রাখা- ১০২
শাহাদাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা- ১০৩
শাহাদাতের মৃত্যুতে মৃত্যুযন্ত্রণা হয়না- ১০৬
শহীদ পাঁচ প্রকার- ১০৬
জিহাদের জন্য দান করার ফযীলত- ১০৮
জিহাদের ময়দানে দু'আ রদ হয় না- ১০৯
যুদ্ধের সময় পড়ার দু'আ- ১১০
শত্রুপক্ষ থেকে কোন প্রকার আশংকা করলে তখন পড়ার দু'আ- ১১০

অষ্টম অধ্যায়
তওবা

তওবা-ইস্তিগফার- ১১১
খালেস নিয়তে তওবা করা- ১১২
আসমান সমান গুনাহ্ করেও তওবা করলে আল্লাহ্ তা মাফ করে দেন- ১১৪
বারবার গুনাহ্ করেও তওবা করলে আল্লাহ্ গুনাহ্ মাফ করে দেন- ১১৫
তওবা করলে আল্লাহ্ অসীম খুশী হন- ১১৭
মাটি ছাড়া দুনিয়াদারের পেট কিছুতেই ভরবে না- ১১৮
গুনাহ থেকে তওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ- ১১৮
আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত গুনাহ্ মাফ করতে থাকবেন- ১১৯
সাইয়েদুল ইস্তিগফার- ১১৯
আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা- ১২০

নবম অধ্যায়
দান-সাদাকা

দান করার ফযীলত- ১২৩
দানকৃত বস্তুই অবশিষ্ট থাকে- ১২৩
পবিত্র দান আল্লাহর দরবারে লালিত-পালিত হয়ে বিশাল সম্পদে পরিণত হয়- ১২৩
দান সর্বাধিক শক্তিশালী- ১২৪
অভাবের কথা মানুষের কাছে না বলে আল্লাহর কাছে বলা- ১২৫
আল্লাহর পথে বিনা হিসেবে দান করা- ১২৫
দান করলে সম্পদ কমে না- ১২৬
দান করে তা ফেরত না নেয়া - ১২৬
দান বা উপহার দেয়ার বেলায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য না দেয়া- ১২৭
পরিবার-পরিজনের খোরপোশ দেয়া সাদাকা- ১২৮
শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির ওপর সাদাকা ওয়াজিব- ১২৮
নেক আমলের মাধ্যমে সাদাকা- ১৩০

দশম অধ্যায়
পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্তি

আল্লাহর কাছে দুনিয়া খুবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন- ১৩২

www.amarboi.org

দুনিয়া অভিশপ্ত- ১৩৩
পার্থিব জীবন ছায়ার মত ক্ষণস্থায়ী- ১৩৪
দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও কষ্ট-কঠোরতা পরকালীন জীবনের শান্তি ও শাস্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ - ১৩৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনাড়ম্বর জীবন যাপন- ১৩৫
দুনিয়া ভোগ বিলাসের জায়গা নয়- ১৩৬
দীনদারীর সাথে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়- ১৩৮
ধন-সম্পদ ফিতনার কারণ- ১৩৯
দুনিয়ার লোভ লালসা ও নারীদের অসংযত চালচলন সার্বিক অনাচারের মূল কারণ- ১৩৯
পাত্রী নির্বাচনে দীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া- ১৪০
জান্নাতবাসীদের অধিকাংশই হবে গরীব মুসলমান- ১৪০
বিপদে ধৈর্যধারণ করা- ১৪১
প্রকৃত বুদ্ধিমান কে- ১৪২

একাদশ অধ্যায়
সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করার গুরুত্ব- ১৪৩
ঈমান সহকারে আত্মীয়তা বজায় রাখলে জান্নাত লাভ- ১৪৩
প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব- ১৪৪
ইয়াতীম ও নারীর হক নষ্ট করার পরিণতি- ১৪৫
মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের দাবী- ১৪৫
নেককার লোকের সাহচর্য গ্রহণ করার গুরুত্ব- ১৪৬
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা- ১৪৭
যে যাকে ভালোবাসে তার সাথেই তার হাশর- ১৪৭
আল্লাহর ওয়াস্তে দীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত- ১৪৮
কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে- ১৪৮
সালাম পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি- ১৪৯
বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও ঘৃণা পোষণ- ১৫০
আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা লাভের উপায়- ১৫১
মানুষের প্রতি দয়া করা- ১৫১
মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা- ১৫২
রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলত- ১৫২
মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা- ১৫৩
সবল ও দুর্বল সকলের জন্যে পক্ষপাতহীনভাবে দন্ডবিধি- ১৫৪
উপকারীর উপকার স্বীকার করা- ১৫৫

দ্বাদশ অধ্যায়
শিষ্টাচার

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব- ১৫৬
রাগ দমন করা- ১৫৬
খানা খাওয়ার আদব- ১৫৭
পানি পান করার আদব- ১৫৭
পানাহার কালে আল্লাহর প্রশংসা করা- ১৫৮
ভূরিভোজন নিন্দনীয়- ১৫৮
মৃত্যু কামনা না করা- ১৫৯
বেচাকেনা ও লেনদেনে নরম নীতি অবলম্বন- ১৫৯
পরিশ্রম করে উপার্জন করা মহানবীর সুন্নাত- ১৬১
বাজার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান- ১৬২
জিহ্বার হেফাযত করা- ১৬৩
যাচাই করা ব্যতীত কোন কথা বর্ণনা না করা- ১৬৮
নারী ও পুরুষের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ- ১৬৯
বাম হাতে পানাহার করা নিষিদ্ধ- ১৭১

www.amarboi.org

ঘুমানোর সময় পাত্র ঢেকে রাখা, দরজা বন্ধ করা ও আগুন নিভিয়ে দেয়া- ১৭২
মাসজিদে বেচা-কেনা করা ও হারানো জিনিসের ঘোষণা দেয়া নিষেধ- ১৭২
রসুন-পিয়াজ খেয়ে মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মাসজিদে যাওয়া নিষেধ- ১৭৩
শপথ ভঙ্গ করা ও কাফ্‌ফারা আদায় করা- ১৭৪
বেচাকেনার ক্ষেত্রে শপথ করা নিষেধ- ১৭৫
কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা না করা- ১৭৫
মহামারী পীড়িত জনপদ থেকে পলায়ন না করা- ১৭৬
গবেষণার পুরস্কার- ১৭৬
জ্বর হলে কি করা উচিত- ১৭৭
নেক কাজের মানত আদায় করা - ১৭৭
দাওয়াত দানের পদ্ধতি- ১৭৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়
দুরূদ দু'আ ও যিকর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত- ১৭৯
সকাল সন্ধ্যার দু'আ- ১৮১
ঘুমাবার সময় পড়ার দু'আ- ১৮৪
ঘুমাবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর পড়ার দু'আ- ১৮৫
বিছানায় ডান কাতে শুয়ে পড়ার দু'আ- ১৮৫
রুকূ' ও সাজদায় দু'আ কবুল হয়- ১৮৬
ঘরে প্রবেশ করার সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার গুরুত্ব- ১৮৭
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা- ১৮৮
সর্বোত্তম দু'আ- ১৮৮
স্ত্রী সহবাসের দু'আ- ১৮৯
যিকির- এর গুরুত্ব- ১৮৯
ভাল কাজ দেখে আলহামদু লিল্লাহ বলা- ১৯২
সন্তান মৃত্যুর পর আলহামদু লিল্লাহ ও ইন্না লিল্লাহ বলা- ১৯২
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর যিক্‌র করার ফযীলত- ১৯৩
তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীরের ফযীলত- ১৯৪
নামাযের পরের যিকর ও দু'আ- ১৯৬
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকর- ১৯৬
উচ্চে আরোহন ও নিম্নে অবতরণের সময়ে পড়ার তাসবীহ- ১৯৭
যিক্‌র-এর ফযীলত- ১৯৭
সর্বোত্তম যিকির- ২০১
দুনিয়া ও আখেরাতের হেদায়াত ও কল্যাণ কামনা করে দু'আ- ২০৪
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ- ২০৭
দুশ্চিন্তা, অলসতা ও ভীরুতা থেকে পানাহ চেয়ে দু'আ- ২০৭
গোনাহ মাফ চাওয়া ও নি'আমত বিলোপ হওয়া থেকে পানাহ চাওয়া- ২০৯
ঋণমুক্তির দু'আ- ২১০
কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা- ২১১
দু'আ কবুল হওয়ার সময়- ২১১
মেঘ ও ঝড়-তুফান দেখা গেলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া- ২১২
ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করা- ২১৩

চতুর্দশ অধ্যায়
নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

গীবত ও চোগলখোরী করা হারাম- ২১৫
মিথ্যা বলা মুনাফেকী- ২১৬
মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা- ২১৭
বড় কবীরা গুনাহ- ২১৭
কোন প্রাণীকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ- ২১৮

www.amarboi.org

অশ্লীল কথা বলা ও অভিসম্পাত করা নিষেধ- ২১৮
কোন মুসলমানকে কাফির বলার পরিণতি- ২১৯
মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা, খারাপ ধারণা করা ও দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো নিষিদ্ধ- ২১৯
গর্ব-অহংকার করা হারাম- ২২১
মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করা নিষেধ- ২২১
প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম - ২২২
কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া নিষেধ- ২২২
সূদের পরিণতি- ২২৫
গায়ের মাহ্‌রাম নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম- ২২৫
পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম- ২২৬
সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না- ২২৭
পরচুলা লাগানো ও উলকি উৎকীর্ণ করা নিষিদ্ধ- ২২৮
গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে যাওয়া হারাম- ২২৯
প্রাণীর ছবি তোলা নিষিদ্ধ- ২৩০
যে ঘরে প্রাণীর ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না- ২৩১
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা কবীরা গুনাহ- ২৩৪
শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, মানুষ হত্যা ও মিথ্যা শপথ করা কবী গুনাহ- ২৩৪
রোগ-ব্যাধিকে গালি দেয়া নিষেধ- ২৩৫
বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ- ২৩৬
স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে তার ডাকে সাড়া না দেয়া হারাম- ২৩৬
স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করা হারাম- ২৩৭
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা ও স্বামীর ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হালাল নয়- ২৩৭
জুমু'আর দিনকে রোযা ও জুমু'আর রাতকে ইবাদতের জন্য খাস করা মাকরূহ- ২৩৮
কবর পাকা করা, কবরের ওপর কিছু লিখা ও গম্বুজ নির্মাণ করা, কবর সামনে করে নামায পড়া ও কবরকে মাসজিদ বানানো নিষেধ- ২৩৮
সাতটি ধ্বংসকারী বিষয়- ২৪০
পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা হারাম- ২৪০
পিতৃ-পরিচয় গোপন করার পরিণতি- ২৪০
মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করা হারাম- ২৪১
স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করা হারাম- ২৪২

পঞ্চদশ অধ্যায়
ফিতনা-ফাসাদ

দাজ্জালের বর্ণনা- ২৪৩
আমানত নষ্ট করা কিয়ামতের আলামত- ২৪৪
ফিতনার যুগে ইসলামী সংগঠনের সাথে সংঘবদ্ধ থাকা অপরিহার্য- ২৪৪
সৎ লোকেরা একের পর এক মৃত্যুবরণ করবে- ২৪৬
শেষ যামানায় ঈমান বাঁচানো হাতের মুঠোয় আগুন রাখার মত কঠিন হবে- ২৪৬
মিথ্যাবাদী শাসকের পরিণতি- ২৪৬
খিয়ানতকারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম- ২৪৭
জালেম শাসকের অন্যায়ের প্রতি সমর্থন করার কঠোর পরিণাম- ২৪৭
নারী ও অসৎ নেতৃত্বের আনুগত্য করার কঠোর পরিণতি- ২৪৮
যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক বানায় তাদের কখনোই কল্যাণ হবে না- ২৪৮
ভাল কর্মকর্তা নিয়োগ করা- ২৪৯
কি কি কাজ করলে আল্লাহর গযব অবধারিত হয়ে যায়- ২৫০
সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ না করার পরিনতি- ২৫১
অধিক সম্পদ ধ্বংসের কারণ হতে পারে- ২৫২

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
কিয়ামাত ও মর্মস্পর্শী বিষয়

কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে- ২৫৩
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে- ২৫৩

www.amarboi.org

কিয়ামতের দিন যালেম ও অন্যায়ভাবে হত্যাকারীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে- ২৫৪
যাদেরকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার বান্দাদের মধ্যে শামিল করা হবে- ২৫৪
মালিকুল আমলাক বা রাজাধিরাজ নাম না রাখা- ২৫৫
নেক আমলের সাওয়াবের পরিমাণ- ২৫৬
জাহান্নামকে লোভনীয় ও জান্নাতকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে- ২৫৬
অনেক নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন যারা নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে- ২৫৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না- ২৫৯
জান্নাত ও জাহান্নাম জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী- ২৬০
দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে- ২৬০
কবর আযাব- ২৬১
কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত- ২৬৫
সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট- ২৬৭

সপ্তদশ অধ্যায়
জাহান্নাম

জাহান্নামের গভীরতা- ২৬৮
জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা- ২৭০
জাহান্নামীদের দেহের আকার-আকৃতি- ২৭১
জাহান্নামের প্রাচীরের বিবরণ- ২৭২
জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়ের বিবরণ- ২৭২
টগবগে গরম পানি জাহান্নামীদের মাথায় ঢালা হবে- ২৭৭
জাহান্নামীরা আগুনে দগ্ধ হয়ে বীভৎসরূপ ধারণ করবে- ২৭৮
জাহান্নামীদেরকে আগুনের পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করা হবে- ২৭৮
সাপ-বিচ্ছুর দংশন- ২৭৯
জাহান্নামে কারা যাবে এবং কেন যাবে?- ২৮০
জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য কান্নাকাটি করা- ২৮০

অষ্টাদশ অধ্যায়
জান্নাত

জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ- ২৮১
জান্নাতের পরিবেশ- ২৮২
জান্নাতের নির্মাণ উপকরণের বিবরণ- ২৮২
জান্নাতের প্রশস্ততা ও স্তরের বর্ণনা- ২৮৩
জান্নাতের অট্টালিকাসমূহের বিবরণ- ২৮৪
জান্নাতের বাগবাগিচা- ২৮৬
জান্নাতের বাজার- ২৮৮
জান্নাতের নহর- ২৮৮
জান্নাতের বিছানা- ২৮৯
জান্নাতবাসীগণের পোশাক ও আসবাবপত্র- ২৯০
জান্নাতবাসীগণের খাদ্য ও পানীয়- ২৯১
জান্নাতবাসীদের খাওয়া-দাওয়া ও পেশাব-পায়খানা- ২৯১
জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য- ২৯২
নিম্নশ্রেণীর জান্নাতবাসীর মর্যাদা- ২৯৩
জান্নাতবাসীরা চিরদিন জান্নাতে ও জাহান্নামীরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে- ২৯৫
সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মর্যাদা- ২৯৬
জান্নাতবাসীগণের স্ত্রী ও হূর-গিলমান- ২৯৭
জান্নাতবাসীদের খাদেম- ২৯৯
জান্নাতবাসীগণ কখনো রোগাক্রান্ত হবে না এবং তাদের কখনো মৃত্যু হবে না- ২৯৯
জান্নাতের সর্বোচ্চ নি'আমত হল আল্লাহর দীদার- ৩০০

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর মহত্ত্ব

আল্লাহ মহান

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيْمَا رَوَى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ « يَاعِبَادِيْ ! انِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. فَلاَتَظَالَمُوْا . يَاعِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ الاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُوْنِيْ اَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ الاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِيْ ! كُلُّكُمْ عَارٍ الاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ اَكْسُكُمْ . يَاعِبَادِيْ ! انَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا. فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْلَكُمْ . يَاعِبَادِيْ ! انَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ. وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ. يَاعِبَادِيْ ! لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَانْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ. مَازَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَاعِبَادِيْ! لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَانْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا. يَاعِبَادِيْ! لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَانْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ. فَاَعْطَيْتُ كُلَّ انْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ الاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَاعِبَادِيْ! انَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ . ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ ايَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ . وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ الاَّ نَفْسَهُ » (رواه مسلم)

www.amarboi.org

১. আবূ যার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এবং তিনি বরকতময় মহান আল্লাহ তা'আলা হতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে আমার ওপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের জন্যেও তা হারাম করে দিয়েছি। কাজেই তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না।

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে হেদায়াত করেছি, তারা ব্যতীত তোমরা সবাই বিপথগামী। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হেদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে খাবার দিয়েছি তারা ব্যতীত তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমার নিকট খাবার চাও। আমি তোমাদেরকে খাবার দেব।

হে আমার বান্দারা! আমি যাদেরকে বস্ত্র দিয়েছি, তারা ব্যতীত তোমরা সবাই বস্ত্রহীন। সুতরাং আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন পাপে লিপ্ত। আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।

হে আমার বান্দারা! আমার কোন ক্ষতি সাধন করার সাধ্য তোমাদের নেই। আমার কোন উপকার করার সামর্থ্যও তোমাদের নেই।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে মুত্তাকী ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহভীরু হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাতেও আমার সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধি পাবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় পাপিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার ঘাটতি হবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন যদি কোথাও একত্র হয়ে আমার নিকট চায়, আর আমি তাদের প্রত্যেকের চাহিদা মুতাবিক দান করি, তবে আমার ভান্ডার থেকে কেবল ততটুকুই কমবে, যতটুকু একটি সুচ সাগরে ডুবিয়ে তুললে সাগরের পানি কমবে (অর্থাৎ সাগরে সুচ ডুবিয়ে তুললে তাতে সাগরের পানি যেমন কিছুমাত্রও কমে না তেমনি সকলের চাহিদা পূরণ করে দিলেও আল্লাহর মহাভান্ডার থেকে সামান্যমাত্রও কমবে না। আল্লাহর ভান্ডার সবসময় পরিপূর্ণই থাকে)।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আমলসমূহ আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখি। অতঃপর তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দান করব। সুতরাং যে কল্যাণ লাভ করবে, সে যেন আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যে অন্য কিছু পাবে, সে যেন

www.amarboi.org

এজন্য নিজেকেই তিরস্কার করে। (মুসলিম*)

সৃষ্টির সূচনা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيْ فَقَالَ «خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ ، وَخَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيْ اٰخِرِ الْخَلْقِ فِيْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ ، فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ». (رواه مسلم)

২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বলেছেন ঃ মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্ শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেছেন। রবিবারে সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বত, সোমবারে সৃষ্টি করেছেন গাছপালা, বৃক্ষলতা, মঙ্গলবারে সৃষ্টি করেছেন অপছন্দনীয় জিনিসসমূহ, বুধবারে সৃষ্টি করেছেন আলো এবং বৃহস্পতিবারে সৃষ্টি করেছেন জীবজন্তু। আর সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে জুমু'আর দিন আসর নামাযের পর, আসর ও সন্ধ্যার মাঝখানে আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম**)

আল্লাহর রহমতের এক ভাগ সারা দুনিয়ায় বন্টন করা হয়েছে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ . فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً. وَاَرْسَلَ فِيْ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً. فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُ بِكُلِّ الَّذِيْ

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলাহ্, অনুচ্ছেদ (১৫) যুলুম হারাম হওয়া, হাদীস নং (২৫৭৭)-৫৫।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (৫০) সিফাতুল মুনাফিকীন, অনুচ্ছেদ (১) সৃষ্টির সূচনা, হাদীস নং (২৭৮৯)-২৭।

www.amarboi.org

عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ . لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ ». (رواه البخارى)

৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যে দিন রহমত সৃষ্টি করেছেন, সে দিন তিনি রহমতকে একশত ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন। বাকী এক ভাগ সকল সৃষ্টির মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট যে রহমত রয়েছে, তার পরিমাণ যদি কোন কাফের জানত, তাহলে সে জান্নাত থেকে নিরাশ হত না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার নিকট যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তা যদি কোন মু'মিন জানত, তাহলে সে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না। (বুখারী*)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ - يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ - مِائَةَ رَحْمَةٍ. كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . فَجَعَلَ مِنْهَا فِى الْاَرْضِ رَحْمَةً . فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلٰى وَلَدِهَا ، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ . فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، اَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ ». (رواه مسلم)

৪. সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন তিনি একশতটি রহমতও সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি রহমত আসমান ও যমীনের মাঝখানে যে ব্যবধান রয়েছে তার সমান। এর মধ্য থেকে মাত্র একটি রহমত সারা দুনিয়ায় (সকল প্রাণীর মধ্যে) বন্টন করে দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে মা তার সন্তানকে এবং জীবজন্তু ও পশু-পাখী একে অপরকে স্নেহ করে থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর (বান্দাদের প্রতি) বাকী নিরানব্বইটি রহমত পরিপূর্ণ করে দেবেন। (মুসলিম**)

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (১৯) (আল্লাহর) ভয়ের সাথে (মাগফিরাতে) আশা, হাদীস নং ৬৪৬৯।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৯) চাওবা, অনুচ্ছেদ (৪) আল্লাহ তা'আলার রহমতের ব্যাপকতা এবং তা তার গযব থেকে অগ্রবর্তী, হাদীস নং (২৭৫৩)-২১।

www.amarboi.org

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَاللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ ، مَاطَمِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ. وَلَوْيَعْلَمُ الْكَافِرُ مَاعِنْدَاللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَاقَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ». (رواه مسلم)

৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তা যদি কোন মু'মিন বান্দা জানতো, তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত পাওয়ার আশা করতো না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার নিকট যে রহমতের ভান্ডার রয়েছে, তা যদি কোন কাফের জানত, তাহলে কেউই তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম*)

অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর জন্য নির্ধারিত

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْعِزُّ اِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ» (رواه مسلم)

৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয্যত ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আল্লাহর পাজামা। অহংকার হচ্ছে তাঁর চাদর। (তিনি বলেন) যে ব্যক্তি এর কোন একটিতেও আমার সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, আমি তাকে শাস্তি দেব। (মুসলিম**)

তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না

عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ . قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৯) তওবা, অনুচ্ছেদ (৪) আল্লাহ তা'আলার রহমতের ব্যপকতা এবং তা তার গযব থেকে অগ্রবর্তী, হাদীস নং (২৭৫৫)-২৩

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৩৮) গর্ব অহংকার করা হারাম, হাদীস নং (২৬২০)-১৩৬।

www.amarboi.org

ثَلَاثَ مِرَارٍ . قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». (رواه مسلم)

৭. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাক্যটি তিনবার বলেন। আবূ যার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা? জবাবে তিনি বললেন ঃ যে লোক (পায়ের গোছার নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে চলে, কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে। (মুসলিম*)

অহংকার পতনের কারণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فِىْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরিধান করে, চুল আঁচড়িয়ে খুব গর্বভরে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে মাটির নীচে ধসে যেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৪৬) পায়ে গোছার নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, দান করে খোঁটা দেয়া, মিথ্যা শপথ করে পন্য বিক্রি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, হাদীস নং (১০৬)-১৭১।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৫) অহংকার বশে পায়ের গোছর নীচে কাপড় পরা, হাদীস নং ৫৭৮৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস ও সাজ-সজ্জা, অনুচ্ছেদ (১০) পোশাকের খুশিতে মগ্ন হয়ে গর্বভরে চলা হারাম, হাদীস নং (২০৮৮)-৪৯,৫০।

www.amarboi.org

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ – تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ –

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা তা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আস্‌সাফঃ ১০-১২)

عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِىِّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِىْ سَالِمٍ قَالَ غَدَا : عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ « لَنْ يُوَافِىَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ ، اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ ». (رواه البخارى)

৯. ইতবান ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এসে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে[১] কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। (বুখারী*)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ

১। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এই কালেমার দাবী অর্থাৎ শরী'আতের আদেশ-নিষেধ যথারীতি মেনে চলবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

* বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক অনুচ্ছেদ (৬) এমন আমল যা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ চাওয়া হয়, হাদীস নং ৬৪২৩।

www.amarboi.org

رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ « يَامُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : يَامُعَاذُ! قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ، (ثَلاَثًا) قَالَ « مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِه ، اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ، قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ؟ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ : اِذًا يَتَّكِلُوْا ». وَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে মু'আয ইবনে জাবাল! (মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার খেদমতে হাযির। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার বললেন ঃ হে মু'আয! (জবাবে মু'আয (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমি আপনার খেদমতে হাযির। এ ভাবে তিনি তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেন ঃ যে কেউ আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। তিনি (মু'আয) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দেব না? যাতে তারা সুসংবাদ গ্রহণ করতে পারে। তিনি (রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তাহলে লোকেরা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে (কোন আমল করবে না)। মু'আয (রাঃ) ইলম গোপন রাখার গুনাহর ভয়ে মৃত্যুর সময় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ « يَخْرُجُ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৩) ইলম, অনুচ্ছেদ (৪৯) এক সম্প্রদায়কে ছেড়ে অপর সম্প্রদায়কে এই ধারনায় শিক্ষা দেয়া যে, তা না করলে তারা তা করলে বুঝতে পারবে না, হাদীস নং ১২৮। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (১০) যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর যারা যাবে, যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, হাদীস নং (৩২)-৫৩।

www.amarboi.org

مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ » . (رواه البخارى)

১১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং তার অন্তরে একটা যব পরিমাণ নেকী থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং তার অন্তরে একটা গম পরিমাণ নেকী থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। আর যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণও নেকী থাকে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। (বুখারী*)

দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেও কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ « يَا غُلاَمُ! اِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ ، وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ، وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ . وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ . رُفِعَتِ الْاَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ». (رواه الترمذى)

১২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি এক সাওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় অবহিত করছি। তুমি আল্লাহর বিধি-নিষেধের হেফাযত করবে, আল্লাহ তোমাকে (দুনিয়ার

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (২) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৩৩) ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি, হাদীস নং ৪৪।

www.amarboi.org

বিপদ-মুসীবত ও পরকালীন আযাব থেকে) হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর (সন্তুষ্টি ও তাঁর অধিকারের) প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহকে নিকটে পাবে। (অর্থাৎ তিনি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাযত করবেন।) তোমার কোন কিছু চাইতে হলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাও, আর যে কোন ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে কেবল আল্লাহর কাছেই কর। জেনে রাখ, গোটা জাতিও যদি তোমার কল্যাণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে কেবল ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পক্ষান্তরে গোটা জাতিও যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে কেবল ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (যা লিখার লিখা হয়ে গেছে, এরপর আর কিছু লিখা হবে না।) এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ . وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ . احْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ، وَلَاتَعْجَزْ . وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَاتَقُلْ : لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا . وَلٰكِنْ قُلْ : قَدْرُ اللّٰهُ وَمَا شَآءَ فَعَلَ . فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». (رواه مسلم)

১৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবল মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য কল্যাণকর তাই তুমি কামনা কর এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও। অক্ষম হয়ো না। তোমার ওপর কোন বিপদ-মুসীবত আসলে তুমি বলো না, আমি যদি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হতো। বরং বলো, আল্লাহ আমার ভাগ্যে এটাই রেখেছেন। আর তিনি যা চান তাই করেন। "যদি" শব্দটি অবশ্যই শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়। (মুসলিম*)

---

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৭) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫৮) মহানবীর সামনে সাহাবীগণের এক অবস্থা ও পরে অন্য অবস্থা, হাদীস নং ২৪৫৬।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৬) তাকদীর, অনুচ্ছেদ (৮) দুর্বলতা পরিত্যাগ ও শক্তি অর্জনের হুকুম, হাদীস নং (২৬৬৪)-৩৪।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলম

ইলম হাসিলের ফযীলত

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ : فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا ، سَلَكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ . وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ . وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانُ فِى الْمَآءِ . وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَآئِرِ الْكَوَاكِبِ . وَاِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ . وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَدِرْهَمًا . اِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ . فَمَنْ اَخَذَ بِهِ فَقَدْ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ». (رواه الترمذى)

وفى رواية له « فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا ، وَحَتّٰى الْحُوْتَ ، لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ».

وفي رواية اُخرى « فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ».

১৪. আবূদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে

www.amarboi.org

পথ চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন এবং ফিরিশতারা ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য (তার চলার পথে) নিজেদের পালক বিছিয়ে দেয়। আর আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী এমন কি পানির মাছ্ পর্যন্ত আলেমের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারকারাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা যেমন, মূর্খ আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদাও তেমন। আর আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দীনার ও দিরহাম রেখে যাননি। বরং তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে ইলমে দীন রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করেছে, সে (উত্তরাধিকারের) পূর্ণ অংশ লাভ করেছে। (তিরমিযী)

তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (মূর্খ) আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা ততটুকু, যেমন তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার মর্যাদা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতাগণ এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের ভিতরের পিপড়া ও পানির মাছ্ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে, যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান দান করে।

তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (প্রাজ্ঞ আলেম) শয়তানের বিপক্ষে হাজার মূর্খ আবেদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ ، كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ». (رواه الترمذى)

১৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (দীনী) ইলম হাসিল করার জন্য বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় থাকে। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَنْ يَّشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ » (رواه الترمذى)

---

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪১) ইলম, অনুচ্ছেদ (১৯) ইবাদাতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা অনেক বেশী, হাদীস নং ২৬১৯।

** তিরমিযী: অধ্যায় ৪১) ইলম, অনুচ্ছেদ (২) ইলম হাসিলের ফযীলত, হাদীস নং ২৫৮৪।

www.amarboi.org

১৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কল্যাণকর কথা শুনে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হতে পারে না। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ». (رواه الترمذى)

১৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য পথ চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (তিরমিযী**)

পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করার পরিণতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لاَيَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهُ». (رواه ابو داود)

১৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ইলম দ্বারা পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য সেই ইলম হাসিল করল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না। (আবূ দাউদ***)

عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ ، اَوْ اَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ ، فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (رواه الترمذى)

১৯. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে

* তিরমিযী: অধ্যায় (৪১) ইলম, অনুচ্ছেদ (১৯) ইবাদতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী, হাদীস নং ২৬২৩।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪১) ইলম, অনুচ্ছেদ (২) ইলম হাসিলের ফযীলত, হাদীস নং ২৫৮৩।

*** আবূ দাউদঃ অধ্যায় ইলম, অনুচ্ছেদ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম তলব করা, হাদীস নং ৩৬৬৪

www.amarboi.org

ইলম হাসিল করে অথবা এ ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু হাসিলের ইচ্ছা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। (তিরমিযী*)

আলেমের মর্যাদা

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ : اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَّالْاٰخَرُ عَالِمٌ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ». (رواه الترمذى)

وفي رواية أُخرى « فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ».

২০. আবূ উমামা আল বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট দু'জন লোকের ব্যাপারে আলোচনা করা হল। তাদের একজন হলেন আবেদ[১] এবং অপরজন হলেন আলেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন একজন সাধারণ মুসলমানের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতামন্ডলী এবং আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ- এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও (পানির) মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে, যে লোকদেরকে কল্যাণকর জ্ঞান দান করে। (তিরমিযী**)

তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (প্রাজ্ঞ আলেম) শয়তানের বিপক্ষে হাজার মূর্খ আবেদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

১। আবেদ শব্দের অর্থ হল ইবাদতকারী। এখানে এর অর্থ হল, এমন ব্যক্তি, যে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে, প্রতিটি কাজে-কর্মে আল্লাহকে স্মরণ করে।

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪১) ইলম, অনুচ্ছেদ (৬) যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ অন্বেষণ করে, হাদীস নং ২৫৯১।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (১৯) ইবাদতের তুলনায় জ্ঞানের মর্যাদা বেশী, হাদীস নং ২৬২২।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা অর্জন করা

উযূ করার পর দু'আ পড়ার ফযীলত

عَنْ عُمَرَ قَالَ : .... قَالَ (رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ (اَوْ فَيُسْبِغُ) الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ، اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَآءَ».

(رواه مسلم)

২১. উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উযূর অঙ্গগুলো খুব ভালভাবে ধুয়ে পরিপূর্ণরূপে উযূ করে এবং উযূর পর আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু পাঠ করে, (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে, সেই দরজা দিয়েই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম*)

উত্তমরূপে উযূ করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا : بَلٰى ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : اِسْبَاغُ الْوَضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَاِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ . فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ». (رواه مسلم)

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (২) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (৬) উযূর পর যে দু'আ পড়া মুস্তাহাব, হাদীস নং (২৩৪)-১৭।

www.amarboi.org

২২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলব না, যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ কষ্টসাধ্য হলেও পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করা, নামাযের জন্য বার বার মাসজিদে যাওয়া এবং এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। আর এগুলো তোমাদের জন্য রিবাত (জিহাদে সীমান্ত প্রহরা দেয়ার মত সওয়াবের কাজ)। (মুসলিম*)

উযূ করলে গুনাহ্ মাফ হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ اَوْ نَحْوَهٰذَا . وَاِذَاغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعْ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ ، حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ». (رواه مسلم والترمذى واللفظ للترمذى)

وزاد مسلم «فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَآءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَآءِ».

২৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা উযূ করার সময় যখন তার মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার মুখমন্ডল থেকে সেই সব গুনাহ্ ঝরে পড়ে, যা সে তার দু'চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত থেকে পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সেই সব গুনাহ ঝরে পড়ে, যা সে তার

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (২) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (১৪) কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করার ফযীলত, হাদীস নং (২৫১)-৪১।

www.amarboi.org

দু'হাত দ্বারা করেছে। অবশেষে সে ব্যক্তি সমস্ত (সগীরা) গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজী*)

মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, যখন সে তার দুই পা ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার সেই সব (সগীরা) গুনাহ্ ঝরে পড়ে, যা সে তার দু'পা দ্বারা করেছে।

উযূ ও নামাযের ফযীলাত

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِىُّ ... يَا نَبِىَّ اللّٰهِ! اَخْبِرْنِىْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَأَجْهَلُهُ ، اَخْبِرْنِىْ عَنِ الصَّلاَةِ؟ قَالَ «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ ، فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ . وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ ، فَاِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ ، حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ اَقْصِرْعَنِ الصَّلاَةِ ، فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَىْءُ فَصَلِّ ، فَاِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ ، حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». قَالَ : فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ! فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِىْ عَنْهُ؟ قَالَ «مَامِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ ، ثُمَّ اِذَاغَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَآءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلاَّ

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (২) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (১১) উযুর পানির সাথে গুনাহ ঝরে যায়, হাদীস নং (২৪৪)-৩২। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (১) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (২) পবিত্রতা অর্জনের ফযীলত, হাদীস নং ২

www.amarboi.org

خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ . ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَآءِ . ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهِ مَعَ الْمَآءِ ، فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ اَهْلٌ . وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ ، الاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ». فَحَدَّثَ عَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ : يَاعَمْرَوبْنَ عَبَسَةَ! اُنْظُرْ مَاتَقُوْلُ فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطٰى هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : يَا اَبَا أُمَامَةَ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَرَقَّ عَظْمِيْ وَاقْتَرَبَ اَجَلِيْ ، وَمَابِيْ حَاجَةٌ اَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ ، وَلاَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ، لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَّ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، (حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ) مَاحَدَّثْتُ بِهِ اَبَدًا ، وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . (رواه مسلم)

২৪. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনে আবাসা আসসুলামী (রাঃ) বলেছেন, ... হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনাকে যে সব বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমি যা জানি না, আমাকে তা অবহিত করুন। আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন ঃ তুমি ফজরের নামায আদায় করার পর সূর্য কিছুটা উপরে উঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য যখন উদয় হয়, তখন শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদয় হয়। আর তখনই কাফেররা তাকে (শয়তানকে) সাজদা (পুজা) করে। অতঃপর তুমি আবার নামায আদায় করো। কেননা, এ নামাযে ফিরিশতা হাযির হয়ে নামাযীদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। আর এ নামাযের সময় বর্শার ছায়া তার সমান হওয়া (দ্বিপ্রহরের পূর্ব) পর্যন্ত থাকে। এরপর নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, এ সময়

www.amarboi.org

জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হয়। অতঃপর ছায়া যখন হেলে যায়, তখন নামায আদায় করো। কেননা, এ নামাযে ফিরিশতা হাযির হয়ে নামাযীদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। তারপর আসরের নামায আদায় করো। (আসরের নামায আদায় করার পর) সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিং- এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়। আর তখনই কাফেররা তাকে (শয়তানকে) সাজদা (পুজা) করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! উযূ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ উযূর পানি নিয়ে কুলি করলে ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললে মুখের ও নাকের গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে আল্লাহর বিধান মুতাবিক মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমন্ডলের গুনাহ পানির ফোঁটার সাথে দাড়ির পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। এরপর সে কনুইসহ দু'হাত ধৌত করলে দু'হাতের গুনাহসমূহ আংগুলসমূহ থেকে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর সে মাথা মাসেহ করলে চুলের অগ্রভাগ থেকে মাথার গুনাহসমূহ পানির ফোঁটার সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যখন সে দু'পা গোড়ালিসহ ধৌত করে, তখন পায়ের গুনাহসমূহ পায়ের আংগুল থেকে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর সে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অর্থাৎ যথাযথভাবে নামায আদায় করে, আর তিনি যে মর্যাদার অধিকারী, সে মর্যাদা তাঁকে দান করে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য অন্তরকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন যেরূপ নিষ্পাপ ছিল, সেরূপ নিষ্পাপ হয়ে (নামায থেকে) ফিরবে।

এ হাদীস আমর ইবনে আবাসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবূ উমামার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, হে আমর ইবনে আবাসা! তুমি কি বলছো ভেবে দেখো। এক ব্যক্তিকে এক সাথে এতো কিছু দেয়া হবে? আমর বললেন, হে আবূ উমামা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, আমার হাড়গুলো শুকিয়ে গেছে, আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মিথ্যা বলার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদীসটি একবার, দু'বার, তিনবার (এভাবে গণনা করে বলেন) এমনকি সাতবার না শুনতাম, তাহলে কখনো আমি এ হাদীসটি বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি এ হাদীসটি তাঁর নিকট থেকে এর চাইতেও অধিকবার শুনেছি। (মুসলিম*)

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (৫২) আমর ইবনে আবার ইসলাম গ্রহণ, হাদীস নং (৮৩২)-২৯৪।

www.amarboi.org

মিসওয়াকের ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». (رواه النسائى)

২৫. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মিসওয়াক হল মুখের পবিত্রতা অর্জন এবং রবের সন্তুষ্টি লাভের উপায়। (নাসাঈ*)

তাহিয়্যাতুল উযূর ফযীলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ «يَابِلاَلُ! حَدِّثْنِيْ بِاَرْجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ ، فَاِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِى الْجَنَّةِ». قَالَ : مَاعَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجى عِنْدِيْ ، اَنِّيْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَاكُتِبَ لِيْ اَنْ اُصَلِّيَ. (رواه البخارى)

২৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের সময় বিলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে বিলাল! তুমি ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক যে আমলটি করেছো, সে সম্পর্কে আমাকে বল। কেননা, আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল বললেন, দিন অথবা রাতে যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি (অর্থাৎ উযূ করেছি), তখনই সেই উযূ দ্বারা নামায আদায় করেছি, যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন। এ ছাড়া আশাব্যঞ্জক আর কোন আমল আমার নেই। (বুখারী**)

---

* নাসাঈ ঃ অধ্যায় (১) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (৪) মিসওয়াক করার জন্য উৎসাহিত করা।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (১৭) দিন ও রাতে পবিত্রতা অর্জন ও উযূর পর নামায আদায় করার ফযীলত, হাদীস নং ১১৪৯।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

নামায

পাঁচ ওয়াক্‌ত নামায আদায়ের গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوْا : لاَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا . قَالَ : فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا ».(متفق عليه)

২৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কারো ঘরের সামনে যদি একটা নদী থাকে, তাতে সে প্রত্যেক দিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে তার ব্যাপারে তোমরা কি বলবে, তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকবে? জবাবে তারা বল্‌ল, না- তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্‌ত নামাযের ব্যাপারটিও অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা নামাযের মাধ্যমে (বান্দার) গুনাহ মুছে ফেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ . قَالَ : مَالَهُ مَالَهُ . وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَرَبٌ مَالَهُ ، تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ». (رواه البخارى)

২৮. আবূ আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৯) নামাযের ওয়াক্‌ত সমূহ, অনুচ্ছেদ (৬) পাঁচ ওয়াক্তত নামায (গুনাহর) কাফফারা, হাদীস নং ৫২৮। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫) মাসজিদ অনু: (৫১) নামাযের জন্য মাসজিদে যাতায়াত করা... কারণে গুনাহ মাফ ২য় হাদীস নং (৬৬৭)-২৮৩।

www.amarboi.org

সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, আমাকে এমন কিছু কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তখন এক ব্যক্তি বলল, লোকটির কি হয়েছে, লোকটির কি হয়েছে! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লোকটির যে কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। (অতঃপর তাকে বললেন ঃ) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবে। (বুখারী*)

নামায ত্যাগ করা কুফরী

عَنْ اَبِى سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ». (رواه مسلم)

২৯. আবূ সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেন,) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ছেড়ে দেয়া। (মুসলিম**)

সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে

عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ ، فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا، قَالَ : فَجَلَسْتُ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ : اِنِّىْ سَأَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يَرْزُقَنِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا ، فَحَدِّثْنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهٖ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلَاتُهُ، فَاِنْ صَلُحَتْ ، فَقَدْ اَفْلَحَ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (২৪) যাকাত, অনুচ্ছেদ (১) যাকাত ওয়াজিব হওয়া, হাদীস নং ১৩৯৬।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৩৫) যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় তার বিরুদ্ধে কুফর শব্দের ব্যবহার, হাদীস নং (৮২)-১৩৪।

www.amarboi.org

وَاَنْجَحَ ، وَاِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا ، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اُنْظُرُوْا ، هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَيُكْمَلُ بِهَا مَاانْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِه عَلٰى ذٰلِكَ». (رواه الترمذى)

৩০. হুরাইস ইবনে কাবীসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেককার সাথী মিলিয়ে দিন। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর নিকট বসে বললাম, আমি আল্লাহ্‌র নিকট একজন নেককার সাথীর জন্য প্রার্থনা করেছি। সুতরাং আপনি আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনেছেন। আশা করা যায় যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ দান করবেন। তখন তিনি (আবূ হুরাইরা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামায যদি ঠিকমত পাওয়া যায় (অর্থাৎ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায যদি নিয়মিত ও বিধান মুতাবিক আদায় করে থাকে), তাহলে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি নামায বিনষ্ট পাওয়া যায় (অর্থাৎ নামায যদি ঠিকমত আদায় না করে থাকে), তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফরয নামাযের মধ্যে যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে মহামহিম আল্লাহ বলবেন ঃ দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা। (নফল নামায) থাকলে তা দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল আমলের হিসাব নেয়া হবে। (তিরমিযী*)

নামায আদায় করার জন্য মাসজিদে যাওয়ার প্রতিদান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ».(رواه البخارى)

৩১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

* তিরমিযী ঃ অধ্যায়(২) সালাত, অনুচ্ছেদ (১৯১) কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে, হাদীস নং ৩৮৮।

www.amarboi.org

বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় (নামায আদায় করার জন্য) যতবার মাসজিদে যাতায়াত করবে, আল্লাহ্ ততবারই তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখবেন। (বুখারী*)

নামাযের অপেক্ষায় থাকার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ : اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَى حَتّٰى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَاللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». (رواه البخارى)

৩২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন মাসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। (৪) যে দু'ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে। তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই একত্র হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে মর্যাদা সম্পন্ন সুন্দরী নারীর কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান-খয়রাত করে, তার বাম হাতও জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করছে। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। (বুখারী**)

নামাযে গুনাহ্ মাফ হয়

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৩৭) যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় নামাযের জন্য মাসজিদে যায় তার মর্যাদা, হাদীস নং ৬৬২।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৩৬) নামাযের অপেক্ষায় অবস্থানরত ব্যক্তি ও মাসজিদের ফযীলত মর্যাদা, হাদীস নং ৬৬০।

www.amarboi.org

فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ ، قَالَ : وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِىَّ كِتَابَ اللّٰهِ ، قَالَ « هَلْ حَضَرْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْغُفِرَ لَكَ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। কাজেই আমার ওপর শাস্তি কার্যকরী করুন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ইতোমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করল। নামায শেষ করার পর সে পুনরায় আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। আল্লাহর কিতাবের বিধান মুতাবিক আমাকে শাস্তি প্রদান করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছো? লোকটি বল্ল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম*)

নামাযে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ « مَا شَأْنُكُمْ؟ ». قَالُوْا : اسْتَعْجَلْنَا اِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ « فَلاَتَفْعَلُوْا. اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ». (رواه البخارى والترمذى)

৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবী কাতাদাহ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জামা'আতে

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮৬) হুদূদ, অনুচ্ছেদ (২৭) যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের অপরাধ স্বীকার করে ... হাদীস নং ৬৮২৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৯) তওবা; অনুচ্ছেদ (৭) আল্লাহর বাণী, নেক আমল গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, হাদীস নং (২৭৬৪)-৪৪,৪৫।

www.amarboi.org

নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের শোরগোল শুনতে পেলেন। নামায শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কি হয়েছিলো? তারা বললো, আমরা নামাযে শরীক হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম। তিনি বলেন ঃ এরূপ করো না। যখন নামাযের জন্য আসবে, ধীরস্থির ও শান্তভাবে আসবে। জামা'আতের সাথে যতটুকু পাবে আদায় করবে এবং যতটুকু ছুটে যাবে, পরে তা পূরণ করে নেবে। (বুখারী ও তিরমিযী*)

রুকূ ও সাজদায় ইমামের অগ্রবর্তী না হওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَمَا يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اَوْلَا يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ». (رواه البخارى)

وفى رواية لمسلم «اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ».

৩৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামের পূর্বে রুকূ-সাজদা থেকে মাথা উঠায়, তখন কি তার ভয় হয় না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) তার মাথা গাধার মাথার মত করে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতির মত করে দেবেন। (বুখারী**)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখমন্ডলকে গাধার মুখমন্ডলের ন্যায় করে দেবেন।

খাবার সামনে রেখে এবং পেশাব-পায়খানা ও বায়ু দমন করে নামায আদায় করা মাকরূহ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ «اِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَؤُوْا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ . وَلَا تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ». (رواه مسلم)

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (২০) আমাদের নামায ছুটে গেছে কারু পক্ষে এরূপ কথা বলা, হাদীস নং ৬৩৫। তিরমিযী ঃ অধ্যায় সালাত, অনুচ্ছেদ ১২৭।

** বুখারীঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৫৩) ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো গুনাহ, হাদীস নং ৬৯১।

www.amarboi.org

৩৬. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি রাতের খাবার সামনে হাযির করা হয় এবং নামাযের সময়ও উপস্থিত হয়, তাহলে মাগরিবের নামাযের সময় হলেও প্রথমে খাবার খেয়ে নেবে, তারপর নামায আদায় করবে। খাবার রেখে নামাযের জন্য ব্যস্ত হয়ে যেও না। (মুসলিম*)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « لاَصَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلاَهُوَ يُدَافِعُهُ الاَخْبَثَانِ ». (متفق عليه)

৩৭. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সামনে খাবার আনা হলে তখন কোন নামায আদায় করা চলে না এবং পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে তা চেপে রেখেও নামায আদায় করা যায় না। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اذَا سَمِعْتُمُ الاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلاَةِ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلاَتُسْرِعُوْا ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا ، وَمَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ».(رواه البخارى)

৩৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন নামাযের ইকামত শুনতে পাবে, তখন ধীরস্থিরভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে নামাযের জন্য যাবে। দৌড়িয়ে যাবে না। যতটুকু পাবে জামা'আতের সাথে আদায় করবে এবং যতটুকু ছুটে যাবে, পরে তা পূরণ করে নেবে। (বুখারী***)

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা

عَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (১৬) খাবার সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহ, হাদীস নং (৫৫৭)-৬৪।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৮) সালাত, অনুচ্ছেদ (১০১) নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম কবীরা গুনাহ্, হাদীস নং ৫১০। মুসলিমঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (১৬) খাবার সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহ, হাদীস নং (৫৬০)-৬৭।

*** বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (২১) নামাযের জন্য দৌড়াবে না ধীরস্থির ও গাম্ভীর্যের সাথে যাবে, হাদীস নং ৬৩৬।

www.amarboi.org

«لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ اَبُو النَّضْرِ : لاَاَدْرِيْ قَالَ : اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً؟. (رواه مسلم)

৩৯. আবূ জুহাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী[১] যদি জানত যে, এতে তার কত বড় গুনাহ হবে, তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করত। বর্ণনাকারী আবূ নাদর বলেন, তিনি কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমার জানা নেই। (মুসলিম*)

জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ، ثُمَّ اٰمُرُ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ . وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».(رواه البخارى)

৪০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১। নামাযীর সামনে যদি সুতরা থাকে অর্থাৎ দেয়াল, পিলার অথবা কোন কিছু দাঁড় করানো থাকে, তাহলে সুতরার অপর দিক দিয়ে অতিক্রম করাতে কোন দোষ নেই। আর যদি নামাযীর সামনে সুতরা না থাকে এবং ময়দান অথবা বড় কোন মসজিদে নামায আদায় করতে থাকে, তাহলে নামাযীর দাঁড়াবার ও সাজদার জায়গার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।
ছোট কোন ঘর অথবা ছোট মস্‌জিদে নামায আদায় করলে নামাযীর দাঁড়াবার ও তাঁর সামনের দেয়ালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। (ড ঃ ওয়াহাবা আযযুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৩য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৭৬১)

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪৮) নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং (৫০৭)-২৬১।

www.amarboi.org

বলেছেন ঃ যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি সংকল্প করেছি, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার আদেশ দেই। অতঃপর নামায আদায় করার হুকুম করি। নামাযের আযান দেয়া হবে, আমি মুসল্লীদের একজনকে ইমামত করার হুকুম করব। এরপর নামাযে অনুপস্থিত লোকদের বাড়ী গিয়ে তাদের বাড়ী জ্বালিয়ে দিব। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, তাদের কেউ যদি জানত যে, একটি মোটা গোশ্‌তবিশিষ্ট হাড় পাবে, অথবা ছাগলের দুটো ভাল পা পাবে, তাহলে অবশ্যই সে ইশার জামা'আতে হাযির হত। (বুখারী*)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجْعُهُ ، اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ ، فَاَذِنَّ لَهُ . فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْاَرْضَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ اٰخَرَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاقَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَ لِىْ : وَهَلْ تَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ: هُوَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ . (رواه البخارى)

৪১. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হলেন এবং তাঁর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেল, তখন আমার ঘরে রোগের সেবাযত্ন করার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট অনুমতি চাইলেন। তারা সবাই অনুমতি দিলেন। নামাযের সময় হলে তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে নামাযের জন্য বের হলেন। তাঁর পা দু'খানা মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। তিনি আব্বাস (রাঃ) ও অপর এক ব্যক্তির ওপর ভর করে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) আমার নিকট যা বলেছিলেন, তা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট বললে তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি জান সে ব্যক্তি কে? যার নাম আয়িশা (রাঃ) উল্লেখ করেননি। আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ সে ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আবূ তালিব। (বুখারী**)

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (২৯) জামা'আতে নামায আদায় করা ওয়াজিব, হাদীস নং ৬৪৪।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৩৯) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে নামাযের জামা'আতে শরীক হবে, হাদীস নং ৬৬৫।

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِىْ سُوْقِهِ خَمْسًاوَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ، فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَاتَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لاَيُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً، حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ . وَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلاَةٍ مَاكَانَتْ تَحْبِسُهُ ، وَتُصَلِّى- يَعْنِىْ عَلَيْهِ- الْمَلاَئِكَةُ مَادَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَالَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيْهِ». (رواه البخارى)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ «وَلاَيَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ».

৪২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা ঘরে ও বাজারে (একাকী) নামায আদায় করা অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী সাওয়াব। কেননা, তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযূ করে এবং কেবল নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মাসজিদে যায়, তখন মাসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতি কদমে আল্লাহ্ একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ও একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন। আর মাসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে তথায় অবস্থান করে, ততক্ষণ তাকে নামাযের মধ্যে শামিল ধরা হয় এবং যতক্ষণ সে উযূ অবস্থায় নামাযের জায়গায় অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে, 'হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্! তার প্রতি রহম করুন।' (বুখারী*)

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযের জন্য (মাসজিদে) অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ তাকে নামাযের মধ্যে আছে বলে গণ্য করা হবে।

ইকামাত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত ও নফল নামায না পড়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮) সালাত, অনুচ্ছেদ (৮৭) বাজারের মাসজিদে নামায আদায় করা। হাদীস নং ৪৭৭।

www.amarboi.org

«اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ، فَلاَ صَلاَةَ الاَّ الْمَكْتُوْبَةُ ». (رواه مسلم)

৪৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয়, তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন (সুন্নাত বা নফল) নামায পড়া যাবে না। (মুসলিম*)

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ ، فَرَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّىْ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ . فَقَالَ « اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا ؟ ». (رواه مسلم)

৪৪. ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফজরের নামাযের ইকামাত দেয়া হল, মুয়াযযিনের ইকামাত দেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখে বললেন ঃ তুমি কি ফজরের (ফরয) নামায চার রাক'আত পড়বে?[১] (মুসলিম**)

প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ ، فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ « اَلشُّهَدَآءُ خَمْسَةٌ ، اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَالَ : لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا الاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا ، لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ .

১। লোকটি ফজরের সুন্নাত পড়ছিল। ফরয নামাযের ইকামাত দেয়ার পর ফরয ব্যতীত কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়া যায় না। তাই তিনি লোকটিকে ইকামাত দেয়ার সময় সুন্নাত পড়তে দেখে বললেন ঃ তুমি কি ফজরের নামায চার রাক'আত পড়বে? অর্থাৎ সুন্নাতকে ফরয বানিয়ে নিবে?

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৬) সালাতুল মুসাফির, অনুচ্ছেদ (৯) মুয়াযযিনের ইকামাত শুরু করার পর নফল নামায শুরু করা মাকরূহ, হাদীস নং (৭১০)-৬৩।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (৬) সালাতুল মুসাফির, অনুচ্ছেদ (৯) মুয়ায্যিনের ইকামাত শুরু করার পর নফল শুরু করা মাকরুহ, হাদীস নং (৭১১)-৬৬।

www.amarboi.org

وَلَوْيَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ ، لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ . وَلَوْيَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ ، لاَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا ». (رواه البخارى)

৪৫. আবূ হুরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি চলার পথে রাস্তায় একটি কাঁটাদার ডাল দেখে সেটি সরিয়ে ফেলল। এতে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ প্লেগে বা মহামারীতে মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, চাপাপড়ে মৃত এবং আল্লাহ্‌র পথে শহীদ। তিনি আরও বলেছেন ঃ আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার কি সাওয়াব তা যদি লোকেরা জানত, আর (অধিক ভীড়ের কারণে) তা যদি কেবল লটারীর মাধ্যমেই অর্জন করতে হত, তাহলে অবশ্যই তারা লটারী করত। আর প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করার কি সাওয়াব তা যদি তারা জানত, তাহলে অবশ্যই তারা সেজন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। আর ইশা ও ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করার ফযীলত কি তা যদি লোকেরা জানত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ দুই নামাযের জামা'আতে শামিল হত। (বুখারী*)

ইশা ও ফজর নামায জামা'আতে আদায় করা মুনাফিকের পক্ষে কঠিন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْيَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا ، لاَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا. لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلٰى مَنْ لاَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ ». (رواه البخارى)

৪৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের জন্য ফজর ও ইশার নামায (জামা'আতের সাথে) আদায় করার চেয়ে কঠিন নামায আর নেই। এই দুই ওয়াক্ত নামায (জামা'আতের সাথে) আদায় করার কি সাওয়াব তা যদি তারা জানত, তাহলে তারা

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৩২) ওয়াকতের প্রথম ভাগে যোহরের নামায পড়ার ফযীলত, হাদীস নং ৬৫২-৫৪।

www.amarboi.org

হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই ওয়াক্ত নামাযের জামা'আতে আসত। আমার ইচ্ছা হয়, আমি মুয়ায্যিনকে আযান দেয়ার আদেশ দেই, অতঃপর কোন ব্যক্তিকে ইমামত করার হুকুম করি। এরপর যারা এখনও জামা'আতে শরীক হয়নি তাদের ঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই। (বুখারী*)

ইশা ও ফজর নামায জামা'আতে পড়ার ফযীলত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ».

(رواه الترمذى)

৪৭. উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ইশার নামায আদায় করবে, সে অর্ধেক রাত নফল নামায পড়ার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামা'আতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে সারা রাত নফল নামায আদায় করার সমপরিমাণ সাওয়াব। (তিরমিযী**)

عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا اَلْقَسْرِىَّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ . فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ. فَاِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ . ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ». (رواه مسلم)

৪৮. আনাস ইবনে সীরীন বলেন, আমি জুনদুব আল কাসরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (জামা'আতের সাথে) ফজরের নামাজ আদায় করল, সে আল্লাহ্র দায়িত্বে চলে

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৩৪) জামা'আতের সাথে ইশার নামায আদায় করার ফযীলত, হাদীস নং ৬৫৭।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৫৩) ফজর ও ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার ফযীলত, হাদীস নং ২১১।

www.amarboi.org

গেল। আল্লাহ্ যেন তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে তোমাদের নিকট থেকে হিসাব না চান। (আল্লাহর দায়িত্বে চলে যাওয়ার পর আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কাজ করে কেউ আল্লাহর দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে আসলে তিনি তার নিকট থেকে তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে হিসাব নিবেন।) কারণ, তিনি তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে যার নিকট হিসাব চাইবেন, তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম*)

নামাযের মধ্যে গুনাহ্ মাফ চেয়ে দু'আ করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً، قَالَ: اَحْسِبُهُ قَالَ : هُنَيَّةً ، فَقُلْتُ : بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ؟ قَالَ «اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ . اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ». (رواه البخارى)

৪৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝে কিছুক্ষণ সময় চুপ করে থাকতেন। (আবূ যার'আ) বলেন, আমার মনে হয় বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ তিনি অল্প সময় চুপ থাকতেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থেকে আপনি কি পড়েন? তিনি বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি। আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাসি। আল্লাহুম্মাগসিল, খাতাইয়াইয়া বিল মায়ি, ওয়াস সালজি, ওয়াল বারাদি। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (৪৬) জামা'আতের সাথে ফজর ও ইশার নামায পড়ার ফযীলত, হাদীস নং (৬৫৭)-২৬২।

www.amarboi.org

এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহখাতা থেকে তদ্রূপ পরিচ্ছন্ন করুন, যেরূপ সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহখাতাকে পানি, বরফ ও তুষার দিয়ে ধুয়ে ফেলুন)। (বুখারী*)

ফজর ও আসর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৫০. আবূ বাকার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা ওয়াক্তের নামায (ফজর ও আসর) ঠিক সময়ে আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

কাতার সোজা করার গুরুত্ব

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : « كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ « لاَتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ » وَكَانَ يَقُوْلُ « اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ » . (رواه أبو داود)

৫১. বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতারের মাঝখান দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতেন এবং আমাদের বুক ও ঘাড় স্পর্শ করে করে বলতেন ঃ তোমরা আগ-পাছ হয়ো না (অর্থাৎ কাতার সোজা করে দাঁড়াও)। অন্যথায় তোমাদের মন বিভিন্ন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতামন্ডলী প্রথম কাতারসমূহের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (আবূ দাউদ***)

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৮৯) তাকবীরের (তাহরীমার) পর কি পড়তে হবে? হাদীস নং ৭৪৪।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৯) নামাযের ওয়াক্তসমূহ, অনুচ্ছেদ (২৬) ফজরের নামের ফযীলত, হাদীস নং ৫৭৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (৩৭) ফজর ও আসরের ফযীলত এবং এ দু'ওয়াক্ত নামাযের হেফাজত করা, হাদীস নং (৬৩৫)-২১৫।

*** আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৯৩) কাতার সোজা করা, হাদীস নং ৬৬৪।

www.amarboi.org

عَنْ اَبِیْ شَجَرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَقِیْمُوا الصُّفُوْفَ ، وَحَاذُوْا بَیْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِیْنُوْا بِاَیْدِیْ اِخْوَانِكُمْ ، وَلَاتَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّیْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ» . (رواه أبوداود)

৫২. আবূ শাজারা (রাঃ)- থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাতারবন্দি হয়ে মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। তোমাদের ভাইদের হাতের প্রতি কোমল হও। শয়তানের জন্য মাঝখানে ফাঁক রেখো না। যে ব্যক্তি কাতারের সাথে মিলে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তাকে (তাঁর রহমতের সাথে) যুক্ত করে নেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে (তাঁর রহমত থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দেন। (আবূ দাউদ*)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «رَصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَیْنَهَا ، وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ! اِنِّیْ لَاَرَى الشَّیْطَانَ یَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَاَنَّهُ الْحَذَفُ». (رواه ابوداود)

৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাতার সোজা কর এবং পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি শয়তানকে কাতারের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে পড়তে দেখি, মনে হয় যেন ছাগল ছানা ঢুকছে। (আবূ দাউদ**)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُسَوِّیْ صُفُوْفَنَا فَخَرَجَ یَوْمًا فَرَاٰى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ « لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللّٰهُ

---

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৯৩) কাতার সোজা করা, হাদীস নং ৬৬৬।

১০৯২ আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৯৩) কাতার সোজা করা, হাদীস নং ৬৬৭।

www.amarboi.org

بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ». (متفق عليه واللفظ للترمذى)

৫৪. নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলোকে সোজা করে দিতেন। একদিন তিনি (ঘর থেকে) বের হয়ে দেখেন, এক ব্যক্তির বুক লোকদের কাতার থেকে (সামনে) এগিয়ে রয়েছে। (এটা দেখে) তিনি বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুখমন্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী*)

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ». (رواه البخارى)

৫৫. আনাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নামাযের কাতারগুলোকে সোজা করে নেবে। কেননা, কাতার সোজা করা নামায কায়েম করার অংশ বিশেষ । (বুখারী**)

আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোয় ফযীলত

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.... اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ » قُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَرَبِّهَا ؟ قَالَ «يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ اْلاُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ». (رواه مسلم وأبوداود واللفظ لمسلم)

৫৬. জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে্ছেন ঃ ফিরিশতাগণ তাদের রবের সামনে

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৭১) ইকামাতের সময় কিংবা তার পর পরই কাতার সোজা করে দাঁড়ানো, হাদীস নং ৭১৭। মুসলিমঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (২৮) নামাযের কাতার গুলো সমান করে সাজানো, প্রথম কাতার ও তৎপরতবী কাতার গুলোর ক্রমিক মর্যাদা... হাদীস নং (৪৩৬)-১২৮। তিরমিযীঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ :(৫৫) কাতার সমান্তরাল করা, হাদীস নং ২১৫।

** বুখারীঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৭৪) কাতার ঠিক করাই নামাযের পর্ণাঙ্গতা। হাদীস নং ৭২৩।

www.amarboi.org

যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তোমরা কি সেভাবে সারিবদ্ধ হবে না? আমরা আরয করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) ফিরিশতাগণ তাদের রবের সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি বললেন ঃ তারা সামনের কাতারগুলো পুরো করে এবং দু'জনের মাঝখানে কোন ফাঁক রাখে না,বরং পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়ায়। (মুসলিম ও আবূ দাউদ*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا ».(متفق عليه)

৫৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার মধ্যে কি পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, অতপর (প্রতিযোগিতার কারণে) লটারী ছাড়া তা লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে তারা অবশ্যই লটারীর মাধ্যমে ঠিক করত (কে আযান দেবে এবং কে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে)। (বুখারী ও মুসলিম**)

ফরয নামাযের সালাম ফিরাবার পর পড়ার দু'আ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ ، لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَايَقُوْلُ «اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ». (رواه مسلم)

وفِى رِوَايَةٍ لَه «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِه ، اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا . وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ».

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (২৭) নামাযের মধ্যে শান্তভাবে দাঁড়াবার নির্দেশ... প্রথম কাতার পূর্ণ করা এবং একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়ানো, হাদীস নং (৪৩০)-১১৯। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৯৪) কাতার সোজা করা, হাদীস নং ৬৬১।

** বুখারীঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনু: (৯) আযান দেয়ার ব্যাপারে লটারীর সাহায্য নেয়া, হাদীস নং ৬১৫। মুসলিমঃ অধ্যায় (৪) অনু: (২৮) নামাযের কাতারগুলো সোজা করে সুশৃংখল ভাবে দাঁড়ানো, হাদীস নং (৪৩৭)-১২৯।

www.amarboi.org

৫৮. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর (নীচের) দু'আটি পড়তে যতটুকু সময় লাগত কেবল ততটুকু সময়ই বসতেন।
দু'আটি হল- আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালাম তাবারাকতা যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আপনিই শান্তি, আপনার নিকট থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়। আপনিই বরকত ও কল্যাণময় এবং সম্মান ও গৌরবের মালিক।) (মুসলিম*)
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামায শেষ করে "আস্তাগফিরুল্লাহ" পড়তেন তিনবার। এরপর বলতেন, আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ «يَامُعَاذُ! وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ . وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ . فَقَالَ «اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ! لَاتَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». (رواه أبوداود)

৫৯. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরে বললেন ঃ হে মু'আয! আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালবাসি। আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালবাসি। অতপর তিনি বললেন ঃ হে মু'আয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, প্রত্যেক (ফরয) নামাযের শেষে অবশ্যই এই দু'আ পড়বে (দু'আটি হল) "আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার যিকর, আপনার শুকরিয়া আদায় ও উত্তমরূপে ইবাদত করতে সাহায্য করুন। (আবূ দাউদ**)

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বার রাক'আত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ:«كَانَ

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (৬) নামাযের পরে যিকির করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (৫৯২)-১৩৬।
** আবূ দাউদঃ অধ্যায় (২) ছালাত, অনুচ্ছেদ (৬) ইস্তিগফার-এর বর্ণনা, হাদীস নং ১৫২২।

www.amarboi.org

يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ . ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ . ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ . وَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَآءَ . وَيَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ .... وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ».(رواه مسلم)

৬০. আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের ফরযের পূর্বে আমার ঘরে চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে (মাসজিদে গিয়ে) লোকদেরকে নিয়ে (যোহরের চার রাক'আত ফরয) নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি ঘরে ফিরে এসে দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। আর তিনি লোকদে[illegible] নিয়ে মাগরিবের (তিন রাক'আত ফরয) নামায আদায় করতেন। তার[illegible] [illegible] ঘরে ফিরে এসে দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। আর তিনি লোকদেরকে সাথে নিয়ে ইশার (চার রাক'আত ফরয) নামায আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে ফিরে এসে দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। .... আর ফজরের ওয়াকত হলে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে নিতেন। (মুসলিম*)

সুন্নাতে মুয়াক্কাদার গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ ، اِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ . اَوْ اِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ ». (رواه مسلم)

৬১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৬) দাঁড়িয়ে অথবা বসে নফল নামায আদায় করা জায়েয এবং কতক রাকা'আত দাঁড়িয়ে এবং কতক বসে আদায় করা যায়, হাদীস নং (৭৩০) -১০৫।

www.amarboi.org

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম বান্দা যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয নামায ব্যতীত বার রাক'আত নফল নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন অথবা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করা হয়। (মুসলিম*)

ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ عَـائِشَـةَ «كَـانَ الـنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْـنِ خَفِيْفَتَيْـنِ بَيْـنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَـةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْـحِ».

(متفق عليه واللفظ للبخارى)

৬২. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে সংক্ষেপে দু'রাক'আত নামায পড়ে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ عَـائِشَـةَ «اَنَّ الـنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَـانَ لاَيَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْـنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ». (رواه البخارى)

৬৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পূর্বের চার রাক'আত ও ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত নামায কখনো ছাড়েননি। (বুখারী ***)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :«لَمْ يَكُنِ الـنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَـيْءٍ مِنَ الـنَّوَافِلِ اَشَـدَّ مِنْـهُ تَـعَـاهُدًا عَلٰى رَكْـعَـتَيِ الْفَـجْـرِ».

(متفق عليه واللفظ للبخارى)

৬৪. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায অনুচ্ছেদ (১৫) ফরয নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নাতে মুআক্কাদার ফযীলত ও তার রাকা'আতের সংখ্যা, হাদীস নং (৭২৮)-১০৩।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (১২) ফজরের সময় হওয়ার পর আযান দেয়া, হাদীস নং ৬১৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৪) ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে পছন্দ করা, হাদীস নং ৯১-৯২।

*** বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (৩৪) জোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত, হাদীস নং ১১৮২।

www.amarboi.org

কোন নফলের (অর্থাৎ সুন্নাত ও নফলের) প্রতি এতটা গুরুত্ব প্রদান করতেন না, যতটা গুরুত্ব ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের প্রতি প্রদান করতেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». (رواه مسلم والترمذى واللفظ للترمذى)

وفى رواية لمسلم قَالَ «لَهُمَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا».

৬৫. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। (মুসলিম ও তিরমিযী**)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, এ দু'রাক'আত (সুন্নাত) আমার নিকট সারা দুনিয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ«قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ» وَ«قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ» . (رواه مسلم والترمذى واللفظ للترمذى)

৬৬. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একমাস যাবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তিনি ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন এবং কুল হু-ওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন।" (মুসলিম ও তিরমিযী***)

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (২৬) ফজরের দু'রাক'আত সান্নাতের গুরুত্ব, হাদীস নং ১১৬৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৪) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, হাদীস নং (৭২৪)-৯৪।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায ও কসর নামায, অনুচ্ছেদ (১৪) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পছন্দ করা, ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, হাদীস নং (৭২৫)-৯৬। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (১৯৩) ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের ফযীলাত, হাদীস নং ৩৯১।

*** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৪) ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে পছন্দ করা, হাদীস

www.amarboi.org

ফজরের সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শোয়া

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ». (رواه البخارى والترمذى واللفظ للبخارى)

৬৭. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করার পর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। (বুখারী ও তিরমিযী*)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ ».

(رواه أبو داود والترمذى واللفظ للترمذى)

৬৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া হয়ে যায়, তখন সে যেন ডান কাতে একটু শুয়ে নেয়। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ**)

যোহরের চার রাক'আত সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، فَقَالَ « اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَآءِ ، وَاُحِبُّ اَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ ». (رواه الترمذى)

নং (৭২৬)-৯৮। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (১৯৪) ফজরের সালাত এবং তার কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা, হাদীস নং ৩৯২।

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (২৩) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায়ের পর ডান কাতে শোয়া ,হাদীস নং ১১৬০।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৯৭) ফজরের সুন্নাত পড়ার পর শয়ন করা, হাদীস নং ৩৯৫। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (২৯৩) ফজরের সুন্নাতের পর শয়ন করা, হাদীস নং ১২৬১।

www.amarboi.org

৬৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন এবং বলতেন ঃ এটা এমন একটা সময় যখন আসমানের দরজা খোলা হয়। অতএব, আমি চাই এ সময় আমার কোন নেক আমল আল্লাহ্‌র দরবারে উঠে যাক। (তিরমিযী*)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا ».(رواه الترمذى)

৭০. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কোন কারণে) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত (সুন্নাত) পড়তে না পারলে যোহরের পর তা পড়ে নিতেন। (তিরমিযী**)

জুমু'আর নামাযের সুন্নাত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا ». (رواه الترمذى)

৭১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায আদায় করার পর নামায পড়তে চাইলে, সে যেন জুমু'আর (ফরযের) পর চার রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করে নেয়। (তিরমিযী***)

নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَتَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৭২. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩) বিতর, অনুচ্ছেদ (১৬) সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় নামায পড়া, হাদীস নং ৪৫০।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (২০৩) পূর্ববর্তী বিষয়, হাদীস নং ৪০১।

*** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (২৪) জুমু'আর ফরযের পূর্বের ও পরের নামায হাদীস নং ৪৯২।

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কিছু (সুন্নাত ও নফল) নামায ঘরে আদায় করবে এবং তাকে (ঘরকে) কবরস্থান বানাবে না। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ « اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ « فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ! فِىْ بُيُوْتِكُمْ ، فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلٰوةِ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ الاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৭৩. যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরেই (নফল) নামায আদায় কর। কেননা, ফরয নামায ব্যতীত মানুষের সবচেয়ে উত্তম নামায হল, যে নামায ঘরে আদায় করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম**)

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُاللّٰهِ الْمُحَرَّمُ ، وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ، صَلاَةُ اللَّيْلِ ». (رواه مسلم)

৭৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হল, মুহাররামের রোযা এবং ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায। (মুসলিম***)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِذَا صَلَّى ، قَامَ حَتّٰى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَتَصْنَعُ هٰذَا ، وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ ؟

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (৩৭) নফল নামায ঘরে পড়া ,হাদীস নং ১১৮৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২৯) ঘরে নফল নামায পড়া মুস্তাহাব এবং মাসজিদে পড়া জায়েয, হাদীস নং (৭৭৭) - ২০৮।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (৮১) রাতের নামায, হাদীস নং ৭৩১। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২৯) ঘরে নফর পড়া মুস্তাহাব এবং মাসজিদে পড়া জায়েয়, হাদীস নং (৭৮১)-২১৩।

*** মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) অনুচ্ছেদ (৩৮) মুহাররামের রোযার ফযীলত, হাদীস নং (১১৬৩)- ২০২।

www.amarboi.org

فَقَالَ «يَاعَائِشَةُ! اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا» . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৭৫. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রাত্রে) যখন নামায আদায় করতেন তখন এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন যে, তাঁর পা দু'খানা ফুলে ফেটে যেতো। আয়িশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? অথচ আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন ঃ হে আয়িশ! তাহলে কি আমি আল্লাহর শোকরগুযার বান্দাহ হব না? (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَنَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلٰى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ . فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَاللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَاِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ». (رواه البخارى)

৭৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পিছন দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রতিটি গিরায় সে এই (মন্ত্র) পড়ে ফুঁক দেয় ঃ রাত্র এখনো দীর্ঘ, সুতরাং ঘুমাতে থাকো। যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অতঃপর সে উঠে আল্লাহর যিকর করে, তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে যদি উযূ করে, তাহলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। এরপর সে যদি নামায আদায় করে, তাহলে অবশিষ্ট গিরাটিও খুলে যায়। ফলে প্রফুল্ল ও সতেজ মন নিয়ে তার সকাল হয়। অন্যথায় তার সকাল হয় অলস ক্লেদাক্ত ও অপবিত্র মন নিয়ে। (বুখারী**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (৬) রাতের বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা, হাদীস নং ১১৩০। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫০) মুনাফিকদের বৈশিষ্ট ও আহকাম, অনুচ্ছেদ (১৮) অধিক আমল করা এবং ইবাদতের প্রচেষ্টা চালানো, হাদীস নং ৮১।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (১২) নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ে গিরা নাগায়, হাদীস নং ১১৪২।

www.amarboi.org

رَجُلٌ ، فَقِيلَ : مَازَالَ نَائِمًا حَتَّى اَصْبَحَ ، مَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ ، فَقَالَ « بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهِ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৭৭. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলা হলো, সকাল হওয়া পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে ছিল, নামাযের জন্যও ওঠেনি। (একথা শুনে) তিনি বলেন ঃ শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ ، يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ؟ ». (رواه البخارى)

৭৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও কল্যাণময় আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে আছো, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছো, যে নিজের অভাব-অনটন দূর করার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে তা প্রদান করব এবং কে আছো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (বুখারী**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (১৩) যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়, হাদীস নং ১১৪৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২৮) যে ব্যক্তি সকাল হওয়া পর্যন্ত সারা রাত ঘুমিয়ে থাকে তার বর্ণনা, হাদীস নং (৭৭৪)-২০৫।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (১৪) শেষরাতে ওঠে নামায আদায় করা ও প্রার্থনা করা, হাদীস নং ১১৪৫।

www.amarboi.org

بِسَلَامٍ».(رواه الترمذى والدارمى)

৭৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রচলন কর। (অভাবীদেরকে) খাদ্য দান কর এবং রাতের বেলা যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তখন (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় কর। তাহলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ও দারেমী*)

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّىْ أَرْبَعًا ، فَلاَتَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا ، فَلاَتَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ . ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ «يَاعَائِشَةُ! اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَيَنَامُ قَلْبِىْ». (رواه البخارى)

৮০. আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায কি ভাবে আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন, রমযান মাসে বা অন্য সময়ে (রাতের বেলা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগার রাক'আতের বেশী আদায় করতেন না। প্রথমে তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। এই চার রাক'আত নামায যে কত সুন্দর ও দীর্ঘ ছিল, সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করো না। এরপর তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। এ চার রাক'আত নামায যে কত সুন্দর ও কত দীর্ঘ ছিল, সে সম্পর্কেও কিছু জিজ্ঞেস করো না। এরপর তিনি তিন রাক'আত নামায আদায় করতেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি বিতর নামায আদায় করার পূর্বে ঘুমান? জবাবে তিনি বলেন ঃ হে আয়িশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৭) সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (৪১) সালামের প্রসার, খাদ্য দান ও গভীর রাতে নামায, হাদীস নং ২৪২৬। দারেমী ঃ অধ্যায় সালাত, অনুচ্ছেদ রাতের নামাযের ফযীলত।

www.amarboi.org

অন্তর ঘুমায় না। (বুখারী*)

রাতের নফল ইবাদত ছুটে গেলে তা দিনে আদায় করা

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْغَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (رواه مسلم)

৮১. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অসুখ বা অন্য কোন কারণে যখন রাতের (নফল) নামায আদায় করতে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলায় বার রাক'আত (নফল) আদায় করে নিতেন। (মুসলিম**)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، اَوْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

(رواه مسلم)

৮২. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত ওযীফা বা অনুরূপ কোন কিছু (যেমন কুরআন তিলাওয়াত ও নফল নামায) আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর ফজর ও যোহরের মাঝখানে তা আদায় করে নেয়, তার জন্য এমন প্রতিদান লিখা হয় যেন সে রাতেই তা আদায় করেছে। (মুসলিম***)

স্বামী-স্ত্রীর তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ফযীলত

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (১৬) রমযান মাসে ও অন্যান্য সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায, হাদীস নং ১১৪৭।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৮) রাতের নামায, হাদীস নং (৭৪৬)- ১৪০।

*** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৮) রাতের নামায, হাদীস নং (৭৪৭)-১৪২।

www.amarboi.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ، اَوْصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا ، كُتِبَا فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ».

(رواه ابوداود)

৮৩. আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাতে তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং উভয়ে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে অথবা (তিনি বলেছেন ঃ) দুই রাক'আত নামায আদায় করে, তাহলে তাদের দুই জনের নাম যিকরকারী ও যিকরকারিণীদের মধ্যে লিখে নেয়া হয়। (আবূ দাউদ*)

ঝিমুনি আসলে নফল নামায না পড়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَايَقُوْلُ ، فَلْيَضْطَجِعْ». (رواه مسلم)

৮৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে থাকে। আর ঘুমের ঘোরে কুরআন পাঠ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সে কি বলছে তা যদি সে না জানে, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। (মুসলিম**)

শেষ রাতে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلٰى سَمَاۤءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ . يَقُوْلُ : مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ

---

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৩০৭) রাতের নামায, হাদীস নং ১৩০৯।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (৩১) (নফল) নামায পড়তে গিয়ে যার ঝিমুনী আসে অথবা কুরআনে তিলাওয়াত কিংবা যিকর- আযকার কঠিন হয়, সে যেন ঘুমিয়ে পড়ে, অথবা ঝিমুনী দূর হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে, হাদীস নং (৭৮৭)-২২৩।

www.amarboi.org

، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ».

(رواه البخارى)

৮৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও বরকতময় আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, যে ব্যক্তি আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। যে ব্যক্তি আমার নিকট (অভাব-অনটন দূর করার জন্য) প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। যে ব্যক্তি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (বুখারী*)

রমযানে তারাবীহ্ নামায আদায় করার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ . فَيَقُوْلُ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (رواه مسلم)

৮৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের রাতে (তারাবীহ) নামায আদায় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। তবে গুরুত্ব সহকারে আদেশ করতেন না। (কেননা, এতে ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।) তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াব লাভের আশায় রমযান মাসে রাত জেগে নামায আদায় করবে, তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম**)

চাশতের নামাযের ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا . وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ . (رواه مسلم)

৮৭. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (১৪) মধ্য রাতের দু'আ, হাদীস নং ৬৩২১।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২৫) রমযান মাসে রাত জেগে নামায (তারাবীহ) পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, হাদীস নং (৭৫৯) -১৭৪।

www.amarboi.org

সাল্লাম চাশতের নামায চার রাক'আত আদায় করতেন এবং তার ওপর আরো বেশী আদায় করতেন যে পরিমাণ আল্লাহ্ চান। (মুসলিম*)

عَنْ أُمِّ هَانِى بِنْتِ أَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ « مَنْ هٰذِهِ ؟ » قُلْتُ أُمُّ هَانِى بِنْتُ أَبِىْ طَالِبٍ . قَالَ « مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِى » فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ ، فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكْعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ .... قَالَتْ أُمُّ هَانِى : وَذٰلِكَ ضُحًى.

(متفق عليه واللفظ لمسلم)

৮৮. উম্মেহানী বিনতে আবূ তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে গোসলরত অবস্থায় পেয়েছি। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে কাপড় দ্বারা আড়াল করে রেখেছিলো। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ-কে? জবাবে আমি বললাম, আমি আবূ তালিবের কন্যা উম্মেহানী। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ, হে উম্মেহানী! গোসল শেষ করে তিনি দাঁড়িয়ে একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত নামায আদায় করলেন। উম্মেহানী বলেন, এটা ছিল চাশতের নামায। (বুখারী ও মুসলিম**)

জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ -عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ . ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ». (رواه مسلم)

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৩) চাশতের নামায পড়া মুস্তাহাব, এ নামায সর্বানিম্ন দু'রাকাআত, হাদীস নং (৭১৯)-৭৯।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৮) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪) একখানা কাপড় জড়িয়ে নামায আদায় করার বর্ণনা, হাদীস নং ৩৫৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৩) চাশতের নামায পড়া মুস্তাহাব, এ নামায সর্বনিম্ন দু'রাকাআত, হাদীস নং (৭১৯)-৮২।

www.amarboi.org

৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাঠের মিম্বরে (বসে) বলতে শুনেছেন ঃ লোকদের অবশ্যই জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় (জুম'আর নামায পরিত্যাগ করলে) আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা গাফেলদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَابَيْنَهُنَّ، اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». (رواه مسلم)

৯০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান, তার মধ্যবর্তী সগীরা গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম**)

জুমু'আর দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ، قَالَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ؟ يَقُوْلُوْنَ : بَلِيْتَ، فَقَالَ «اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ». (رواه أبو داود)

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৭) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (১২) জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করার কঠোর পরিনতি, হাদীস নং (৮৬৫)-৪০।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (২) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (৫) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ, হাদীস নং (২৩৩)-১৬।

www.amarboi.org

৯১. আউস ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমু'আর দিন। এই দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এই দিনে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এই দিনে ভীষণ আওয়াজ হবে যার কারণে সকল প্রাণী বেহুশ হয়ে যাবে (অর্থাৎ কিয়ামত হবে)। কাজেই তোমরা এই দিন আমার ওপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুরূদ কিভাবে আপনার নিকট পেশ করা হবে, তখন তো আপনি মাটির সাথে মিশে যাবেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ নবীগণের দেহ মুবারক (ভক্ষণ করা) মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». (رواه مسلم)

৯২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব দিন সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। জুমু'আর দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জুমু'আর দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এদিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। আর জুমু'আর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম**)

জুমু'আর দিন গোসল করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِذَا جَاۤءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». (رواه البخارى)

৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর নামাযে আসলে তার পূর্বেই সে

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (২০৭) জুমু'আর রাত ও দিনের ফযীলত, হাদীস নং ১০৪৭।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৭) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (৫) জুমু'আর দিনের ফযীলত, হাদীস নং (৮৫৪)-১৮।

www.amarboi.org

যেন গোসল করে নেয়। (বুখারী*)

আউয়াল ওয়াক্‌তে জুমু'আর নামাযে যাওয়ার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ اْلاَوَّلَ فَاْلاَوَّلَ . وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِى بُدْنَةً ، ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشًا ، ثُمَّ دَجَاجَةً ، ثُمَّ بَيْضَةً ، فَاذَا خَرَجَ اْلاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ».

(رواه البخارى)

৯৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন নামাযের সময় হলে ফিরিশতাগণ মাসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং প্রথমে যারা মাস্‌জিদে আসে তাদের নাম আগে আসার ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। আউয়াল ওয়াক্‌তে দ্বিপ্রহরে যে প্রথমে মাস্‌জিদে আসে, তার দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে, তার দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় গাভী কুরবানী করে। তারপর যে মাসজিদে আসে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভেড়া কুরবানীকারীর ন্যায়। তারপরের ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) মুরগী যবেহ্‌কারীর ন্যায়। তারপরের ব্যক্তি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন (কক্ষ হতে নামাযের জন্য) বের হন তখন ফিরিশতারা তাদের দফতর বন্ধ করে দেয় এবং মনোযোগ সহকারে ইমামের খুতবা শুনতে থাকে। (বুখারী**)

মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার ফযীলত

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَيَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَااسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْيَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَيُفَرِّقُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّىْ مَاكُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ اذَا

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১১) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (২) জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত, হাদীস নং ৮৭৭।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (১১) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (৩১) মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবন করা, হাদীস নং ৯২৯।

www.amarboi.org

تَكَلَّمَ الْاِمَامُ ، اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى». .

(رواه البخارى)

৯৫. সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, তেল লাগায় অথবা নিজের ঘরে রাখা সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর নামাযের জন্য বের হয় এবং মাসজিদে গিয়ে দু'জন লোকের মাঝখানে ফাঁক না করে (ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে) যে পরিমাণ (সুন্নাত ও নফল নামায) তার তাকদীরে রয়েছে তা আদায় করে, অতঃপর ইমামের খুতবা দেয়ার সময় চুপ করে খুতবা শোনে, তার উক্ত জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ . وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا». (رواه مسلم)

৯৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে, অতঃপর মাসজিদে গিয়ে নীরবে মনোযোগ সহকারে জুমু'আর খুতবা শোনে, তার উক্ত জুমু'আ হতে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি (জুমু'আর দিন খুতবার সময়) কংকর নাড়াচাড়া করল, সে অনর্থক কাজ করল। (মুসলিম**)

জুমু'আর দিনে দু'আ কবুলের সময়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ «اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (১১) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (৬) জুমু'আর জন্য তেল ব্যবহার, হাদীস নং ৮৮৩।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৭) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (৮) যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে জুমু'আর খুতবা শ্রবণ করে তার মর্যাদা, হাদীস নং (৮৫৭)-২৭।

www.amarboi.org

خَيْرًا ، اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ» قَالَ «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ». (رواه مسلم)

৯৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, সে সময় যদি কোন মুসলমান আল্লাহর দরবারে ভাল ও কল্যাণকর কোন কিছুর জন্য দু'আ করে, তাহলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন ও তাকে তা দান করেন। তিনি বলেন, এ সময়টি খুবই স্বল্প।[১] (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى ٱلاَشْعَرِىِّ قَالَ : قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «هِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ ٱلاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ».(رواه مسلم)

৯৮. আবূ বুরদাহ ইবনে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার পিতাকে জুমু'আর দিনের (দু'আ কবুলের) সময়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছো? আমি বললাম, হাঁ, আমি তাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দু'আ কবুলের সময়টি হচ্ছে, ইমামের মিম্বারে উঠার পর থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত মাঝের এ সময়টি। (মুসলিম **)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ» يُرِيْدُ سَاعَةً «لاَيُوْجَدُ

১। জুমুআর দিনে দু'আ কবুলের এ সময়টি নির্দিষ্ট নয়। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ সময়টির ব্যাপারে অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন হাদীসে দুটি সময়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হল ঃ (এক) খুতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বরে ওঠেন, তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দু'আ কবূলের মুবারক সময়। (দুই) আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৭) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (৪) জুমু'আর দিনের দু'আ কবুলের সময়, হাদীস নং (৮৫২)-১৫।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৭) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (৪) জুমুআর দিনের দু'আ কবূলের সময়টি, হাদিস নং (৮৫২)-১৬।

www.amarboi.org

مُـسْلِمٌ يَـسْـأَلُ اللّٰهَ عَـزَّوَجَلَّ شَـيْـئًـا اِلاَّ اٰتَـاهُ اللّٰهُ عَـزَّوَجَلَّ ، فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ». (رواه أبو داود)

৯৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ জুমু'আর দিন বার (অর্থাৎ বার ঘন্টা)। এদিনে এমন একটা সময় রয়েছে, সে সময় কোন মুসলমান পরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট কোন কিছুর প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে তা প্রদান করে থাকেন। সুতরাং আসরের পর দিনের শেষ প্রহরে তোমরা সে সময়টা তালাশ কর। (আবূ দাউদ*)

বিতরের নামায

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلٰكِنَّ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ « اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ ». (رواه الترمذى)

১০০. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতর নামায ফরয নামাযের মত অপরিহার্য নয়। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতরূপে প্রবর্তন করেছেন এবং বলেছেন ঃ আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। কাজেই হে কুরআনের ধারক-বাহকগণ! তোমরা বিতর (বেজোড়) নামায আদায় কর। (তিরমিযী**)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ خَافَ اَنْ لاَّيَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ . فَاِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ . وَذٰلِكَ اَفْضَلُ ». (رواه مسلم)

১০১. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে আশংকা করে, সে

---

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (২০৮) জুমু'আর দিন দু'আ কবূলের সময় কোনটি? হাদীস নং ১০৪৮।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩) বিতর, অনুচ্ছেদ (২) বিতর নামায ফরয নয়, হাদীস নং ৪২৭।

www.amarboi.org

যেন রাতের প্রথমাংশেই বিতর নামায আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আশাবাদী, সে যেন শেষ রাতেই বিতর নামায আদায় করে। কেননা, শেষ রাতের নামাযে ফিরিশতা উপস্থিত থাকে। আর এটাই হচ্ছে উত্তম। (মুসলিম*)

ঘুমানোর পূর্বে বিতর নামায পড়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : « عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةً : اَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ ، وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَاَنْ اُصَلِّىَ الضُّحٰى ». (رواه الترمذى)

১০২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। বিতর নামায আদায় না করে যেন না ঘুমাই, প্রতিমাসে যেন তিন দিন রোযা রাখি এবং চাশতের নামায আদায় করি। (তিরমিযী**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ « مَثْنٰى مَثْنٰى ، فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের নামায কিভাবে আদায় করতে হবে? জবাবে তিনি বলেন ঃ দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে আদায় করবে। কিন্তু যদি ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, তাহলে বিতরের নামায এক রাক'আত পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম***)

জানাযার নামাযের গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২১) যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করে সে যেন রাতের প্রথমাংশে বিতর আদায় করে নেয়। হাদীস নং (৭৫৫)-১৬২।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (৫৪) প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, হাদীস নং ৭০৮।

***বুখারী ঃ অধ্যায় (১৯) তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ (১০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায কিরূপ ছিল এবং রাতের বেলা তিনি কত রাক'আত নামায পড়তেন, হাদীস নং ১১৩৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২০) রাতের নামায দু'রাক'আত করে এবং শেষ রাতে বিতর নামায এক রাকা'আত, হাদীস নং (৭৪৯)-১৪৭।

www.amarboi.org

«مَنْ اَتْبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا ، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَانَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلَ اُحُدٍ ، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ ، فَانَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ». (رواه البخارى)

১০৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার (লাশের) সাথে যায় এবং জানাযার নামায পড়া ও দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করে দাফনের পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। (বুখারী*)

জানাযার নামাযে তিন কাতার করার ফযীলত

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَذَنِىِّ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا ، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ اَوْجَبَ». (رواه الترمذى)

১০৫. মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইয়াযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনে হুবায়রা (রাঃ) কোন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবার সময় জানাযায় উপস্থিত লোকসংখ্যা কম হলে উপস্থিত লোকদেরকে তিন কাতারে দাঁড় করাতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন কাতার লোক যার জানাযা পড়েছে, তার জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেছে। (তিরমিযী**)

জানাযার নামাযে দু'আ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (২) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৩৫) জানাযার পিছনে চলা ঈমানের অঙ্গ, হাদীস নং ৪৭।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (১০) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৩৮) জানাযার নামাযের ধরণ ও মৃতের জন্য সুপারিশ, হাদীস নং ৯৬৭।

www.amarboi.org

وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ . فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ . وَاعْفُ عَنْهُ . وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ . وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ . وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ . وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ . وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ . وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ » قَالَ : حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتَ . (رواه مسلم)

১০৬. আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাযার নামায পড়ালেন। উক্ত জানাযায় তিনি যে দু'আ করেছেন আমি তা মুখস্থ করে রেখেছি। দু'আটি হল ঃ আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া 'আফিহি, ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি' মুদখালাহু, ওয়া আগসিলহু বিলমায়ি ওয়াস সালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাক্কিহ্ মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাস সাউবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আইযহু মিন আযাবিল কাবরি, আও মিন আযাবিন্নার (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার প্রতি দয়া করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান করুন। তার কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুনাহ্খাতা পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে দিন। তাকে গুনাহ্ থেকে তেমনিভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে থাকেন। তার এ (দুনিয়ার) ঘরের চাইতে (জান্নাতে) উত্তম ঘর দান করুন। তার এ পরিবার-পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিবার-পরিজন দান করুন এবং তাকে (দুনিয়ার) স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এমনভাবে দু'আ করলেন যে,) আমার মন চেয়েছে, এ মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম! (মুসলিম*)

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (১১) জানাইয, অনুচ্ছেদ (২৬) জানাযার নামাযে মৃতের জন্য দু'আ করা, হাদীস নং (৯৬৩)-৮৫।

www.amarboi.org

দাফনের পর দু'আ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ « اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَاسْئَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ ، فَاِنَّهُ اْلاٰنَ يُسْأَلُ ». (رواه أبو داود)

১০৭. উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতের লাশ দাফন করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেনঃ তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সাওয়াল-জওয়াবের সময় সে যেন দৃঢ়পদ থাকতে পারে, সে জন্য দু'আ কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। (আবূ দাউদ*)

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ : .... اِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَاتُنْحَرُ جَزُوْرٌ ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتّٰى اَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَاَنْظُرَ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ . (رواه مسلم)

১০৮. আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন আমাকে দাফন করবে তখন আমার কবরের ওপর ভালভাবে মাটি ঢেলে দেবে এবং আমার কবরের পাশে ততটুকু সময় দাঁড়াবে যতটুকু সময় একটা উট জবেহ করে তার গোশত বিলি-বন্টন করতে লাগে। এতে আমি তোমাদের সাহচর্যের কিছুটা শান্তি অনুভব করতে পারব এবং আমার রবের দূতকে কি জবাব দিতে হবে তাও বিবেচনা করতে পারব। (মুসলীম**)

তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সাথে যায়, দুটি ফিরে আসে একটি থেকে যায়

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهُ وَاحِدٌ

---

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় জানাইয, অনুচ্ছেদ মৃতের জন্য কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ইসিআফার করা, হাদীস নং ৩২২১।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৫৪) ইসলাম পূর্বের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়, অনুরূপ হিজরত ও হজ্জ, হাদীস নং (১২১)-১৯২।

www.amarboi.org

. يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ ».(متفق عليه)

১০৯. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির পিছে পিছে (কবর পর্যন্ত) যায়। দুটি ফিরে আসে, একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার আপনজন, তার ধন-সম্পদ ও তার কৃতকর্ম। অতঃপর তার আপনজন ও তার সম্পদ ফিরে আসে এবং তার কৃতকর্ম (আমল) তার সাথে (সঙ্গী হিসেবে) থেকে যায়। (বুখারী ও মুসলিম*)

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ : مَاوَجَبَتْ؟ قَالَ «هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . اَنْتُمْ شُهَدَآءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১১০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা মৃত লোকটির প্রশংসা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর তাঁরা অপর একটি জানাযার নিকট দিয়ে যাবার সময় তার (মৃত লোকটির) দুর্নাম করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি ওয়াজিব হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমরা যার প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে, আর তোমরা যার দুর্নাম করলে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৪২) মৃত্যু যন্ত্রনার বর্ণনা ,হাদীস নং ৬৫১৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫৩) যুহ্দ ও রিকাক, হাদীস নং (২৯৬০)-৫। তিরমিযীতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (২৩) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৮৫) মানুষের মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, হাদীস নং ১৩৬৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১১) জানাইয, অনুচ্ছেদ (২০) যে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা অথবা দুর্নাম করা হয়, হাদীস নং (৯৪৯)-৬০।

www.amarboi.org

যার বাড়ীতে কেউ মারা যায় তাকে কি বলা উচিত

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا ، أَوْ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ «ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا ، إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطٰى، وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ...» . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১১১. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনার জন্য এবং এ সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য যে, তার একটি সন্তান বা ছেলে মুমূর্ষ। তিনি সংবাদ বাহককে বললেন ঃ তাকে গিয়ে বল, সে প্রাণটি আল্লাহ তা'আলার জন্য যা তিনি নিয়ে গেছেন এবং সে প্রাণটিও তাঁর জন্য যা তিনি দিয়েছেন। আর প্রত্যেক বস্তুর (বা প্রাণীর) জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং তাকে গিয়ে বল, সে যেন ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর দরবারে সাওয়াব লাভের আশা করে। (বুখারী ও মুসলিম*)

খাটিয়ার মধ্যে থেকে মৃতের আবেদন

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْئٍ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَلَوْسَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ». (رواه البخارى)

১১২. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৫) মারযা (রোগ বা রোগীর বর্ণনা) অনুচ্ছেদ (৯) রুগ্ন শিশুদের সেবা করা, হাদীস নং ৫৬৫৫। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১১) জামাইয, অনুচ্ছেদ (৬) মৃতের জন্য ক্রন্দন করা, হাদীস নং (৯২৩)-১১।

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির লাশ খাটিয়ার ওপর রেখে যখন লোকেরা তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, তখন মৃত ব্যক্তি নেককার হলে সে বলে, আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চল। আর মৃত ব্যক্তি যদি নেককার না হয়, তাহলে সে আপনজনদের বলতে থাকে, হায়! দুর্ভাগাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? (সে এমন চিৎকার করে বলে) তার আর্তচিৎকার মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই শুনতে পায়। মানুষ যদি তার চিৎকার শুনত, তাহলে বেহুশ হয়ে যেতো। (বুখারী*)

মৃত্যুর পর যে আমল জারী থাকে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ ، اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ». (رواه مسلم)

১১৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল (চলতে থাকে)। সাদাকায়ে জারিয়া অথবা এমন ইলম যা দ্বারা কল্যাণ লাভ করা যায় অথবা নেককার সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম**)

মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদার পরিণাম

عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : اَوَّلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ بِالْكُوْفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ . فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ ، فَاِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১১৪. আলী ইবনে রাবী'আ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফায় সর্বপ্রথম কারাযা ইবনে কা'ব- এর মৃত্যুতে বিলাপ করে কাঁদা হয়েছিল। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (২৩) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৫২) খাটিয়ার মধ্যে থেকে মৃতের আবেদন, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল, হাদীস নং ১৩১৬।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (২৫) অসিয়াত, অনুচ্ছেদ (৩) মৃত্যুর পরও মানুষ যে সাওয়াব লাভ করে থাকে, হাদীস নং (১৬৩১)-১৪।

www.amarboi.org

যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয়, কিয়ামতের দিন তাকে ওই কাঁদার জন্য আযাব দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ». (رواه مسلم)

وفى رواية له «اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ»

وفى رواية له «اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»

১১৫. উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদার কারণে তাকে কবরে আযাব দেয়া হবে। (মুসলিম**)

মুসলিমেরে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারবর্গের কাঁদার কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, জীবিতদের কাঁদার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হবে।

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ، فَيَقُوْلُ: وَاجَبَلَاهُ، وَاسَيِّدَاهُ، اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ، اِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ، اَهٰكَذَا كُنْتَ». (رواه الترمذى)

১১৬. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক মারা গেলে তার জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন হায় পাহাড়! হায় নেতা অথবা অনুরূপ কোন কথা বলে কান্নাকাটি করে, তখন সেই মৃত ব্যক্তির জন্য দু'জন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়। তারা তার বুকে ঘুষি মারতে থাকে

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (২৩) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৩৩) মৃতের জন্য বিলাপ করা নিষিদ্ধ। হাদীস নং ১২৯১। মুসলিমঃ অধ্যায় (১১) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৯) মৃতের পরিবার-পরিজনের ক্রন্দনে তার আযাব হয়, হাদীস নং (৯৩৩)-২৮।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১১) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৯) আপনজনের কান্নার কারনে মৃতের আযাব হয়, হাদীস নং (৯২৭)-১৭।

www.amarboi.org

আর বলে, তুমি কি এরূপ ছিলে। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ ٱلاَشْعَرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَرْبَعٌ فِى اُمَّتِى مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لاَيَتْرُكُوْنَهُنَّ : اَلْفَخْرُ فِى ٱلاَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِى ٱلاَنْسَابِ ، وَٱلاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ ، وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ اَلنَّائِحَةُ اذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». (رواه مسلم)

১১৭. আবূ মালিক আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলী যুগের চারটি খাসলাত রয়ে গেছে, তারা তা পরিত্যাগ করবে না। বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব-অহংকার করা, কারো বংশ তুলে তিরস্কার করা, তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং বিলাপ করে কাঁদা। তিনি আরো বলেন ঃ বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন আলকাতরার পা'জামা ও দস্তার তৈরী জামা পরিয়ে উঠানো হবে। (মুসলিম**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». (رواه البخارى)

১১৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক বিপদকালে কপাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিঁড়ে হা-হুতাশ করে এবং জাহেলী যুগের মানুষের মত অমূলক কথাবার্তা বলে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বুখারী***)

প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করলে জান্নাত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

---

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (১০) জানাইয, অনুচ্ছেদ (২২) মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা মাকরূহ, হাদীস নং ৯৪২।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (১১) জানাইয, অনুচ্ছেদ (১০) বিলাপের প্রতি কঠোরতা, হাদীস নং (৯৩৪)-২৯।

*** বুখারীঃ অধ্যায় (২৩) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৩৯) বিপদকালে ধ্বংস ডাকা ও জাহেলী বিলাপ করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং ১২৯৮।

www.amarboi.org

« يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا لِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ اَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ ، اِلاَّ الْجَنَّةَ ».
(رواه البخارى)

১১৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার কোন মু'মিন বান্দার প্রিয়জন মৃত্যুবরণ করলে তাতে সে যদি ধৈর্যধারণ করে, তাহলে তার প্রতিদান হবে জান্নাত। (বুখারী*)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا ، فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ « اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ». فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ؟ قَالَ « وَاثْنَانِ ». (رواه البخارى)

১২০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল, আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন। তিনি (তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং) তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ যে মহিলার তিনটি সন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, দুটি সন্তান মারা গেলে? তিনি বল্লেন ঃ দুটি সন্তান মারা গেলেও। (বুখারী**)

যে ব্যক্তি লাশ দাফন করা পর্যন্ত থাকবে সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَيْهِ ، فَلَهُ قِيْرَاطٌ . وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ ، كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ ». قِيْلَ : وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ « مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ ». (رواه البخارى)

১২১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযায় হাযির হয়ে জানাযার নামায আদায় করবে, সে এক কীরাত সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকবে, সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে। জিজ্ঞেস করা হল, দুই কীরাত কি? তিনি বল্লেন ঃ দু'টি বড় পর্বত সমতুল্য। (বুখারী***)

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৬) এমন আমল যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, হাদীস নং ৬৪২৪।

** বুখারীঃ অধ্যায় (২৩) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৬) সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্য-ধারণ করার ফযীলত, হাদীস নং ১২৪৯।

*** বুখারীঃ অধ্যায় (২৩) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৫৮) যে ব্যক্তি লাশ দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, হাদীস নং ১৩২৫।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

রোযা

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَالَ اللّٰهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ ، الاَّ الصِّيَامَ . فَانَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ . وَاذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ ، فَلاَيَرْفُثْ وَلاَيَصْخَبْ . فَانْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : انِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ . وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১২২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, রোযা ছাড়া। কেননা, রোযা আমার জন্য। তাই এর প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গন্ডগোল না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে, তাহলে তার বলা উচিত আমি রোযাদার। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের চেয়েও সুগন্ধযুক্ত হবে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশির বিষয় রয়েছে, যখন সে ইফতার করে তখন (ইফতারের মাধ্যমে) খুশি হয়। আর যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন রোযার বিনিময় পেয়ে সে খুশি হবে। (বুখারী ও মসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৯) গালি ও কটু বাক্যের জবাবে রোযাদার কি শুধু বলবে 'আমি রোযাদার, হাদীস নং ১৯০৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৩০) রোযার ফযীলত, হাদীস নং (১১৫১)-১৬৩।

www.amarboi.org

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرُ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ . قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : اِلاَّ الصَّوْمَ ، فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبِّهِ ، وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ». (رواه مسلم)

১২৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রত্যেকটি কাজের সাওয়াব দশগুণ হতে সাত শতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন ঃ রোযা ছাড়া। কেননা, রোযা আমার জন্য। আর এর প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করবো। রোযাদার আমার জন্যই তার যৌন চাহিদা ও খাবার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি খুশি। একটি সে লাভ করে ইফতারের সময়। আর অপরটি লাভ করবে তার মহান প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চাইতেও উত্তম। (মুসলিম*)

জান্নাতে রোযাদারের বিশেষ মযার্দা

عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ . يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَيَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ . يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ ، لاَيَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ». (متفق عليه)

১২৪. সাহ্ল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন রোযাদারগণ সে দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ব্যতীত আর কেউই সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারগণকে ডেকে) বলা হবে, কোথায় রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। রোযাদার ব্যতীত আর কোন লোক সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তারা যখন (জান্নাতে) প্রবেশ করবে, তখন

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৩০) রোযার ফযীলত, হাদীস নং (১১৫১)-১৬৪।

www.amarboi.org

দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। (তারা প্রবেশ করে দেখতে পাবে) তারা ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করেনি। (বুখারী ও মুসলিম*)

রোযা পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا ، غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (متفق عليه)

১২৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে[১] সাওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে[২] সাওয়াবের নিয়তে কদরের রাত জেগে নামায আদায় করে, তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

রমযানে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِذَا جَآءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১২৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাস আসলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম***)

১। রোযার সাওয়াব প্রদান সম্পর্কিত আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

২। কদরের রাতে নামায আদায়ের সাওয়াব সম্পর্কিত আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৪) রাইয়ান নামক দরজাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট, হাদীস নং ১৮৯৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৩০) রোযার ফযীলত, হাদীস নং (১১৫২)-১৬৬।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৩২) কদরের রাতের ফযীলত, অনুচ্ছেদ (১) কদরের রাতের ফযীলত, হাদীস নং ২০১৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (২৫) রমযানে রাত জেগে নামায (তারাবীহ্) পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস নং (৭৬০)-১৭৫।

***বুখারী: অধ্যায়: (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৫) রমযানকে কি শুধু রমযান বলতে হবে না মাহে রমযান বলতে হবে? হাদীস নং ১৮৯৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (১) রমযান মাসের ফযীলত, হাদীস নং (১০৭৯)-১।

www.amarboi.org

প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ، فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهِ « مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا » اَلْيَوْمُ بِعَشَرَةِ اَيَامٍ ». (رواه الترمذى)

১২৭. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে, তা তার সারা বছর রোযা রাখার সমান হবে। এর সমর্থনে পরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর কিতাবে আয়াত নাযিল করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে, সে তার দশগুণ সাওয়াব পাবে।' সুতরাং একদিন হবে দশ দিনের সমান। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : اَوْصَانِىْ حَبِيْبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ ، لَنْ اَدَعَهُنَّ مَاعِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحٰى ، وَبِاَنْ لاَ اَنَامَ حَتّٰى اُوْتِرَ ». (رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم)

১২৮. আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের আদেশ করেছেন - যতদিন বেঁচে থাকি সেগুলো যেন পরিত্যাগ না করি- প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা, চাশতের নামায আদায় করা এবং বিতর নামায আদায় না করে নিদ্রা না যাওয়া। (মুসলিম ও আবূ দাউদ**)

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ مِنْ اَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ؟ قَالَتْ : كَانَ لاَيُبَالِىْ مِنْ اَيِّهِ صَامَ . (رواه الترمذى)

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (৫৪) প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, হাদীস নং ৭১০।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৩) চাশতের নামায পড়া মুস্তাহাব, হাদীস নং (৭২২) ৮৬। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৩৪২) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিতর নামায আদায় করা, হাদীস নং ১৪৩৩।

www.amarboi.org

১২৯. মু'আযাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় বললাম, মাসের কোন্ কোন্ তারিখে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি (আয়িশা রাঃ) বলেন, তিনি (নিজের ইচ্ছামত) যে কোন দিন এই রোযা রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁর বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না। (তিরমিযী*)

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا اَبَا ذَرٍّ! اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ ، وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ، وَخَمْسَ عَشَرَةَ ». (رواه الترمذى)

১৩০. মুসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবূ যার! তুমি যদি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে চাও, তাহলে (প্রতি চন্দ্র মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখ। (তিরমিযী**)

সোমবার ও বৃহস্পতি বার রোযা রাখা

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ ، قَالَ «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ (اَوْ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ)» قَالَ : فَقَالَ «صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانَ اِلٰى رَمَضَانَ ، صَوْمُ الدَّهْرِ».
(رواه مسلم)

১৩১. আবূ কাতাদাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিন আমি নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি অথবা (তিনি বলেছেন) এই দিন আমার ওপর (প্রথম) ওহী নাযিল করা হয়েছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি মাসে তিন

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (৫৪) প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, হাদীস নং ৭১১।
** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (৫৪) প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, হাদীস নং ৭০৯।

www.amarboi.org

দিন এবং এক রমযান হতে আরেক রমযান পর্যন্ত রোযা রাখা, সারা বছর রোযা রাখার সমান। (মুসলিম*)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ . (رواه الترمذى)

১৩২. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি মনোযোগ দিতেন। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ، فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ». (رواه الترمذى)

১৩৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (বান্দার) আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক- এটা আমি পছন্দ করি। (তিরমিযী***)

রোযাদারের মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ ... «وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَيَصْخَبْ، فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرِئٌ صَائِمٌ». (متفق عليه)

১৩৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের কেউ কোন দিন রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চেঁচামেচি না করে। কেউ তাকে গালি দিলে অথবা তার সাথে গোলমাল করলে সে যেন বলে, আমি

১২৫৫ মুসলিম অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৩৬) প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব, হাদীস নং (১১৬২)-১৯৭।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (৪৪) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে, হাদীস নং ৬৯৩।

*** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (৪৪) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে, হাদীস নং ৬৯৫।

www.amarboi.org

রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». (رواه البخارى وابو داود)

১৩৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (রোযা রেখে) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী ও আবূ দাউদ**)

মৃত ব্যক্তির ওপর ফরয রোযা থাকলে

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». (متفق عليه)

১৩৬. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয রোযা অনাদায় রেখে মারা গেল, তার উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক তার অনাদায় রোযার কাযা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম ***)

তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ. فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ : رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كِلاَهُمَا لاَيَأْلُوْا عَنِ الْخَيْرِ ، اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ ، وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ ، فَقَالَتْ : مَنْ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৯) গালি ও কটুবাক্যের জবাবে রোযাদার কি শুধু বলবে, আমি রোযাদার, হাদীস নং ১৯০৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৩০) রোযার ফযীলত, হাদীস নং (১১৫১)-১৬৩।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৮) যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারল না, হাদীস নং ১৯০৩। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (২৫) রোযা দারের গীবত করা, হাদীস নং ২৩৬২।

*** বুখারীঃ অধ্যায় (৩০) সাওম অনুচ্ছেদ (৪২) মৃত ব্যক্তির ওপর ফরয রোযা থাকলে, হাদীস নং ১৯৫২। মুসলিমঃ অধ্যায় (১৩) সাওম অনুচ্ছেদ (২৭) মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা, হাদীস নং- (১১৪৭)-১৫৩।

www.amarboi.org

يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللّٰه ، فَقَالَتْ : هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ . (رواه مسلم وأبو داود والترمذى واللفظ لمسلم)

১৩৭. আবূ আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। মাসরূক তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী নেক কাজ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার গড়িমসি করেন না। তাদের একজন অবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়েন এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করেন। অপরজন মাগরিব দেরী করে পড়েন এবং ইফতারও বিলম্বে করেন। তিনি (আয়িশা রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, কে মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়েন এবং ইফতারও তাড়াতাড়ি করেন? মাসরূক বললেন ঃ আবদুল্লাহ। তিনি (আয়িশা রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরূপ করতেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী*)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْفِطْرَ» . (متفق عليه)

১৩৮. সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». (روه الترمذى)

১৩৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সওম, অনুচ্ছেদ (৯) সাহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত এবং তা মুস্তাহাব হওয়ার তাকীদ, আর সাহরী বিলম্বে করা এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা, হাদীস নং (১০৯৯) ৫০। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (২০) অবিলম্বে ইফতার করা, হাদীস নং ২৩৫৪। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (১৩) অবিলম্বে ইফতার করা, হাদীস নং ৬৫৩।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৪৫) অবিলম্বে ইফতার করা, হাদীস নং ১৯৫৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৯) সাহরী খাওয়ার ফযীলত এবং তা মুস্তাহাব হওয়ার তাকীদ, আর সাহরী বিলম্ব করা এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা, হাদীস নং (১০৯৮)-৪৮।

www.amarboi.org

তারাই আমার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয়, যারা তাড়াতাড়ি ইফ্‌তার করে। (তিরমিযী*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَصَائِمٌ . فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ «انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوْ اَمْسَيْتَ؟ قَالَ «انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، قَالَ «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » فَنَزَلَ فَجَدَحَ ، ثُمَّ قَالَ «اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৪০. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আউফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযাদার ছিলেন। সূর্য ডুবে গেলে তিনি কাফেলার এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি সাওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হলেই তো? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি নেমে এসে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখনো তো দিন রয়ে গেছে। তিনি (আবার) বললেন ঃ তুমি সাওয়ারী থেকে নেমে এসে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি (সাওয়ারী থেকে) নেমে ছাতু গুলিয়ে আনল। (তিনি তা পান করে ইফত্বার করলেন।) অতঃপর তিনি হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ যখন দেখবে রাত ওদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে, তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতার করার সময় হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম**)

খেজুর দ্বারা ইফতার করা

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ». زَادَ اِبْنُ

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (১৩) অবিলম্বে ইফতার করা, হাদীস নং ৬৫২।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৩০) সাওম, অনুচ্ছেদ (৪৪) পানি বা অন্য কিছু যা সহজে পাওয়া যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে, হাদীস নং ১৯৫৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (১০) রোযা পূর্ণ হওয়া ও দিন শেষ হওয়ার ওয়াক্তের বর্ণনা, হাদীস নং (১১০১)-৫২-৫৩।

www.amarboi.org

عُيَيْنَةَ «فَانَّهُ بَرَكَةٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَانَّهُ طَهُوْرٌ ». (رواه ابو داود والترمذى)

১৪১. সালমান ইবনে আমের যাবী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফ্তার করে। ইবনে উয়াইনার বর্ণনায় আরো আছে, এতে বরকত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি (খেজুর) না পায়, সে যেন পানি দিয়ে ইফ্তার করে। কেননা, পানি পবিত্র। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী*)

কদরের রাতের বর্ণনা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، اَحْيَ اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১৪২. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (রমযানের শেষ) দশদিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সারারাত জাগতেন, পরিবারের লোকদেরকেও জাগিয়ে দিতেন এবং পরনের কাপড় মযবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।) (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ ، مَالاَيَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ. (رواه مسلم)

১৪৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে রমযানের শেষ দশ দিনে যে রকম চেষ্টা-সাধনা করতেন, অন্য কোন সময়ে তা করতেন না। (মুসলিম***)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، مَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ «قُلِيْ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ

---

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (২১) যা দ্বারা ইফতার করা যায়, হাদীস নং ২৩৫৫। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৮) সাওম, অনুচ্ছেদ (১০) যা দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব, হাদীস নং ৬৪৭।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৩২) কদরের রাতের ফযীলত, অনুচ্ছেদ (৫) রমযানের শেষ দশদিনের আমলের বর্ণনা, হাদীস নং ২০২৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৪) ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ (৩) রমযানের শেষ দশ দিন ইবাদত বন্দেগীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা, হাদীস নং (১১৭৪)-৭।

***মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৪) ই'তিকাফের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ (৩) রমযানের শেষ দশ দিন ইবাদত বন্দেগীর আপ্রান চেষ্টা করা, হাদীস নং (১১৭৫)-৮।

www.amarboi.org

تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ » . (رواه الترمذی)

১৪৪. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ রাতটি লাইলাতুল কদর তা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে সে রাতে আমি কি বলবো? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।) (তিরমিযী*)

ই'তিকাফের ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৪৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যু দান করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا . (رواه البخارى)

১৪৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করলেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। (বুখারী***)

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৮৯) দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা। হাদীস নং ৩৪৪৫।

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৩৩) ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ (১) রমজানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফের বর্ণনা, হাদীস নং ২০২৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৪) ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ (১) রমযানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফের বর্ণনা, হাদীস নং (১১৭২)-৫।

*** বুখারী ঃ অধ্যায় (৩৩) ই'তিকাফ, অনু: (১৭) রমযানের মাঝের দশ দিনে ই'তিকাফ করা, হাদীস নং ২০৪৪।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

হজ্জ

হজ্জ ফরয হওয়া

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : «وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ، وَمَنْ كَفَرَفَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ».

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার যাদের সামর্থ্য রয়েছে, তাদের ওপর এ ঘরের হজ্জ করা আল্লাহর হক। আর যারা তা মানে না (তাদের জানা উচিত) আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (সূরা আল- ইমরান ঃ ৯৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «اَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ ، فَحُجُّوْا» فَقَالَ : رَجُلٌ اَ كُلَّ عَامٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَسَكَتَ ، حَتّٰى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ . وَلَمَااسْتَطَعْتُمْ» ثُمَّ قَالَ «ذَرُوْنِىْ مَاتَرَكْتُكُمْ . فَاِنَّمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ . فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْئٍ فَدَعُوْهُ». (رواه مسلم)

১৪৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ করো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ করতে হবে? তিনি চুপ থাকলেন। ফলে সে এ প্রশ্নটি তিনবার করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি যদি হাঁ বলতাম, তাহলে তোমাদের ওপর (প্রতি বছরই) হজ্জ ফরয হত। অথচ তোমরা তা পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেই, তোমরাও আমাকে ছেড়ে দিও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ অধিক প্রশ্ন ও তাদের

www.amarboi.org

নবীগণের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন কর। আর যখন কোন কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা করা থেকে বিরত থাকো। (মুসলিম*)

কবুল হজ্জ অতীতের গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৪৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং হজ্জ করা কালে কোন ধরনের অশালীন কথা ও কাজ এবং কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি, সে নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী ও মুসলিম**)

আরাফার দিনের ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ». (رواه مسلم)

১৪৯. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বান্দাহকে জাহান্নাম থেকে আরাফার দিনের চেয়ে অধিক (সংখ্যায়) আর কোন দিন নাজাত দেন না। (মুসলিম***)

বদলী হজ্জ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ , অনুচ্ছেদ (৭৩) হজ্জ জীবনে একবার ফরয হয়, হাদীস নং (১৩৩৭)-৪১২।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (২৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৪) কবুল হজ্জের ফযীলত। হাদীস নং-১৫২১। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৭৯) হজ্জ, উমরা ও আরাফার দিনের ফযীলতের বর্ণনা, হাদীস নং (১৩৫০)-৪৩৮।

***মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ , অনুচ্ছেদ (৭৯) হজ্জ উমরা ও আরাফার দিনের ফযীলতের বর্ণনা, হাদীস নং-(১৩৪৮)–৪৩৬।

www.amarboi.org

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ، فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، اَفَاَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ» وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . (متفق عليه)

১৫০. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল (ইবনে আব্বাস রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসা ছিলেন। এ সময় খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা তাঁর নিকট এল। ফযল বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলো এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযলের চেহারাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। মহিলাটি বল্ল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ স্বীয় বান্দার ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। সাওয়ারীর ওপর বসে থাকার সামর্থ্য তার নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি?[১] জবাবে তিনি বল্লেন ঃ হাঁ। এটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা। (বুখারী ও মুসলিম*)

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ ، فَلَقِيَ رَكْبًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ «مَنِ الْقَوْمُ؟» فَقَالُوْا : اَلْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَالُوْا : مَنْ اَنْتُمْ؟ قَالُوْا : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَزِعَتْ امْرَأَةٌ ، فَاَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ، فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ مَحَفَّتِهَا، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ لِهٰذَا

১। যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করবে, তাকে অবশ্যই পূর্বে নিজের হজ্জ আদায় করতে হবে।

*বুখারী ঃ অধ্যায় (২৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (১) হজ্জ ফরজ হওয়া ও তার ফযীলত, হাদীস নং ১৫১৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৭১) মৃত্যু অথবা বার্ধক্যের কারণে হজ্জ করতে অপারগ হলে তার বর্ণনা, হাদীস নং (১৩৩৪)-৪০৭।

www.amarboi.org

حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» . (رواه مسلم وأبوداود واللفظ لأبى داود)

১৫১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পথে) রাওহা নামক স্থানে পৌছলে একদল সাওয়ারীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপানারা কারা? জবাবে সাহাবীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম (ও তাঁর সাথীবৃন্দ)। (এ কথা শুনে) এক মহিলা ভীত হয়ে তার একটি বাচ্চার বাহু ধরে হাওদা থেকে বের করে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ বাচ্চার কি হজ্জ হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, হবে। তবে সাওয়াব তুমি পাবে। (মুসলিম ও আবূ দাউদ*)

রমযান মাসে উমরা করার ফযীলত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... «فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ تَقْضِىْ حَجَّةً مَعِىْ» . (متفق عليه)

১৫২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্জ করার সমপরিমাণ সাওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৭২) হজ্জ বালকের হজ্জ সহীহ হওয়া এবং যার মাধ্যমে সে হজ্জ করে তার সাওয়াব হওয়ার বর্ননা, হাদীস নং (১৩৩৬)-৪০৯। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৮) বালকের হজ্জ করার বর্ণনা, হাদীস নং ১৭৩৬।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (২৮) ইহরাম অবস্থায় শিকার করার শাস্তি, অনুচ্ছেদ (২৬) মেয়েদের হজ্জ করার বর্ণনা, হাদীস নং ১৮৬৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৩৬) রমযান মাসে উমরা করার ফযীলত, হাদীস নং (১২৫৬)-২২১।

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়

আল্লাহর পথে জিহাদ

জিহাদ ফরয হওয়া

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : «وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ» . (التوبة : ٣٦)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত-তাওবাহ ঃ ৩৬)

وَ قَالَ تَعَالٰى : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّلَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ» . (البقرة : ٢١٦)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : «اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجٰهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ» . (التوبة : ٤١)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। (সূরা আত-তাওবাহ্ ঃ ৪১)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - (مسلم)

www.amarboi.org

১৫৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করলো না বা জিহাদের বাসনা না করেই মারা গেল, সে মুনাফেকীর মৃত্যু বরণ করলো। (মুসলিম*)

জিহাদের প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি, জান্নাত লাভ ও দুনিয়ার বিজয়

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ». (التوبة :١١١)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজীল, ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা আত-তাওবাহ্ ঃ ১১১)

وَقَالَ تَعَالٰى «يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ» (الصف : ١٠-١٣)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৪৭) যে ব্যক্তি জিহাদ অথবা জিহাদের আতঅক্ষা নাকরে মারা গেল তার পরিণতি, হাদীস নং (১৯১০)-১৫৮।

www.amarboi.org

বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহা সাফল্য এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (সূরা আস-সাফ ঃ ১০-১৩)

وَقَالَ تَعَالٰى « لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا- دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا » (النساء : ٩٥-٩٦)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ জিহাদকারীদেরকে উপবিষ্টদের ওপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আন-নিসা ঃ ৯৫-৯৬)

জিহাদের ফযীলত

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ « كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ ، اِلاَّ الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَاِنَّهُ يُنْمٰى لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَيَاْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ». وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

www.amarboi.org

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ ».
(رواه الترمذى وابوداود واللفظ للترمذى)

১৫৪. ফুযালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের ধারা বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (১) পাহারা দেয়া অবস্থায় মারা যায়, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং কবরের ফিতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, সেই প্রকৃত মুজাহিদ। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী*)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَاِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَاَمِنَ الْفَتَّانَ ». (رواه مسلم)

১৫৫. সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন ও একরাত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া একমাস রোযা রাখা ও (একমাস) রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। আর যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে যে কাজ করছিল মৃত্যুর পরও তার সে আমল চালু থাকবে। তার রিযক চালু রাখা হবে এবং কবরের যাবতীয় ফিতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম**)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً ، فَاِنَّهَا تَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ

১। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর রাস্তা বলতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহকেই বুঝান হয়েছে।

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৯) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১৬) সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফযীলত, হাদীস নং ২৫০০। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (২) আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মারা যাওয়ার ফযীলত, হাদীস নং ১৫৬৯।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৫০) পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর পথে পাহারা দেয়ার ফযীলত, হাদীস নং (১৯১৩)-১৬৩।

www.amarboi.org

وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ ». (رواه الترمذي وابو داود)

১৫৬. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তি দুইবার উষ্ট্রীর দুধ দোয়ানোর মধ্যবর্তী (সময়ের পরিমাণ) সময় আল্লাহর পথে লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হয় অথবা জখম হয়, কিয়ামতের দিন এই জখম আরো তরতাজা হয়ে উঠবে। জখমের রং হবে যাফরানের মত এবং গন্ধ হবে মিশকের মত সুগন্ধময়। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী*)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ».

(متفق عليه)

১৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় একটা সকাল অথবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যবর্তী সবকিছু থেকে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِه ، وَاَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَوْ جَلَسَ فِيْ اَرْضِهِ الَّتِيْ وَلَدَ فِيْهَا . فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ « اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه ، مَابَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ ، فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَاَعْلَى الْجَنَّةِ ، اُرَاهُ ، قَالَ : وَفَوْقَهُ

---

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৯) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৪০) যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের প্রার্থনা করে তার বর্ণনা, হাদীস নং ২৫৪১। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (২০) মুজাহিদ, মুকাতিব গোলাম ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সাহায্য, হাদীস নং ১৬০৩।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৫) আল্লাহর পথে এক সকাল ও এক সন্ধ্যা ব্যয় করা এবং জান্নাতে একটা ধনুকের জ্যা পরিমান স্থান, হাদীস নং ২৭৯২। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩০) আল্লাহর পথে একটা সকাল এবং একটা বিকাল ব্যয় করার ফযীলত, হাদীস নং (১৮৮০)-১১২।

www.amarboi.org

عَـرْشُ الـرَّحْـمٰـنِ ، وَمِـنْـهُ تَـفَـجَّـرَ اَنْـهَـارُ الْـجَـنَّـةِ ». (رواه البخاری والترمذی)

১৫৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক কিংবা তার জন্মভূমিতে চুপচাপ বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর ওপর কর্তব্য হয়ে পড়ে। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানাব না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে একশত স্তর তৈরী করেছেন। দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হল, আসমান ও যমীনের ব্যবধানের সমান। কাজেই তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রার্থনা করো। কেননা, আমাকে তা দেখানো হয়েছে। ফিরদাউসই হল জান্নাতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ স্তর। এর ওপর রয়েছে করুণাময় মহান আল্লাহর আরশ- যেখান থেকে জান্নাতের ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয়েছে। (বুখারী ও তিরমিযী*)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَا اَبَا سَعِيْدُ! مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ . فَقَالَ : اَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَفَعَلَ . ثُمَّ قَالَ «وَاُخْرٰى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ . مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ » قَالَ : وَمَاهِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ « الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ». (رواه مسلم)

১৫৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে নিয়েছে। ইসলামকে দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। এ কথাটি আবূ সাঈদ খুদরীর নিকট বিস্ময়কর মনে হলে

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৪) আল্লাহর পথে জিহাদ কারীদের মর্যাদা, হাদীস নং ২৭৯০। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) জান্নাতের বিবরণ, অনুচ্ছেদ (৪) জান্নাতের স্তরসমূহের বিবরণ, হাদীস নং ২৪৬৯।

www.amarboi.org

তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কথাটি আমাকে আবার বলুন। তিনি কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আরো একটি কাজ রয়েছে, যার মাধ্যমে জান্নাতে বান্দার একশত মর্যাদা (স্তর) বৃদ্ধি করা হবে। প্রত্যেক স্তরের মাঝের দূরত্ব হল, আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্বের সমান। বর্ণনাকারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কাজটি কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ (সেটি হচ্ছে) আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ ، فَاِنَّ شِبْعَهُ ، وَرِيَّهُ ، وَرَوْثَهُ ، وَبَوْلَهُ فِىْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (رواه البخارى)

১৬০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে তার ওয়াদাকে সত্য জেনে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, কিয়ামতের দিন ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব তার নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। (বুখারী**)

জিহাদের বিকল্প কোন আমল নেই

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَآءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ « لاَ اَجِدُهُ . قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُوْمَ وَلاَتَفْتُرَ ، وَتَصُوْمَ وَلاَتُفْطِرَ » قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ؟ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهِ ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ. (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৬১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, আমাকে এমন

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩১) আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে যে স্তরসমূহ তৈরী করে রেখেছেন তার বর্ণনা, হাদীস নং (১৮৮৪)-১১৬।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ (৪৫) যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা, হাদীস নং ২৮৫৩।

www.amarboi.org

আমলের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমকক্ষ হবে। জবাবে তিনি বললেন ঃ না, এমন কোন আমল নেই, যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি কি এমনটি করতে পারবে? যখন মুজাহিদ দল জিহাদের জন্য বেরিয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার মাসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। অবিরাম নামায আদায় করতে থাকবে- কোন বিরতি দেবে না এবং রোযা রাখতে থাকবে- ইফতার করবে না। (এভাবে মুজাহিদ দল ফিরে আসা পর্যন্ত করতে থাকবে।) লোকটি বলল, এরূপ করতে কে-ই বা সক্ষম হবে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় যখন ঘাস খেতে এদিক-সেদিক ঘুরা-ফিরা করে, তখনও মুজাহিদের জন্য নেকী লিপিবদ্ধ হতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম*)

আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারা দেয়ার মর্যাদা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَاعَلَيْهَا. وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَاعَلَيْهَا ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৬২. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একদিন আল্লাহর রাস্তায় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক রাখার জায়গা পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছু থেকে উত্তম। (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বান্দার একটা সকাল অথবা একটা বিকাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা পৃথিবী ও পৃথিবীর সম্পদরাশি থেকেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «عَيْنَانِ لاَتَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১) জিহাদের ফযীলত, হাদীস নং ২৭৮৫। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (২৯) আল্লাহ তা'আলার পথে শহীদ হওয়ার মর্যাদা, হাদীস নং (১৮৭৮)-১১০।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৭৩) আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন পাহরা দেয়ার মর্যাদা, হাদীস নং ২৮৯২। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩০) এক সকাল ও এক সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মর্যাদা, হাদীস নং (১৮৮১)-১১৪।

www.amarboi.org

اللّٰهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ». (رواه الترمذى)

১৬৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুটি চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে অনিদ্র রাত কাটায়। (তিরমিযী*)

সৈনিকের অস্ত্র ও রসদ যোগান দেয়া

عَنْ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَى . وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ أَهْلِهِ ، فَقَدْ غَزَى » (متفق عليه)

১৬৪. খালেদ জুহানী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী একজন মুজাহিদের জিহাদের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল এবং যে ব্যক্তি একজন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করল, সেও যেন জিহাদ করল। (বুখারী ও মুসলিম**)

জিহাদের ময়দানে রোযা রাখা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ». (متفق عليه)

১৬৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) একদিন রোযা রাখলে আল্লাহ সেই দিনের বদৌলতে জাহান্নাম থেকে তার চেহারাকে

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১২) আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদানের ফযীলাত, হাদীস নং ১৫৮৬।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৩৮) যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত করে দেয় অথবা পিছনে থেকে তার বাড়ীর পরিজনদের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করে তার মর্যাদা, হাদীস নং ২৮৪৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩৮) আল্লাহর পথের সৈনিককে বাহন অথবা অন্য কিছু দিয়ে সাহায্য করা, পিছনে থেকে তার বাড়ীর পরিজনদের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করার মর্যাদা, হাদীস নং (১৮৯৫)-১৩৫।

www.amarboi.org

সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

শাহাদাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ، يَتَمَنَّى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَتِ». (متفق عليه)

১৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার পর কেউই পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না- যদিও তাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দেয়া হয়। তবে শহীদগণ (জান্নাতে) শাহাদাতের মর্যাদা দেখে পৃথিবীতে ফিরে এসে দশবার (আল্লাহর রাস্তায়) শহীদ হওয়ার আকাংখা করবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ : اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه! اُقَاتِلُ اَوْ اُسْلِمُ؟ قَالَ «اَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ» فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَمِلَ قَلِيْلاً وَاُجِرَ كَثِيْرًا». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৬৭. বারা' ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি (প্রথমে) জিহাদে যাব, না ইসলাম গ্রহণ করব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদে যাও। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে শরীক হল, অতঃপর শহীদ হয়ে গেল। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৩৬) আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখার ফযীলত, হাদীস নং ২৮৪০। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৩) সওম, অনুচ্ছেদ (৩১) রোযা রাখার সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দানে রোযা রাখার ফযীলত, হাদীস নং (১১৫৩)-১৬৭।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ(২১) মুজাহিদের পৃথিবীতে ফিরে আসার আকাংখা, হাদীস নং ২৮১৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (২৯) আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মর্যাদা, হাদীস নং (১৮৭৭)-১০৯।

www.amarboi.org

সে অল্প কাজ করেও অধিক পুরস্কার লাভ করল। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَلَهُمْ «اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَعَمْ، اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ : اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَعَمْ، وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ، فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ». (رواه مسلم والترمذى)

১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ কাতাদাহ আবূ কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বলেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করে) শহীদ হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে এমন অবস্থায় শহীদ হও যে, তুমি ধৈর্য ধারণকারী, সাওয়াবের আশাবাদী ও শত্রুর দিকে অগ্রগামী হও এবং জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (এই মাত্র) তুমি কি বলেছিলে? লোকটি আরয

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১৩) যুদ্ধের পূর্বে নেক আমল করা, হাদীস নং ২৮০৮। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৪১) শহীদের জন্য জান্নাত, হাদীস নং (১৯০০)-১৪৪।

www.amarboi.org

করল, আপনি কি বলেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করে) শহীদ হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হাঁ, যদি তুমি এমন অবস্থায় শহীদ হও যে, তুমি ধৈর্যধারণকারী, সাওয়াবের আশাবাদী ও শত্রুর দিকে অগ্রগামী হও এবং জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। তবে ঋণ মাফ হবে না। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে এ কথাই বলে গেলেন। (মুসলিম ও তিরমিযী*)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِي ، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، وَاَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ ، لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالَ : اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَآءِ ». (رواه البخارى)

১৬৯. সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে আমি (স্বপ্নে) দেখেছি দুজন লোক আমার নিকট এসেছে। তারা আমাকে সাথে নিয়ে একটি গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে অতি চমৎকার ও বড়ই সুন্দর একটি ঘরে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। তারা উভয়ে আমাকে বলল, এ ঘরটি হল শহীদদের ঘর। (বুখারী**)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَآءِ ، وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ ».

(رواه مسلم وابو داود والترمذى)

১৭০. সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে আল্লাহর দরবারে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হল তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, তবে ঋণ মাফ হবে না, হাদীস নং (১৮৮৫)-১১৭। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২৩) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৩২) কেউ ঋণ গ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলে, হাদীস নং ১৬৫৭।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৪) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কারীদের মর্যাদা, হাদীস নং ২৭৯১।

www.amarboi.org

পৌঁছাবেন- যদিও সে বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী*)

শাহাদাতের মৃত্যুতে মৃত্যুযন্ত্রণা হয়না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَايَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَايَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ». (رواه الترمذى)

১৭১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট কেবল ততটুকুই অনুভব করে, তোমাদের কাউকে পিঁপড়া কামড় দিলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে। (তিরমিযী**)

শহীদ পাঁচ প্রকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৭২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদ হিসেবে গণ্য হয়। মহামারীতে মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, দেয়াল চাপা পড়ে মৃত এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হল। (বুখারী ও মুসলিম***)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَاتَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ؟» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. قَالَ «اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذًا لَقَلِيْلٌ»

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৪৬) আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার কামনা করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (১৯০৯)-১৫৭। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, হাদীস নং ১৫২০। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলিল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১৯) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাৎ লাভের প্রার্থনা করে, হাদীস নং ১৬৫৩।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (২৬) আল্লাহর পথে পাহারাদানের ফযীলত, হাদীস নং ১৬১৪।

*** বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৩০) নিহত ব্যতীত সাত প্রকার লোক শহীদ, হাদীস নং ২৮২৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৫১) শহীদের বর্ণনা, হাদীস নং (১৯১৪)-১৬৪।

www.amarboi.org

قَالُوْا : فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِىْ الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِىْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ». (رواه مسلم)

১৭৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কাদেরকে তোমরা শহীদ বলে মনে কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে শহীদ। (এ জবাব শুনে) তিনি বললেন ঃ তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা খুব কম হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে শহীদ কারা? জবাবে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে থেকে স্বাভাবিক ভাবে মারা যায়, সে শহীদ। যে মহামারীতে মারা যায়, সে শহীদ এবং যে পেটের পীড়ায় মারা মায় যায়, সেও শহীদ। (মুসলিম*)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ». (رواه أبوداود والترمذى)

১৭৪. সাঈদ ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৫১) শহীদের বর্ণনা, হাদীস নং (১৯১৫)-১৬৫।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (১৬) রক্তপন বা দিয়াত, অনুচ্ছেদ (২১) নিজের মাল রক্ষার্থে নিহত ব্যক্তি শহীদ, হাদীস নং ১৩৬১। আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ দস্যু হত্যা, হাদীস নং ৪৭৭২।

www.amarboi.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَرَأَيْتَ اِنْ جَاۤءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ؟ قَالَ «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ : اَرَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ؟ قَالَ «قَاتِلْهُ» قَالَ : اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ؟ قَالَ «فَاَنْتَ شَهِيْدٌ» قَالَ : اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ «هُوَ فِى النَّارِ». (رواه مسلم)

১৭৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি এসে আরয করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক যদি আমার অর্থ-সম্পদ ছিনতাই করতে আসে, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার কি রায়? তিনি বললেন ঃ তোমার সম্পদ তুমি তাকে দিও না। লোকটি বলল ঃ সে যদি আমার সাথে লড়াই করে তাহলে আমি কি করবো? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমিও তার সাথে লড়াই কর। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বলেন, সে যদি আমাকে হত্যা করে? তিনি জবাব দিলেন ঃ তাহলে তুমি শহীদ হবে। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো ঃ আমি যদি তাকে হত্যা করি, তাহলে কি হবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম*)

জিহাদের জন্য দান করার ফযীলত

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ : ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». (رواه الترمذى)

১৭৬. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাদাকা হল, আল্লাহর রাস্তায় ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁবু দান করা। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের খেদমত করার জন্য খাদেম দান করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জওয়ান উষ্ট্রী দান করা। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ : جَاۤءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৬২)যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ দখল করতে উদ্যত হয়, তাকে হত্যা করা বৈধ, হাদীস নং (১৪০)-২২৫।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৫) আল্লাহর রাস্তায় সেবাদানের ফযীলাত, হাদীস নং ১৫৭৫।

www.amarboi.org

، فَقَالَ : هٰذِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمَائَةِ نَاقَةٍ ، كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ ». (رواه مسلم)

১৭৭. আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম পরিহিত একটি উষ্ট্রী নিয়ে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে) আরয করল, (হে আল্লাহর রাসূল!) এ উষ্ট্রীটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এর প্রতিদান হিসেবে কিয়ামতের দিন তুমি সাতশো উষ্ট্রী লাভ করবে, প্রত্যেকটি লাগাম পরিহিত থাকবে। (মুসলিম*)

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، كُتِبَ لَهُ سَبْعُمَائَةِ ضِعْفٍ ». (رواه الترمذى)

১৭৮. খুরাইম ইবনে ফাতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) কিছু খরচ করে, এর বিনিময়ে তার আমলনামায় সাতশত গুণ সাওয়াব লেখা হয়। (তিরমিযী**)

জিহাদের ময়দানে দু'আ রদ হয় না

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ثِنْتَانِ لَاتُرَدَّانِ، اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ». (رواه أبوداود)

১৭৯. সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি সময় দু'আ করলে তা অগ্রাহ্য হয় না। অথবা (তিনি বলেছেন ঃ) খুব কমই অগ্রাহ্য হয়। আযানের সময় ও যুদ্ধের সময় যখন (দুই দলের) পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করে। (আবূ দাউদ***)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩৭) আল্লাহর পথে দান করার ফযীলত, হাদীস নং (১৮৯২)-১৩২।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২২) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৪) আল্লাহর পথে খরচ করার ফযীলত, হাদীস নং ১৫৭৩।

***আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৯) জিহাদ, অনুচ্ছেদ মুখোমুখী যুদ্ধের সময় দু'আ করা, হাদীস নং ২৫৪০।

www.amarboi.org

যুদ্ধের সময় পড়ার দু'আ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاغَزَا قَالَ « اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ ، بِكَ اَحُوْلُ ، وَبِكَ اَصُوْلُ ، وَبِكَ اُقَاتِلُ ». (رواه أبوداود)

১৮০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যখন যুদ্ধ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা আনতা আদুদী ওয়া নাসীরী, বিকা আহূলু, ওয়া বিকা আসূলু, ওয়া বিকা উকাতিলু। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনিই আমার শক্তিদাতা, আপনিই আমার সাহায্যকারী, আপনার দিকেই আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি, আপনার সহায়তায় আমি আক্রমণ করছি এবং আপনার সহায়তায় আমি যুদ্ধ করছি।) (আবূ দাউদ*)

শত্রুপক্ষ থেকে কোন প্রকার আশংকা করলে তখন পড়ার দু'আ

عَنْ اَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ « اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ». (رواه أبوداود)

১৮১. আবূ বুরদা ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সম্প্রদায় বা জাতি থেকে কোন প্রকার আশংকা করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরূরিহিম। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বী বানাচ্ছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (আবূ দাউদ**)

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৯) জিহাদ, অনুচ্ছেদ মুখোমুখী যুদ্ধের সময় যে দু'আ করতে হয়, হাদীস নং ২৬৩২।

**আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৩৬৫) কোন সম্প্রদায় থেকে আশংকা করলে যে দু'আ পড়তে হয়, হাদীস নং ১৫৩৭।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়

তওবা

তওবা-ইস্তিগফার

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «وَاللّٰهِ! اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً». (رواه البخارى)

১৮২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর তা'আলার দরবারে দৈনিক সত্তর বারেরও বেশী তওবা ও ইস্তিগফার করে থাকি। (বুখারী*)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا ، لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ . وَلَجَآءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ». (رواه مسلم)

১৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে (পৃথিবী থেকে অন্যত্র) সরিয়ে নিতেন এবং এমন এক জাতিকে নিয়ে আসতেন, যারা পাপ করত, অতঃপর মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইত। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম**)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا . وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا . وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». (رواه ابو داود)

১৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৩) নবী (সা:) এর রাত দিনের তাওবাহ ও ইস্তিগফার, হাদীস নং ৬৩০৭।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৯) তাওবাহ, অনুচ্ছেদ (২) ইস্তিগফারের কারণে গুনাহ মিটে যায়, হাদীস নং (২৭৪৯)-১১।

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তিগ্‌ফার করতে থাকে (অর্থাৎ আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌ পড়ার মাধ্যমে গুনাহ মাফ চাইতে থাকে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে প্রতিটি সংকট উত্তরণের সু-ব্যবস্থা করে দেন এবং প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেন। আর তাকে এমন উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, যা সে ভাবতেও পারে না। (আবূ দাউদ*)

খালেস নিয়তে তওবা করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৮৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা হাসবেন। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের একজন এ কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে নিহত (শহীদ) হবে। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা হত্যাকারীর তওবা কবূল করবেন। সে (ইসলাম কবূল করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে) শহীদ হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا . فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : لَا. فَقَتَلَهُ . فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً . ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ ، فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ . فَقَالَ : اِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ

---

* আবূ দাউদঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৩৬১) ইস্তিগফার, হাদীস নং ১৫১৮।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (২৮) কোন কাফের কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলামের ওপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া, হাদীস নং ২৮২৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৩) ইমারাহ, অনুচ্ছেদ (৩৫) দুই ব্যক্তির বর্ণনা, তারা পরস্পর লড়াই করে দুই জনেই জান্নাতে যাবে, হাদীস নং (১৮৯০)-১২৮।

www.amarboi.org

تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اِنْطَلِقْ اِلٰى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا . فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ . وَلَاتَرْجِعْ اِلٰى اَرْضِكَ ، فَاِنَّهَا اَرْضُ سُوْءٍ . فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ ، اَتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا ، مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ . وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ : اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ اٰدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ : قِيْسُوْا مَابَيْنَ الْاَرْضَيْنِ ، فَاِلٰى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنٰى ، فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوْهُ ، فَوَجَدُوْهُ اَدْنٰى اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ اَرَادَ . فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ » . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

وزاد البخارى «فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَقَرَّبِيْ ، وَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِيْ . وَقَالَ : قِيْسُوْا مَابَيْنَهُمَا ، فَوُجِدَ اِلٰى هٰذِهِ اَقْرَبُ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ».

১৮৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের আগেকার যুগের এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষ খুন করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের খোঁজ করলে তাকে একজন খৃস্টান পাদ্রীর সন্ধান দেয়া হল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, সে নিরানব্বই জন মানুষ খুন করেছে। এখন তার তওবা কবুল হওয়ার কোন উপায় আছে কি? পাদ্রী জবাব দিল, নেই। এতে সে (উত্তেজিত হয়ে) পাদ্রীকে খুন করে তার খুনের সংখ্যা একশত পূর্ণ করল। এরপর সে আবার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের খোঁজ করলে তাকে একজন আলেমের সন্ধান দেয়া হল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, সে একশ জন মানুষ খুন করেছে। এখন তার তওবা কবুল হওয়ার কোন পথ আছে কি? আলেম জবাব দিলেন, হাঁ আছে। তার ও তার তওবার মাঝে কে অন্তরায় হতে পারে? তুমি অমুক অমুক জনপদে চলে যাও, সেখানে লোকেরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করছে। তুমিও তাদের সাথে

www.amarboi.org

ইবাদত-বন্দেগী করতে থাক। তোমার এলাকায় আর ফিরে যেওনা। কেননা, সেটা খারাপ জনপদ। সে উক্ত জনপদের দিকে রওয়ানা করল। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর তার মৃত্যু এসে গেল। তখন তাকে নিয়ে রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতারা বিতর্কে লিপ্ত হল। রহমতের ফিরিশতারা বলল, সে সর্বান্তকরণে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে। আর আযাবের ফিরিশতারা বলল, লোকটি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। এ সময় আল্লাহর হুকুমে মানুষের আকৃতি ধারণ করে বিতর্কে লিপ্ত ফিরিশতাদের নিকট একজন ফিরিশতা আসে। তখন তাঁরা তাঁকেই তাঁদের মধ্যকার বিতর্কের ফায়সালাকারী মেনে নেয়। সে বলল, তোমরা উভয় দিকের পথের দূরত্ব পরিমাপ কর। সে যে দিকটির নিকটবর্তী হবে, তাকে তারই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অতঃপর উভয় দিকের পথের দূরত্ব পরিমাপ করে তাকে সে লোকালয়ের নিকটবর্তী পাওয়া গেল, যার উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা হয়েছিল। ফলে রহমতের ফিরিশতারা তার জান কবয করল। (বুখারী ও মুসলিম*)

বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদের লোকালয়কে হুকুম করলেন ঃ লোকটির নিকটবর্তী হয়ে যাও। আর যে লোকালয়ে সে মানুষ খুন করেছে তাকে হুকুম করলেন ঃ লোকটি থেকে দূরে সরে যাও। অতঃপর ফিরিশতাদের বললেন ঃ উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করে লোকটিকে সৎলোকদের লোকালয়ের দিকে (যে লোকালয়ের উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা হয়েছিল) এক বিঘত নিকটবর্তী পাওয়া গেল। তাই তাকে ক্ষমা করা হল।

আসমান সমান গুনাহ করেও তওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে দেন

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَادَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَاكَانَ فِيْكَ ، وَلَا اُبَالِىْ . يَاابْنَ اٰدَمَ لَوْبَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَآءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ ، وَلَااُبَالِىْ . يَاابْنَ اٰدَمَ! اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَاتُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا ، لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ». (رواه الترمذى)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৬০) আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ(৫৪) হাদীস নং ৩৪৭০। মসুলিম ঃ অধ্যায় (৪৯) তাওবা, অনুচ্ছেদ (৮) হত্যাকারীর তাওবা কবুল হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (২৭৬৬)-৪৬।

www.amarboi.org

১৮৭. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে ক্ষমার প্রত্যাশা করবে, ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব। তোমার গুনাহর পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন, তাতে আমি কোন পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্তও পৌছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি ভ্রূক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী ভর্তি গুনাহ নিয়ে আমার নিকট হাযির হও, আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমিও পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে যাব। (তিরমিযী*)

عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَسَارِبْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ. وَاِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». (رواه الترمذى)

১৮৮. বিলাল ইবন ইয়াসার তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, 'আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি' (অর্থাৎ আমি ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহর নিকট- যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, আমি তাঁর নিকট তওবা করছি।) আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার মত (কবীরা) গুনাহ করে থাকে। (তিরমিযী**)

বারবার গুনাহ করেও তওবা করলে আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ «اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى «اَذْنَبَ عَبْدِىْ ذَنْبًا،

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (১০৬) আদম সন্তান যদি পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে হাযির হয়, হাদীস নং ৩৪৭০।

**তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (২৭) রাতে শোয়ার সময় যে দু'আ পড়বে, হাদীস নং ৩৫০৮।

www.amarboi.org

فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ . فَقَالَ : اَيْ رَبِّ! اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : عَبْدِيْ اَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ ، فَقَالَ : اَيْ رَبِّ! اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا ، فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، اعْمَلْ مَاشِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ » قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى : لاَ اَدْرِيْ أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ « اعْمَلْ مَاشِئْتَ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১৮৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন ঃ কোন এক বান্দাহ গুনাহ করে (আল্লাহর দরবারে) প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন। পবিত্রময় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করার পর সে জানতে পেরেছে তার একজন রব আছেন, তিনি গুনাহ্ মাফ করেন। আবার গুনাহর জন্য শাস্তিও প্রদান করেন। সে পুনরায় গুনাহ করে (আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে) বললো, হে আমার রব! আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন। তখন বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহ্ একটি গুনাহ্ করার পর সে জানতে পেরেছে, আমার একজন প্রতিপালক আছেন, তিনি গুনাহ্ মাফ করেন, আবার গুনাহ্র জন্য শাস্তিও প্রদান করেন। সে আবারো একটি গুনাহ্ করে ফেল্লো। অতঃপর বললো, হে আমার রব! আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাহ্ একটি গুনাহ্ করে ফেলেছে, অতঃপর জানতে পেরেছে, তার একজন রব আছেন। তিনি গুনাহ্ মাফ করেন, আবার গুনাহ্র জন্য পাকড়াও করেন। (আল্লাহ্ বলেন ঃ) তুমি যা ইচ্ছা করতে পার, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। আবদুল আ'লা বললেন, "তুমি যা ইচ্ছা করতে পার" একথাটি তৃতীয় বারে বলেছেন, না চতুর্থবারে বলেছেন, তা আমার জানা নেই। (বুখারী ও মুসলিম*)

---

* বুখারী, অধ্যায় (৯৭) তাওহীদ, অনুচ্ছেদ (৩৫) মহান আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর বাণীতে পরিবর্তন চায়, হাদীস নং ৭৫০৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৯) তাওবা, অনুচ্ছেদ (৫) গুনাহ থেকে তাওবা কবুল হওয়া প্রসঙ্গে যদিও বার বার গুনাহ করে তওবা করে। হাদীস নং (২৭৫৮)-২৯।

www.amarboi.org

তওবা করলে আল্লাহ অসীম খুশী হন

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ بِحَدِيْثَيْنِ : اَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْاٰخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ فِىْ اَصْلِ جَبَلٍ يَّخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ . وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ ، وَّقَعَ عَلٰى اَنْفِهِ . قَالَ بِهِ هٰكَذَا فَطَارَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِّنْ رَجُلٍ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ ، مَّعَهُ رَاحِلَتُهُ ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ . فَاَضَلَّهَا . فَخَرَجَ فِىْ طَلَبِهَا حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ . قَالَ : اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِيَ الَّذِيْ اَضْلَلْتُهَا فِيْهِ ، فَاَمُوْتُ فِيْهِ . فَرَجَعَ اِلٰى مَكَانِهِ . فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ ، فَاسْتَيْقَظَ ، فَاِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ». (رواه الترمذى)

১৯০. হারিস ইবনে সুয়াইদ (রঃ) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) আমাদের নিকট দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- একটি নিজের পক্ষ থেকে এবং অপরটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, মু'মিন বান্দা তার গুনাহকে পাহাড়ের মত মনে করে, যেন সে পাহাড়ের গোড়ায় বসে আছে, আর আশংকা করছে যে, পাহাড় তার ওপর ধসে পড়বে। আর পাপী লোক তার গুনাহকে তার নাকের ডগায় বসা মাছির মত তুচ্ছ মনে করে যে, হাত নাড়া মাত্রই তা উড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ গুনাহ থেকে তওবা করলে তাতে আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চাইতে অধিক খুশী হন, যে ব্যক্তি জনমানবশূন্য, পানি ও বৃক্ষলতাহীন মারাত্মক ভীতিকর এক বিশাল মরু প্রান্তর অতিক্রম করছে। তার সাথে রয়েছে একটি জন্তুযান, তাঁর ওপর রয়েছে তার খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পাথেয়। পথিমধ্যে হঠাৎ তার জন্তুযানটি হারিয়ে গেল। সে তার অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সে ক্ষুধা ও পিপাসায় মরণাপন্ন হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, যেখান থেকে জন্তুটি হারিয়েছি, সেখানে

www.amarboi.org

গিয়েই মরবো। অতঃপর সে পূর্বের জায়গায় ফিরে এসে ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জেগে সে দেখতে পায়, তার জন্তুটি তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আর জন্তুটির ওপর তার খাদ্য-পানীয় ও তার যাবতীয় পাথেয় ঠিকঠাক রয়েছে। (তিরমিযী*)

মাটি ছাড়া দুনিয়াদারের পেট কিছুতেই ভরবে না

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلٰى مِنْبَرِ مَكَّةَ فِىْ خُطْبَتِهٖ يَقُوْلُ : يَااَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ « لَوْ اَنَّ ابْنَ اٰدَمَ اُعْطِىَ وَادِيًا مَلأَنَ مِنْ ذَهَبٍ ، اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَانِيًا . وَلَوْ اُعْطِىَ ثَانِيًا ، اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِثًا . وَلاَيَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ . وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ». (رواه البخارى)

১৯১. আব্বাস ইবনে সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে যুবায়ের (রাঃ)- কে মক্কার মিম্বরে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি। হে লোক সকল! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ আদম সন্তানকে যদি স্বর্ণে ভর্তি একটি উপত্যকাও দেয়া হয়, তাহলে সে স্বর্ণে ভর্তি আরো একটি উপত্যকার আকাংখা করবে। যদি তাকে দ্বিতীয়টিও দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয়টির আকাংখা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে ভরবে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (বুখারী**)

গুনাহ্ থেকে তওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ ». قَالَ اَحْمَدُ : مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ . (رواه الترمذى)

১৯২. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে গুনাহ্ করার কারণে লজ্জা দেয়, সে উক্ত গুনাহয় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না। আহমাদ

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৭) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৪৮) আল্লাহ বান্দার তওবায় অতিশয় খুশী হন, হাদীস নং ২৪৩৮।
**বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (১০) ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বাঁচা প্রসঙ্গে, হাদীস নং ৬৪৩৮।

www.amarboi.org

(রাঃ) বলেন, এ গুনাহর অর্থ হল, যা থেকে সে তওবা করেছে। (তিরমিযী*)

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত গুনাহ্ মাফ করতে থাকবেন

عَنْ اَبِىْ مُوْسى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ ، لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ . وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ ، حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ». (رواه مسلم)

১৯৩. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দিনের বেলা যারা গুনাহ্ করেছে, তাদের গুনাহ্ মাফ করার জন্য মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাতে তাঁর রহমতের হাত প্রসারিত করেন এবং রাতের বেলা যারা গুনাহ্ করেছে, তাদের গুনাহ্ মাফ করার জন্য তিনি দিনে তাঁর রহমতের হাত প্রসারিত করেন। তিনি এ ভাবে গুনাহ্ মাফ করতে থাকবেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হয়, অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। (মুসলিম**)

সাইয়েদুল ইস্তিগফার

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ الْعَبْدُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ . وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ . اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ . اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ، وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ اِغْفِرْلِىْ ، فَاِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ . قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ ، فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ . وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ». (رواه البخارى)

---

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৭) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫১) গুণাহ থেকে তওবাকারীকে খোঁটা দেয়া নিষেধ, হাদীস নং ২৪৪৩।

** মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৯) তাওবা, অনুচ্ছেদ (৫) গুনাহ্ থেকে তাওবা কবুল হওয়া প্রসঙ্গে যদিও বার বার গুনাহ করে তওবাও করে, হাদীস নং (২৭৫৯)-৩১।

www.amarboi.org

১৯৪. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাইয়েদুল ইস্তিগফার (সর্বোত্তম ইস্তিগফার) হচ্ছে বান্দার এ কথাগুলো বলা "আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আউযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবূউ লাকা বিযানবী ইগফিরলী, ফা-ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা" (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনিই আমার রব। আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের ওপর অবিচল থাকব। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যেসব নি'আমত দিয়েছেন, তা সবই আমি স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহর কথাও স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউই নেই।) তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনের বেলা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এই দু'আ পাঠ করে এবং ঐ দিনেই সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা যায়, সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে এই দু'আ পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, সে জান্নাতবাসী হবে। (বুখারী*)

আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنِّىْ اَرٰى مَا لَاتَرَوْنَ ، وَاَسْمَعُ مَا لَاتَسْمَعُوْنَ ، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ . مَافِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَسَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ . وَاللّٰهِ! لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، وَمَاتَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ ، وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ». (رواه الترمذى)

১৯৫. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না। আর আমি যা শুনি তোমরা তা শোন না। আসমান চড়চড় শব্দ করছে, আর এ শব্দ করার অধিকার

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (২) সাইয়েদুল ইস্তিগফার, হাদীস নং ৬৩০৬।

www.amarboi.org

তার আছে। তাতে (আসমানে) চার আংগুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহর জন্য অবনত মস্তকে সাজদায় লুটিয়ে নেই। আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা খুব কম হাসতে এবং কাঁদতে অনেক বেশী। আর বিছানায় স্ত্রীদের সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে না। বরং ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। বর্ণনাকারী বলেন, হায়! আমার মন চায়, যদি আমি একটি বৃক্ষ হতাম আর তা কেটে ফেলা হত। (তিরমিযী*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ . يَعْنِيْ يَبْكِيْ ». (رواه النسائى)

১৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসেছিলাম। তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। তাঁর পেট থেকে পাতিলে ফুটন্ত পানির আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ বেরুচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদছিলেন। (নাসায়ী**)

عَنْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَيْسَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ : قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . وَاَمَّا الْاَثَرَانِ : فَاَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَاَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ » . (رواه الترمذى)

১৯৭. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটা ও দুটি চিহ্নের চাইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নেই। একটি হল, চোখের পানির ফোঁটা, যা আল্লাহর ভয়ে নির্গত হয়। দ্বিতীয়টি হল, ঐ রক্তের ফোঁটা, যা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) প্রবাহিত হয়। চিহ্ন দুটি হল,

---

*তিরমিযী, অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী; আমি যা জানি, তামরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে, হাদীস নং ২২৫৪।

**নাসাঈ ঃ অধ্যায় সাহু, অনুচ্ছেদ (১৮) নামাযের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদা।

www.amarboi.org

যে ক্ষতচিহ্ন আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) সৃষ্টি হয় এবং যে চিহ্ন আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্য থেকে কোন ফরয আদায় করার কারণে সৃষ্টি হয় (যেমন কপালে সাজদার চিহ্ন)। (তিরমিযী*)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَاسَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ . قَالَ « لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا » قَالَ : فَغَطَّى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ حَنِيْنٌ . (متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৯৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন, যা ইতিপূর্বে আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন ঃ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে অনেক বেশী। (আনাস (রাঃ) বলেন,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ কাপড় দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে ফেল্লেন। তখন কেবল তাদের কাঁদার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৩) ফাযাইলুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ (২৬) আল্লাহর পথে পাহারাদানের ফযীলত, হাদীস নং ১৬১৫।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৬৫) তাফসীর, সূরা (৫) আল মায়িদাহ, অনুচ্ছেদ (১২) আল্লাহর বাণীঃ তোমরা এমন বিষয় জিজ্ঞেস করো না যা প্রকাশ হলে তোমাদের খারাপ লাগবে, হাদীস নং ৪৬২১। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৩) ফাযাইল, অনুচ্ছেদ (৩৭) নবী (সঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, হাদীস নং (২৩৫৯)-১৩৪।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়

দান-সাদাকা

দান করার ফযীলত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ ، وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ . «اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى . وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى السَّائِلَةُ» . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসে দান-সাদাকা করা ও (মানুষের কাছে) হাত না পাতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। উপরের হাত হলো দানকারীর হাত এবং নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত। (বুখারী ও মুসলিম*)

দানকৃত বস্তুই অবশিষ্ট থাকে

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَابَقِىَ مِنْهَا؟ قَالَتْ : مَابَقِىَ مِنْهَا اِلاَّ كَتِفُهَا. قَالَ «مَابَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا». (رواه الترمذى)

২০০. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার তারা একটি ছাগল যবাই করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ছাগলটির আর কিছু বাকী আছে কি? আয়িশা (রাঃ) বল্লেন, এর কাঁধের অংশটুকু ছাড়া আর কিছু বাকী নেই (সব দান করা হয়েছে)। তিনি বললেন ঃ কাঁধের অংশটুকু ছাড়া আর সবই বাকী রয়েছে (অর্থাৎ দানকৃত বস্তু আল্লাহর দরবারে অবশিষ্ট থাকে)। (তিরমিযী**)

পবিত্র দান আল্লাহর দরবারে লালিত-পালিত হয়ে বিশাল সম্পদে পরিণত হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (২৪) যাকাত, অনুচ্ছেদ (১৮) অভাবমুক্ত না হয়ে দান করা উচিত নয়, হাদীস নং ১৪২৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১২) যাকাত, অনুচ্ছেদ (৩২) ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম হওয়ার বর্ণনা, হাদীস নং (১০৩৩)-৯৪।

**তিরমিযী, অধ্যায় (৩৭) সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (৩০) যা দান করা হয় তাই অবশিষ্ট থাকে, হাদীস নং ২৪১২।

www.amarboi.org

« مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَيَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ ، فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ . ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ ، كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّةً حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ».

(رواه البخارى)

২০১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার পবিত্র ও হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে- আর পবিত্র বস্তু ছাড়া কোন কিছুই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না- আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন। তারপর তা তার মালিকের জন্য লালন-পালন করতে থাকেন। যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চা আদর-যত্ন করে লালন-পালন করে থাকে। অবশেষে তা পাহাড়ের মত বিশাল সম্পদরাশিতে পরিণত হয়। (বুখারী*)

দান সর্বাধিক শক্তিশালী

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَمَّاخَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ ، فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا ، فَاسْتَقَرَّتْ . فَعَجِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ . فَقَالُوْا : يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اَلْحَدِيْدُ، قَالُوْا : يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اَلنَّارُ، قَالُوْا : يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اَلْمَاءُ ، قَالُوْا : يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اَلرِّيْحُ ، قَالُوْا : يَا رَبِّ! فَهَلْ فِىْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ابْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ ».

(رواه الترمذى)

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (৯৮) তাওহীদ, অনুচ্ছেদ (২৩) আল্লাহর বানীঃ ফিরিশতাগণ এবং রূহ তাঁর নিকট এসে যায়, হাদীস নং ৭৪৩০।

www.amarboi.org

২০২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন, তখন পৃথিবী প্রবলভাবে দুলতে শুরু করে। তিনি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে তা পৃথিবীর ওপর স্থাপন করেন। ফলে, পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতের মযবূতী দেখে ফিরিশতাগণ বিস্মিত হয়ে বলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চাইতে শক্ত আর কিছু আছে কি? তিনি বল্‌লেন ঃ হ্যাঁ, লোহা। তারা বল্‌লেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চাইতে মযবূত ও কঠিন আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আগুন। তারা আবার বল্‌লেন, হে প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চাইতে শক্তিশালী ও তীব্র আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, পানি। তারা পুনরায় বল্‌লেন, হে রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পানির চাইতে শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, বায়ু। অবশেষে ফিরিশতাগণ বললেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ুর চাইতে শক্তিশালী ও প্রবল আর কিছু আছে কি? তিনি বল্‌লেন ঃ হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান-সাদাকা করলে তার বাম হাতের কাছেও তা অজ্ঞাত থাকে। (তিরমিযী*)

অভাবের কথা মানুষের কাছে না বলে আল্লাহর কাছে বলা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهٗ . وَمَنْ نَزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ ، فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهٗ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ اٰجِلٍ» . (رواه الترمذى)

২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারো অভাব-অনটন দেখা দিলে সে যদি তা মানুষের কাছে বলে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অভাব-অনটন দূর করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা দ্রুত অথবা বিলম্বে তাকে রিযিক দান করবেন। (তিরমিযী**)

আল্লাহর পথে বিনা হিসেবে দান করা

عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ : قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَاتُوْكِىْ فَيُوْكَىْ عَلَيْكِ». (رواه البخارى)

---

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৭) তাফসীর, অনুচ্ছেদ সূরা নাস ও ফালাক সর্বাধিক শক্তিশালী সৃষ্টি, হাদীস নং ৩৩০৬।
*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (১৮) দুনিয়ার চিন্তা ও পার্থিব মোহ, হাদীস নং ২২৬৮।

www.amarboi.org

২০৪. আসমা বিনতে আবূ বাকার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পদ (দান না করে) আটক রেখো না। (যদি আটক রাখ,) তাহলে তোমার বেলায়ও আল্লাহর নি'আমতকে আটক করে রাখা হবে। (বুখারী*)

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ « لاَتُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ . اِرْضَخِىْ مَااسْتَطَعْتِ ». (رواه البخارى)

২০৫. আসমা বিনতে আবূ বাকার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলে তিনি বলেন ঃ অর্থ সম্পদ গোলাজাত করে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে তাঁর নি'আমতকে আবদ্ধ রাখবেন। (আল্লাহর পথে) দান কর তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী। (বুখারী**)

দান করলে সম্পদ কমে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ . وَمَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَاتَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ ». (رواه مسلم)

২০৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দান করলে সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার ইয্যত-সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম***)

দান করে তা ফেরত না নেয়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « اِنَّمَا مَثَلُ الَّذِىْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِئُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ ». (رواه مسلم)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (২৪) যাকাত, অনুচ্ছেদ (২১) দান সাদাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, হাদীস নং ১৪৩৩।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (২৪) যাকাত, অনুচ্ছেদ (২২) সামর্থ অনুযায়ী দান করার বর্ণনা, হাদীস নং ১৪৩৪।

***মুসলিম ঃ অধ্যায় ঃ (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলা, অনুচ্ছেদ (১৯) ক্ষমা ও নম্রতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (২৫৮৮)-৬৯।

www.amarboi.org

২০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, তার দৃষ্টান্ত হল ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পরে তা পনরায় খেয়ে ফেলে। (মুসলিম*)

দান বা উপহার দেয়ার বেলায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য না দেয়া

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِىْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ » فَقَالَ لاَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَارْجِعْهُ » . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

وفى رواية لمسلم فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ لاَ، قَالَ « اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ اَوْلاَدِكُمْ » . فَرَجَعَ اَبِيْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

২০৮. নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি আমার এ ছেলেটিকে আমার একটি গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার সব সন্তানকে কি এরূপ একটি করে গোলাম দিয়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে গোলামটি তুমি ফিরিয়ে নাও। (বুখারী ও মুসলিম**)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি কি সব সন্তানকে এরূপ দিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার পিতা বাড়ী ফিরে এসে দানকৃত উক্ত গোলামটি (আমার নিকট থেকে) ফেরত নিলেন।

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (২৪) হেবা, অনুচ্ছেদ (২) দান-সাদাকা করে তা হস্তান্তর করার পর ফিরিয়ে নেয়া হারাম, হাদীস নং (১৬২২)-৬।

**বুখারীঃ অধ্যায় (৫১) হেবা, অনুচ্ছেদ (১২) সন্তানের জন্য হেবা করা, হাদীস নং ২৫৮৬। মুসলিমঃ অধ্যায় (২৪) হেবা, অনুচ্ছেদ (৩) হেবার ক্ষেত্রে সন্তানের কাউকে প্রাধান্য দেয়া, হাদীস নং (১৬২৩)-৯।

www.amarboi.org

পরিবার-পরিজনের খোরপোশ দেয়া সাদাকা

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ . وَمَااَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ . وَمَااَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةٌ ». (الأدب المفرد)

২০৯. মিকদাদ ইবনে মা'দিকারিবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তুমি নিজে যে খাদ্য খাও, তা তোমার জন্য সাদাকা। তোমার সন্তানদেরকে যে খাবার খাওয়াও, তা তোমার জন্য সাদাকা। তোমার স্ত্রীকে যে খাবার খাওয়াও, তা তোমার জন্য সাদাকা। আর তোমার চাকরকে যে খাবার দিয়ে থাক, তাও তোমার জন্য সাদাকা। (আদাবুল মুফরাদ*)

শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির ওপর সাদাকা ওয়াজিব

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كُلُّ سُلاَمى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ . كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ . وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا- أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ - صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيْطُ الْاَذى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ » . (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২১০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলের জন্য একটি করে সাদাকা ওয়াজিব হয়। দু'জনের মাঝে ন্যায়বিচার করা একটি সাদাকা। কোন ব্যক্তিকে তার বাহনে চড়িয়ে দেয়া অথবা তার জিনিসপত্র বাহনে উঠিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা সাদাকা। উত্তম কথা বলা একটি

---

* আদাবুল মুফরাদঃ অনুচ্ছেদ (৪৩) যে ব্যক্তি তার স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের ভরণপোষণের ভার নেয়, তার মর্যাদা, হাদীস নং ৮০।

www.amarboi.org

সাদাকা। নামায আদায়ের জন্য মাসজিদে যাওয়ার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সাদাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাও একটি সাদাকা। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَرُّوْخَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِمِائَةِ مَفْصِلٍ . فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ ، وَحَمِدَ اللّٰهَ ، وَهَلَّلَ اللّٰهَ ، وَسَبَّحَ اللّٰهَ ، وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ، وَ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ ، أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثِمِائَةِ السُّلاَمٰى . فَاِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ». (روه مسلم)

২১১. আবদুল্লাহ ইবনে ফাররূখ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেকটি মানুষকে তিনশত ষাটটি জোড়ার সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও আসতাগফিরুল্লাহ বলে এবং মানুষের যাতায়াতের পথ থেকে পাথর, কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে ফেলে কিংবা সৎ কাজের হুকুম করে অথবা অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, এগুলো সংখ্যায় তিনশত ষাটটি হয়ে যায়। ফলে সে এভাবে দিনাতিপাত করে যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। (মুসলিম**)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ «يُصْبِحُ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১২৮) যে ব্যক্তি বাহনে আরোহন ইত্যাদিতে সাহায্য করে, হাদীস নং ২৯৮৯। মুসলিম, অধ্যায় (১২) যাকাত, অনুচ্ছেদ (১৬) সকল প্রকার ভাল কাজকে সাদাকা বলার বর্ণনা, হাদীস নং (১০০৯)-৫৬।

**মুসলিম, অধ্যায় (১২) যাকাত, অনুচ্ছেদ (১৬) সকল প্রকার ভাল কাজকে সাদাকা বলার বর্ণনা, হাদীস নং (১০০৭)-৫৪।

www.amarboi.org

عَلىٰ كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى». (رواه مسلم)

২১২. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সকলের শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির ওপর সাদাকা ওয়াজিব। সুতরাং প্রত্যেক বার সুবহানাল্লাহ্ বলা একটি সাদাকা। প্রত্যেক বার আলহামদু লিল্লাহ্ বলা একটি সাদাকা। প্রত্যেক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা একটি সাদাকা। প্রত্যেক বার আল্লাহু আকবার বলা একটি সাদাকা এবং সৎকাজের আদেশ করা একটি সাদাকা ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা একটি সাদাকা। এ সবের পরিবর্তে চাশতের দু'রাক'আত নামায আদায় করাই যথেষ্ট। (মুসলিম*)

নেক আমলের মাধ্যমে সাদাকা

• عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ ، قَالَ «اَوَلَيْسَ قَدْجَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُوْنَ؟ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَيَاْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ «اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ (১৩) চাশতের নামায মুস্তাহাব হওয়া, হাদীস নং (৭২০)-৮৪।

www.amarboi.org

عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ». (رواه مسلم)

২১৩. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনী লোকেরা সব সাওয়াব নিয়ে গেল। (তিনি বললেন ঃ কিভাবে? তারা বলল,) আমরা যেমন নামায আদায় করি, তেমনি তারাও নামায আদায় করে। আমরা যেমন রোযা রাখি, তেমনি তারাও রোযা রাখে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে সাদকা করে (যা আমরা করতে পারি না)। তিনি বল্লেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের জন্য কোন আমলের ব্যবস্থা করেননি, যা করলে তোমাদের সাদাকা করা হবে? প্রত্যেক বার সুবহানাল্লাহ বলা সাদাকা। প্রত্যেক বার আল্লাহু আকবার বলা সাদাকা। প্রত্যেক বার আলহামদু লিল্লাহ্ বলা সাদাকা। সৎকাজের আদেশ করা সাদাকা। অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা এবং তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করাও সাদাকা। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে যৌন চাহিদা পূরণ করলে তাতেও কি তার সাওয়াব হবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি ধারণা, সে যদি হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করত, তাহলে কি তার গুনাহ্ হত না? অনুরূপভাবে সে হালাল উপায়ে যৌন বাসনা মিটালে সে জন্য তার সাওয়াব হবে। (মুসলিম*)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (১২) যাকাত, অনুচ্ছেদ (১৬) সকল প্রকার ভাল কাজকে সাদাকা হিসাবে অভিহিত করার বর্ণনা, হাদীস নং (১০০৬)-৫৩।

www.amarboi.org

দশম অধ্যায়

পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি অনাসক্তি

আল্লাহর কাছে দুনিয়া খুবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ». (رواه الترمذى)

২১৪. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মশার একটি ডানার সমানও হত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। (তিরমিযী*)

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا اَخَا بَنِىْ فِهْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ ؟ ». رواه مسلم والترمذى واللفظ للترمذى

২১৫. কায়স ইবনে আবূ হাযিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বানু ফিহরের ভাই মুস্তাওরিদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার একটি আঙ্গুল সাগরে ডুবিয়ে তুলে আনল। এবার সে লক্ষ্য করুক, তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে। (অর্থাৎ আঙ্গুলে যতটুকু পানি লেগে থাকে তা সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন অতি সামান্য, তেমনি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনও অতি তুচ্ছ)। (মুসলিম ও তিরমিযী**)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্দ, অনুচ্ছেদ (১৩) আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্যহীনতা, হাদীস নং ২২৬২। ইবনু মাজাহ, যুহ্দ, অনুচ্ছেদ ৩।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৪) পৃথিবী ধ্বংস হওয়া, ও কিয়ামতের দিন মানুষের একত্র হওয়ার বর্ণনা, হাদীস নং (২৮৫৮)-৫৫। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্দ, অনুচ্ছেদ (১৫) দুনিয়া অভিশপ্ত, হাদীস নং ২২৬৫।

www.amarboi.org

بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ . فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهِ . ثُمَّ قَالَ « اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ » فَقَالُوْا : مَانُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْئٍ ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ « اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهُ لَكُمْ؟ » قَالُوْا : وَاللّٰهِ! لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيْهِ ، لِاَنَّهُ اَسَكُّ ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ « فَوَاللّٰهِ! لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ ». (رواه مسلم والترمذى واللفظ لمسلم)

২১৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে একদিন একটা বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ফেলে দেয়া একটি মরা কানকাটা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার কান ধরে (উঁচু করে) সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটাকে এক দিরহামের বিনিময়ে খরীদ করে নিতে রাযী আছে? তারা বললেন, এটাকে আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করতে রাযী নই। আর এটা আমাদের কি কাজেই বা লাগবে? তিনি পুনরায় বললেন ঃ এটাকে বিনামূল্যে নিতে রাযী আছো? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহর কসম! জীবিত থাকলেও কানকাটা হওয়ার কারণে এটি ত্রুটিপূর্ণ ছিলো। এমতাবস্থায় মৃতটাকে দিয়ে কি হবে? অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমাদের কাছে মৃত কানকাটা এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন আল্লাহর নিকট এ দুনিয়া তার চাইতেও বেশী নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন। (মুসলিম ও তিরমিযী*)

দুনিয়া অভিশপ্ত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « اَلا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ ، وَمَا وَالاَهُ ، وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ ». (رواه الترمذى)

২১৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা-কিছু আছে, সবই অভিশপ্ত। কিন্তু আল্লাহর যিকর ও অনুরূপ ইবাদত- বন্দেগী এবং আলেম ও

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫৩) যুহ্‌দ, হাদীস নং (২৯৫৭)-২। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (১৩) আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্যহীনতা, হাদীস নং ২২৫৩।

www.amarboi.org

ইলম অন্বেষণকারী ব্যতীত। (তিরমিযী*)

পার্থিব জীবন ছায়ার মত ক্ষণস্থায়ী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَصِيْرٍ ، فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَنْبِهِ ، فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوِاتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ « مَا لِىْ وَمَا لِلدُّنْيَا ؟ مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ».

(رواه الترمذى)

২১৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠার পর দেখা গেলো তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। (এটা দেখে) আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্য একটা নরম বিছানা (তোশক) বানিয়ে দিতাম! তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সংগে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে নিছক একজন পথচারীর ন্যায়, যে (চলার পথে) একটি গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নেয়, অতঃপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করে। (তিরমিযী**)

দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও কষ্ট-কঠোরতা পরকালীন জীবনের শান্তি ও শাস্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يُؤْتَى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ ، وَاللّٰهِ يَارَبِّ! وَيُؤْتَى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا، مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ اٰدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ، وَاللّٰهِ يَارِبِّ!

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (১৪) দুনিয়া অভিশপ্ত, হাদীস নং ২২৬৪। ইবনু মাজায়ও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (৪৪) পার্থিব জীবন ছায়ার ন্যায় ক্ষনস্থায়ী, হাদীস নং২৩১৮।

www.amarboi.org

مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلاَرَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ». (رواه مسلم)

২১৯. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলে? সে বলবে, হে আমার রব! আল্লাহর কসম করে বলছি, কখনো না। আর জান্নাতীদের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অভাব ও কষ্টের মধ্যে ছিল। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো কোন কষ্ট- কঠোরতা ভোগ করেছো? সে বলবে, আল্লাহর কসম! আমি কখনো কোন অভাব দেখিনি এবং কখনো কষ্ট-কঠোরতা ভোগ করিনি। (মুসলিম*)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনাড়ম্বর জীবন যাপন

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ قَالَ « مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَعَبْدًا وَلاَ اَمَةً وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ».

(رواه البخارى)

২২০. আমর ইবনে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চলার বাহন- একটা সাদা খচ্চর, তাঁর যুদ্ধের হাতিয়ার ও মুসাফিরদের জন্য (সাদাকা করা) একখন্ড জমি ছাড়া কোন রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, কোন দাস-দাসী ও কোন দ্রব্যসামগ্রী কিছুই রেখে যাননি। (বুখারী**)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ « مَا شَبِعَ الُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتّٰى قُبِضَ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫০) সিফাতুল মুনাফিকীন, অনুচ্ছেদ (১২) পৃথিবীতে সর্বাধিক নি'আমত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, হাদীস নং (২৮০৭)-৫৫

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৫) অসিয়তের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ (১) অসিয়তের বর্ণনা, হাদীস নং ২৭৩৯ মাগাযী হাদীস নং ৪১০৪।

www.amarboi.org

২২১. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আসার পর থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজন তৃপ্তি সহকারে একনাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি খাননি। আর এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ «اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوْحُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَيْنِ». (رواه البخارى)

২২২. আবূ বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাঃ) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একখানা ইযার নিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় এ দুখানা পোশাক তাঁর পরিধানে ছিল। (বুখারী**)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَقَدْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَافِىْ رَفِّىْ مِنْ شَيْئٍ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ ، اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِىْ ، فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২২৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় আমার তাকে সামান্য যব ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। অনেক দিন পর্যন্ত আমি তা থেকে খেতে থাকলাম। এরপর যখন আমি তা ওজন করলাম, তখন তা শেষ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম***)

দুনিয়া ভোগ বিলাসের জায়গা নয়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِىْ ، فَقَالَ «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৭০) আত'ইমা, অনুচ্ছেদ (২৩) নবী (সাঃ) ও তার সাহাবীগণ যা খেতেন, হাদীস নং ঃ ৫৪১৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫৩) যুহদ, হাদীস নং (২৯৭০)-২৪।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (১৯) চাদর ও কম্বল গায় দেয়া, হাদীস নং ৫৮১৮।

***বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (১৬) দারিদ্রতার মর্যাদা, হাদীস নং ঃ ৬৪৫১। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫৩) যুহদ, হাদীস নং (২৯৭৩)-২৭।

www.amarboi.org

سَبِيْلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ » فَقَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ : اِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَآءِ ، وَاِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، فَاِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ غَدًا ». (رواه البخارى والترمذى واللفظ للترمذى)

২২৪. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার শরীর স্পর্শ করে বললেন ঃ তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে চল যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথিক। আর তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। (মুজাহিদ বলেন,) আমাকে ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, তুমি সকাল বেলায় পদার্পণ করে বিকালে বিদ্যমান থাকবে বলে মনে করো না। আর বিকাল বেলায় পদার্পণ করে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে বলে মনে করো না। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও এবং মৃত্যু আসার পূর্বে হায়াতকে গনীমত মনে করো। কেননা, হে আবদুল্লাহ! তুমি জান না, আগামী কাল তোমাকে কোন নামে অভিহিত করা হবে। (বুখারী ও তিরমিযী*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ « مَاهٰذَا ؟ » فَقُلْنَا : قَدْ وَهٰى ، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ . قَالَ « مَا اَرَى ٱلاَمْرَ اِلاَّ اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ ». (رواه أبو داود والترمذى واللفظ للترمذى)

২২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমরা আমাদের একটা পুরাতন কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি করছো? আমরা বল্লাম, এ ঘরটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আমরা এটাকে মেরামত করছি। তিনি বললেন ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাপারটি (কিয়ামত) এর চাইতেও দ্রুত এসে যাবে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী**)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৩) রাসূলের বাণী ঃ মুসাফির বা পথিক হিসেবে দুনিয়ার জীবন যাপন করো, হাদীস নং ৬৪১৬। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ(২৫) দুনিয়াতে আশা আকাংখা কম করা, হাদীস নং ২২৭৫।

**আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় আদব, অনুচ্ছেদ (১৬৮) নির্মাণ সম্পর্কে, হাদীস নং ৫২৩৬। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (২৫) দুনিয়ার আশা আকাংখা কম করা, হাদীস নং ২২৭৭।

www.amarboi.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ اِنِّىْ لأُحِبُّكَ . فَقَالَ لَهُ «اُنْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ؟» قَالَ : وَاللّٰهِ! اِنِّىْ لأُحِبُّكَ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ «اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ». (رواه الترمذى)

২২৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাঁকে বললেন, ভেবে দেখ, তুমি কি বলছ? সে আবারও বলল, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। একথা সে তিন বার বলল। এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি যদি প্রকৃতপক্ষেই আমাকে ভালবাস, তাহলে দারিদ্র্য জীবন যাপন করার জন্য মোটা কাপড় তৈরী করে নাও। কেননা, ঢল যেমন তার গন্তব্যের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে যায়, আমাকে যে ভালবাসে তার দিকে দারিদ্র্য তার চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। (তিরমিযী*)

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ ، وَهُمْ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْاَعْرَابُ : هٰٓؤُلاَۤءِ مَجَانِيْنُ اَوْ مَجَانُوْنُ . فَاِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ اِلَيْهِمْ ، فَقَالَ «لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ، لاَحْبَبْتُمْ اَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً» قَالَ فُضَالَةُ : اَنَا يَوْمَئِذٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه الترمذى)

২২৭. ফুযালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (৩৬) দারিদ্রের ফযীলত, হাদীস নং ২২৯২।

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম যখন লোকদেরকে নিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার যন্ত্রণায় নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে পড়ে যেতেন। তাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার সদস্য। তাঁদের এ অবস্থা দেখে আরব বেদুইনরা বলত, এরা মনে হয় পাগল। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে ফিরে বসতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহর দরবারে তোমাদের কি মর্যাদা রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরো বেশী ক্ষুধার্ত ও আরো বেশী অভাবগ্রস্ত থাকতে পছন্দ করতে। ফুযালা (রাঃ) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। (তিরমিযী*)

ধন-সম্পদ ফিতনার কারণ

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَفِتْنَةُ اُمَّتِي الْمَالُ». (رواه الترمذى)

২২৮. কা'ব ইবনে ইয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একটা না একটা ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) ছিল। আমার উম্মাতের ফিতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। (তিরমিযী**)

দুনিয়ার লোভ লালসা ও নারীদের অসংযত চালচলন সার্বিক অনাচারের মূল কারণ

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ . فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». (رواه مسلم)

২২৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও চাকচিক্যময়। আল্লাহ তা'আলা তাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। কাজেই তোমরা কোন্ ধরনের কাজ কর তা তিনি দেখবেন। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার (লোভ-লালসা) থেকে দূরে থাক এবং নারীদের ফিতনা থেকেও বেঁচে থাক। কেননা, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্দ, অনুচ্ছেদ (৩৯) নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা, হাদীস নং ২৩১০।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্দ, অনুচ্ছেদ (২৬) এই উম্মাতের লোকেরা ধন-সম্পদের পরীক্ষায় নিপতিত হবে, হাদীস নং ২২৭৮।

www.amarboi.org

নারীদেরকে নিয়েই হয়েছিল। (মুসলিম*)

পাত্রী নির্বাচনে দীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ». (متفق عليه)

২৩০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। অর্থ-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ও দীনদারী। সুতরাং দীনদার নারীকে বিয়ে করে তুমি দাম্পত্য জীবনে সফলকাম হও। তোমার হস্তদ্বয় কল্যাণময় হোক। (বুখারী ও মুসলিম**)

জান্নাতবাসীদের অধিকাংশই হবে গরীব মুসলমান

عَنْ اُسَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ ، وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ ، غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَبِهِمْ اِلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ ، فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৩১. "উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি (মে'রাজের রাতে) জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, জান্নাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর লোক। আর ধনী লোকেরা আটক রয়েছে। জাহান্নামীদেরকে ইতোমধ্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করা হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, জাহান্নামে যারা প্রবেশ করছে, তাদের অধিকাংশই নারী। (বুখারী ও মসিলিম***)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকর ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (২৬) জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ হবে দরিদ্র এবং জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী, হাদীস নং (২৭৪২)-৯৯।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৬৭) নিকাহ, অনুচ্ছেদ (১৫) স্বামী-স্ত্রীর একই দীন ভুক্ত হওয়া, হাদীস নং ৫০৯০। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৭) দুধপান, অনুচ্ছেদ (১৫) দীনদার নারীকে বিয়ে করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (১৪৬৬)-৫৩।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫১) জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা , হাদীস নং ৬৫৪৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকর ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (২৬) জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ হবে দরিদ্র এবং জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী, হাদীস নং (২৭৩৬)-৯৩।

www.amarboi.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِىْ نَبِيًا مِنَ الاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ ، فَاَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَانَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ».

(متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৩২. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি নবীগণের মধ্য থেকে একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো। আর তিনি স্বীয় চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে মাফ করে দিন। কেননা, তারা (আমার সম্পের্কে) জানে না। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». (رواه البخارى)

২৩৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন। (বুখারী**)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَايُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلاَوَصَبٍ وَلاَهَمٍّ وَلاَحَزَنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَغَمٍّ - حَتّٰى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا - اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৩৪. আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের ক্লান্তি, রোগ-যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, নির্যাতন ও অস্থিরতা এমনকি, কাঁটা বিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত যে কোন বিপদই আসুক না কেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮৮) ইস্তিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, অনুচ্ছেদ (৫) হাদীস নং ৬৯২৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩২) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৩৭) উহুদ যুদ্ধ, হাদীস নং (১৭৯২)-১০৫।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৫) মারদা, অনুচ্ছেদ (১) রোগের কাফফারা, হাদীস নং ৫৬৪৫।

www.amarboi.org

দেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَمَالِهِ ، حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ». (رواه الترمذى)

২৩৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন নারী-পুরুষের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ওপর বিপদ-মুসীবত আসতেই থাকে যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় (মৃত্যুবরণ করে) এমন অবস্থায় যে, তার কোন গুনাহ্ থাকে না। (তিরমিযী**)

প্রকৃত বুদ্ধিমান কে

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ». (رواه الترمذى)

২৩৬. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে তার প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর দুর্বল ও নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির খামখেয়ালীর ওপর ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর (রহমতের) ওপর অহেতুক আশা পোষণ করে। (তিরমিযী***)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৫) মারদা, অনুচ্ছেদ (১) রোগের কাফ্ফারা, হাদীস নং ৫৬৪২। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বির্র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (১৪) মু'মিনের রোগ-যন্ত্রনা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি যা আপতিত হয় তার সাওয়াবের বর্ণনা, হাদীস নং (২৫৭৩)-৫২।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৫৮) বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা, হাদীস নং ২৩৪১।

***তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৭) সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৫) যে ব্যক্তি আত্মসমালোচনা করে, হাদীস নং ২৪০১।

www.amarboi.org

একাদশ অধ্যায়

সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করার গুরুত্ব

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَتَاهُ ، فَقَالَ : اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً وَاِنَّ اُمِّىْ تَأْمُرُنِىْ بِطَلاَقِهَا . قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوْ احْفَظْهُ» قَالَ : وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ : رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : اِنَّ اُمِّىْ ، وَرُبَّمَا قَالَ اَبِىْ. (رواه الترمذى)

২৩৭. আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতা (মাতা) হচ্ছে জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম দরজা। তুমি চাইলে এ দরজাটি ভেংগেও ফেলতে পার কিংবা এর সংরক্ষণও করতে পার। (বর্ণনাকারী বলেন,) সুফিয়ান কখনো বলেছেন, আমার মা, আবার কখনো বলেছেন, আমার পিতা। (তিরমিযী*)

ঈমান সহকারে আত্মীয়তা বজায় রাখলে জান্নাত লাভ

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَالَهُ ، مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَرَبٌ مَالَهُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ». (رواه البخارى)

২৩৮. আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২৭) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৩) পিতা-মাতার সন্তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযিলত, হাদীস নং ১৮৪৯।

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে) আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। লোকেরা বলল, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার একটি প্রয়োজন আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাকে) বললেন ঃ আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ। (বুখারী*)

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ ، حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ». (رواه الترمذى)

২৩৯. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে অনবরত উপদেশ দিতে থাকেন। এতে আমার ধারণা হচ্ছিল, অচিরেই হয়ত তাকে (প্রতিবেশীকে) উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : اِنَّ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِىْ « اِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَاَكْثِرْ مَاءَهُ ، ثُمَّ انْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَاَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ » . (رواه مسلم)

২৪০. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ তরকারি রান্না করার সময় পানি বেশী করে দিও। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নিয়ে তা থেকে তাদেরকে উত্তমভাবে কিছু দিবে। (মুসলিম***)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ ، فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ؟ قَالَ « اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا ». (رواه البخارى)

২৪১. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

* বুখারী, অধ্যায় ঃ (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (১০) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফযীলত, হাদীস নং ৫৯৮৩।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২৭) বিরর ওয়াস সিরাহ, অনুচ্ছেদ (২৮) প্রতিবেশীর হক, হাদীস নং ১৮৯৩।

***মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বিরর ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৪২) প্রতিবেশীর ব্যাপারে অছিয়ত করা ও প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করা, হাদীস নং (২৬২৫)- ১৪২/১৪৩।

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেব? জবাবে তিনি বললেন ঃ এদের যার ঘরের দরজা তোমার বেশী নিকটে (তাকে দেবে)। (বুখারী*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ . وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». (رواه الترمذى)

২৪২. আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম সাথী ঐ ব্যক্তি, যে তার সাথীর নিকট উত্তম । আর আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম । (তিরমিযী**)

ইয়াতীম ও নারীর হক নষ্ট করার পরিণতি

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍوالْخُزَاعِىْ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ : الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ». (رواه ابن ماجة)

২৪৩. আবূ শুরাইহ খুওয়ালিদ ইবনে 'আমর আল খুযায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! ইয়াতীম ও নারী- এই দুই দুর্বল শ্রেণীর হক যে ব্যক্তি নষ্ট করবে, আমি তার জন্য পাপ ও তিরস্কার অবধারিত করে দিলাম। (ইবনু মাজাহ***)

মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের দাবী

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْعَدَوِىِّ قَالَ : سَمِعَتْ اُذْنَاىَ وَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» قِيْلَ وَمَا

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৩২) দরজার নৈকট্যানুযায়ী প্রতিবেশীর হক, হাদীস নং ৬০২০।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২৭) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (২৮) প্রতিবেশীর হক, হাদীস নং ১৮৯৪।

***ইবনু মাজাহ ঃ অধ্যায় - আদাব, অনুচ্ছেদ (৬), হাদীস নং ১।

www.amarboi.org

جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَآءَ ذٰلِكَ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ». (رواه البخاري)

২৪৪. আবূ শুরাইহ্ আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'কানে শুনেছি এবং দু'চোখে দেখেছি, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন হক আদায় করে মেহমানের আপ্যায়ন করে ও তাকে সম্মান করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হক আদায় বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন ঃ একদিন একরাত (তার পূর্ণ সমাদর ও যত্ন করা)। মেহমানদারীর সীমা হল তিন দিন। এর চেয়ে বেশী সময় মেহমানদারী করলে তা হবে তার জন্য দান-সাদাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে। (বুখারী*)

নেককার লোকের সাহচর্য গ্রহণ করার গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ . فَحَامِلُ الْمِسْكِ ، اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ ، وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً . وَنَافِخُ الْكِيْرِ ، اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً ». (متفق عليه واللفظ للبخاري)

২৪৫. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল এমন দুই ব্যক্তির মতো, যাদের একজন কস্তুরী ব্যবসায়ী, অপরজন হাপর চালনাকারী (কামারের কয়লার চুলায় ফুঁক দানকারী)। কস্তুরী ব্যবসায়ী- হয় তোমাকে বিনা মূল্যে কিছু কস্তুরী দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে খরীদ করবে অথবা তুমি অন্তত তার নিকট থেকে কস্তুরীর সুবাস লাভ

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৩১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, হাদীস নং ৬০১৯।

www.amarboi.org

করবে। অপরদিকে হাপর চালনাকারী হয়ত তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, অন্যথায় তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ পেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ». (رواه الترمذى)

২৪৬. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার মর্যাদার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালোবাসে তাদের জন্য (কিয়ামতের দিন) থাকবে নূরের মিম্বার। তাদেরকে দেখে নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত ঈর্ষা করবে। (তিরমিযী**)

যে যাকে ভালোবাসে তার সাথেই তার হাশর

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ جَاۤءَ رَجُلٌ اِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি (নেককার) কোন কাওমকে ভালোবাসে কিন্তু নেক আমলের দিক দিয়ে তাদের সাথে মিলতে (তাদের সমকক্ষ হতে) পারছে না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে যাকে ভালোবাসে সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম***)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৭২) যবায়েহ, অনুচ্ছেদ (৩১) মিশক আম্বরের বর্ণনা, হাদীস নং ৫৫৩৪। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫৪) বির্‌র ওয়াস সিলাহ,, অনুচ্ছেদ (৪৫) সৎলোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (২৬২৮)-১৪৬।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্‌দ, অনুচ্ছেদ (৫৪) আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, হাদীস নং ২৩৩১।

***বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৯৬) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আলামত, হাদীস নং ৬১৬৯। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৫০) যে যাকে ভালোবাসে হাশরে সে তার সাথে থাকবে, হাদীস নং (২৬৪০)-১৬৫।

www.amarboi.org

আল্লাহর ওয়াস্তে দীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى . فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا اَتٰى عَلَيْهِ قَالَ :اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ : اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ : لاَ ، غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ . قَالَ : فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ ، بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ». (رواه مسلم)

২৪৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার একজন (দীনি) ভাই-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য যায়। তার যাওয়ার পথে আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিলেন। লোকটি যখন ফিরিশতার নিকট এলো তখন ফিরিশতা বলল, কোথায় যাচ্ছ? লোকটি বলল, এ গ্রামে আমার একজন (দীনি) ভাই থাকে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য যাচ্ছি। ফিরিশতা বলল, তার নিকট কি তোমার কোন মূল্যবান বস্তু রয়েছে, যা দেখা-শুনা করতে যাচ্ছ? লোকটি বলল, না। বরং আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। ফিরিশতা বলল, আমি আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে তোমার নিকট এসেছি, এ কথা জানাবার জন্য যে, তুমি যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লোকটিকে ভালোবাস, তেমনি আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসেন। (মুসলিম*)

কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ : اِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ ، اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ فَاجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বিরর ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (১২) আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার ফযীলত, হাদীস নং (২৫৬৭)-৩৮।

www.amarboi.org

خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ». (متفق عليه واللفظ للترمذى)

২৪৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) অথবা আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। (তারা হল) (১) ন্যায়বিচারক বাদশাহ। (২) ঐ যুবক, যার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে। (৩) ঐ নামাযী ব্যক্তি যে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলেও তার অন্তর মাসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, ফলে সে পুনরায় মাসজিদে ফিরে আসে। (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যাদের ভালোবাসা ও বিচ্ছেদ নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। (৫) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দেয়। (৬) ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন উচ্চ বংশের সুন্দরী রূপসী নারী (ব্যভিচারের) আহবান জানালে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'- এই বলে সে তার আহবান প্রত্যাখ্যান করে। (৭) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, ডান হাতে সে কি দান করেছে তার বাম হাত তা জানে না। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী*)

সালাম পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا ، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا. اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ - اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ». (رواه مسلم)

২৫০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হও। আর তোমরা পুরোপুরি মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমি কি তোমাদেরকে

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৫৪) আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, হাদীস নং ২৩৩২। বুখারী ও মুসলিমেও এ হাদীসটি কিছু শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

এমন একটি কাজের কথা বাতলে দেব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (তা হল,) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করো। (মুসলিম*)

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও ঘৃণা পোষণ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادٰی جِبْرِیْلَ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهُ فَیُحِبُّهُ جِبْرِیْلُ ، فَیُنَادِیْ جِبْرِیْلُ فِیْ اَهْلِ السَّمَآءِ : اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ ، فَیُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَآءِ . ثُمَّ یُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِی اَهْلِ الْاَرْضِ». (متفق علیه واللفظ للبخاری)

وزاد مسلم «اِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِیْلَ فَیَقُوْلُ : اِنِّیْ اُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ . قَالَ : فَیُبْغِضُهُ جِبْرِیْلُ ، ثُمَّ یُنَادِیْ فِیْ اَهْلِ السَّمَآءِ : اِنَّ اللّٰهَ یُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوْهُ ، قَالَ : فَیُبْغِضُوْنَهُ ، ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَآءُ فِی الْاَرْضِ».

২৫১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন ঃ আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিবরাঈলও তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানের অধিবাসীদের (ফিরিশতাগণের) মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। ফলে আসমানের অধিবাসীগণ তাকে ভালোবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীর লোকদের মধ্যে তাকে বরণীয় করে রাখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম**)

মুসলিমে আরো এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, কাজেই তুমিও

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (২২) মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, হাদীস নং (৫৪)-৯৩।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৪১) ভালোবাসা আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে হয়, হাদীস নং ৬০৪০। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫৪) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৪৮) আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, হাদীস নং (২৬৩৭)-১৫৭।

www.amarboi.org

তাকে ঘৃণা করো। তখন জিবরাঈলও তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। অতঃপর আসমানের অধিবাসীগণকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তখন তারাও তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতঃপর দুনিয়াতে (লোকদের মধ্যে) তার প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহ্ ও মানুষের ভালোবাসা লাভের উপায়

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيْ قَالَ : اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِيَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ . وَازْهَدْ فِيْمَا فِيْ اَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّوْكَ». (رواه ابن ماجه)

২৫২. সাহ্ল ইবনে সা'দ আস্সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বাতলে দিন, যে আমল করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ দুনিয়াবিমুখ হও। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা কিছু আছে, তার প্রতি লোভ করো না। তাহলে মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে। (ইব্নু মাজাহ*)

মানুষের প্রতি দয়া করা

عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَايَرْحَمِ النَّاسَ لَايَرْحَمْهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

২৫৩. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লাও তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী ও মুসলিম**)

*ইব্নু মাজাহ ঃ অধ্যায় - যুহ্দ, অনুচ্ছেদ (১), দুনিয়া বিমুখ হওয়া, হাদীস নং ৩।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৯৭) তাওহীদ, অনুচ্ছেদ (২) আল্লাহর বাণী, তুমি তাদের কে বল, আল্লাহ বলে ডাকো..., হাদীস নং ৭৩৭৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৩) ফাযাইল, অনুচ্ছেদ (১৫) শিশু ও পরিবারবর্গের প্রতি মুহাম্মদ (সা:) -এর দয়া, হাদীস নং (২৩১৯)-৬৬।

www.amarboi.org

মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُهُ . وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ . وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সে তার ভাই- এর প্রতি যুলুম করতে পারে না এবং তাকে দুশমনের হাতে ছেড়েও দিতে পারে না। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাই-এর প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন দুশ্চিন্তা দূর করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার কোন কষ্ট ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ عَادَ مَرِيْضًا ، اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِى اللّٰهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ اَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً ». (رواه الترمذى)

২৫৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন রোগীকে দেখতে যায় অথবা তার কোন (মুসলমান ভাই বা নিজের) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, তাকে একজন ঘোষণাকারী (ফিরিশতা) ডেকে বলতে থাকে,

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৪৬) মাযালিম, অনুচ্ছেদ (৩) এক মুসলমান অপর মুসলমানের ওপর যুলুম করবে না, হাদীস নং ২৪৪২। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বিরর ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (১৫) যুলুম করা হারাম, হাদীস নং (২৫৬০)-৫৮।

www.amarboi.org

তুমি সুখী হও, তোমার যাত্রা শুভ হোক, তুমি জান্নাতে একটি প্রাসাদ লাভ করেছো। (তিরমিযী*)

মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ». (رواه الترمذى)

২৫৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব জীবনের বিপদ-মুসীবত থেকে একটি বিপদও দূর করে, আল্লাহ তা'আলা তার পরকালের বিপদ-মুসীবত থেকে কোন একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে কোন অভাবীর অভাব দূর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন বিষয়সমূহকে সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহর কোন বান্দা যতক্ষণ তার কোন ভাই- এর সাহায্যে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তার সাহায্যে রত থাকেন। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ ، رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

(رواه الترمذى)

২৫৭. আবূদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-ইয্যতের ওপর আঘাত প্রতিহত করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা থেকে জাহান্নামের

*তিরমিয ঃ অধ্যায় (২৭) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৬৩) ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, হাদীস নং ১৯৫৭।
**তিরমিযীঃ অধ্যায় (২৭) বিরর ওয়াস সিলাহ, অনু (১৯) মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, হাদীস নং ১৮৮০।

www.amarboi.org

আগুনকে দূরে সরিয়ে দেবেন। (তিরমিযী*)

সবল ও দুর্বল সকলের জন্যে পক্ষপাতহীনভাবে দন্ডবিধি

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِىْ سَرَقَتْ ، قَالُوْا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ «اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ «يَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ ، وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৫৮. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মাখযূম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করলে তার প্রতি দন্ডবিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে কুরাইশগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তারা নিজেরা বলাবলি করল, কে (তার দন্ডবিধি মওকুফের ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সুপারিশ করতে পারে? তারা স্থির করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদ ব্যতীত আর কারো এ হিম্মত নেই। উসামা বিন যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (বিষয়টি নিয়ে) আলোচনা করলেন। (তাঁর কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করার বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে চাও ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ বিপথগামী (ধ্বংস) হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন অসহায় ও দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তারা তার

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (২৭) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (২০) কোন মুসলমানের ওপর আগত আক্রমন প্রতিহত করা, হাদীস নং ১৮৮১।

www.amarboi.org

ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তার হাত কেটে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

উপকারীর উপকার স্বীকার করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ اِسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ . وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ . وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ . وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ . فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْا بِهِ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ ». (رواه أبو داود والنسائى)

২৫৯. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায়, তাকে কিছু দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়, তোমরা তার দাওয়াতে সাড়া দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের কোন কল্যাণ করল, তোমরা তার প্রতিদান দাও। তার প্রতিদান দেয়ার মত তোমাদের কিছু না থাকলে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দু'আ করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিশ্চিত না হতে পার যে, তার প্রতিদান পূর্ণ হয়েছে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী**)

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮৬) হুদূদ, অনুচ্ছেদ (১২) প্রশাসকের নিকট পৌঁছার পর দন্ড বিধিতে সুপারিশ করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং ৬৭৮৮। মুসলিমঃ অধ্যায় (২৯) হুদূদ, অনুচ্ছেদ (২) দন্ডবিধিতে সুপারিশ করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং (১৬৮৮)-৮।

**আবূ দাউদঃ অধ্যায় (৩) যাকাত, অনুচ্ছেদ (৩৮) যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চায় তাকে দান করা, হাদীস নং ১৬৭২।

www.amarboi.org

দ্বাদশ অধ্যায়

শিষ্টাচার

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». (رواه ابوداود)

২৬০. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মু'মিন ব্যক্তি তাঁর উত্তম চরিত্রগুণে সেই সব আবেদ লোকের মর্যাদা লাভ করতে পারে, যারা দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত জেগে ইবাদত করে। (আবূ দাউদ*)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا ، وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». (رواه مسلم)

২৬১. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ ছোটখাটো ভাল কাজকেও কখনো অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সংগে হাসিমুখে সাক্ষাতের (ন্যায় সামান্য হয়)। (মুসলিম**)

রাগ দমন করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَوْصِنِىْ ، قَالَ « لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا . قَالَ « لاَتَغْضَبْ». (رواه البخارى)

২৬২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, আপনি আমাকে

---

*আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ উত্তম চরিত্রের বর্ণনা, হাদীস নং ৪৭৯৮।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৪৩) সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে কথা বলা মুস্তাহাব, হাদীস নং (২৬২৬)-১৪৪। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

উপদেশ দিন। তিনি বল্লেন ঃ রাগ করো না। (লোকটি এটাকে যথেষ্ট মনে না করে) বারবার বলতে লাগল, (আমাকে উপদেশ দিন)। তিনি প্রত্যেক বারই বললেন ঃ রাগ করো না। (বুখারী*)

খানা খাওয়ার আদব

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ «اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الاَذٰى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ . قَالَ : فَاِنَّكُمْ لاَتَدْرُوْنَ فِىْ اَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». (رواه مسلم)

২৬৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খাবার খেতেন, তখন তিন আংগুল চেটে খেতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাবারের লোকমা যদি নীচে পড়ে যায়, তাহলে সে যেন ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর তিনি পাত্র ভাল করে মুছে খাওয়ার হুকুম করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ কোন্ খাবারের মধ্যে বরকত রয়েছে, তা তোমরা জান না। (মুসলিম**)

পানি পান করার আদব

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَتَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ ، وَلٰكِنْ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلاَثَ ، وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ ، وَاحْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ». (رواه الترمذى)

২৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উটের মত এক চুমুকে পানি পান করো না। বরং দুই-তিন বার (শ্বাস নিয়ে) পান কর। আর যখন পানি পান করা শুরু

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৭৬) ক্রোধ থেকে বিরত থাকা, হাদীস নং ৬১১৬।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৬) আশরিবা, অনুচ্ছেদ (১৮) পেয়ালা ও আঙ্গুল চেটে খাওয়া মুস্তাহাব, হাদীস নং (২০৩৪)-১৩৬।

www.amarboi.org

করবে, তখন বিসমিল্লাহ্ বলবে এবং যখন পান করা শেষ করবে, তখন আলহামদু লিল্লাহ্ বলবে। (তিরমিযী*)

পানাহার কালে আল্লাহ্র প্রশংসা করা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَأْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ». (رواه مسلم)

২৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বান্দার ওপর খুশী হন, যে এক লোকমা খাবার গ্রহণ করে আলহামদু লিল্লাহ বলে (আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে) এবং এক ঢোক পানি পান করে আলহামদু লিল্লাহ বলে (আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে)। (মুসলিম**)

ভূরিভোজন নিন্দনীয়

عَنْ مِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «مَا مَلَأَ اٰدَمِىٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَاِنْ كَانَ لَامَحَالَةَ : فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ». (رواه الترمذى)

২৬৬. মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ পেট ভর্তি করার চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না (অর্থাৎ পেট ভর্তি করে খাওয়া নিকৃষ্টতম কাজ)। মানুষের মেরুদন্ড সোজা রাখার জন্য (অর্থাৎ শরীরে শক্তি অটুট রাখার জন্য) কয়েক লোকমা খাওয়া-ই যথেষ্ট। আরো বেশী যদি খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে পেটকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাদ্যের জন্য, এক ভাগ পানীয়ের জন্য এবং এক ভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে। (তিরমিযী***)

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (২৬) আশরিবা, অনুচ্ছেদ (১৩) পানপত্র থেকে পান করার সময় শ্বাস নেয়া, হাদীস নং ১৮৩৪। হাদীসটি দূর্বল।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকর ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (২৪) পানাহারের পর আল-হামদু লিল্লাহ বলা মুস্তাহাব, হাদীস নং (২৭৩৪)-৮৯।

***তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৬) যুহ্দ, অনু: (৪৭) অতি ভোজন ন্দিনীয়, হাদীস নং ২৩২১।

www.amarboi.org

মৃত্যু কামনা না করা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ ، فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ ، وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৬৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ বিপদ-মুসীবতে পড়ে দুঃখ-কষ্টের কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। সে যদি একান্তই কিছু বলতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন এরূপ দু'আ করে, হে আল্লাহ! যতোদিন আমার হায়াত আমার জন্য কল্যাণকর হয় ততোদিন আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন। (বুখারী ও মুসলিম*)

বেচাকেনা ও লেনদেনে নরম নীতি অবলম্বন

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ ، فَقَالَ «دَعُوْهُ ، فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ، وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ» وَقَالُوْا : لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ . قَالَ «اِشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ . فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৬৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঋণ পরিশোধ করার জন্য কঠোরভাবে তাগাদা দিচ্ছিল। এতে সাহাবীগণ তাকে মারতে উদ্যত হলে তিনি বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারের বলার অধিকার আছে। বরং (তার উটের সমবয়সী) একটা উট তাকে কিনে দাও। সাহাবীগণ বললেন, তার উটের চেয়ে বয়সে বড় ও ভাল উট ছাড়া আর উট পাচ্ছি না। উত্তরে তিনি বললেন ঃ তাকে সেটাই কিনে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তম পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ করে। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৫) মারদা, অনুচ্ছেদ (১৯) রোগীর মৃত্যু কামনা করা, হাদীস নং ৫৬৭১। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিক্‌র ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (৪) মৃত্যু কামনা করা মাকরূহ। হাদীস নং (২৬৮০)-১০।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৪৩) ইসতিকরায, অনুচ্ছেদ (৪) উট ধার নেয়া, হাদীস নং ২৩৯০। মুসলিম ঃ অধ্যায় (২২)

www.amarboi.org

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَاِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَجَاوَزُوْا عَنْهُ ، لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৬৯. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন ঃ এক ব্যবসায়ী লোকদের সাথে লেনদেন করত। সে কাউকে অসচ্ছল দেখলে নিজের লোকদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও। আশা করা যায় যে, (এজন্য কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। (মৃত্যুর পর) আল্লাহ্ তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «أُتِيَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ ، أَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً . فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ : وَلاَيَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا . قَالَ : يَارَبِّ! أَتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ. فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ . فَقَالَ اللّٰهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهٰذَا مِنْكَ . تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ» فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ : هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رواه مسلم)

২৭০. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হয়েছে, যাকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মাল-সম্পদ দান করেছেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি দুনিয়াতে কি আমল করেছো? বর্ণনাকারী বলেন, বান্দা আল্লাহর নিকট থেকে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না বিধায় সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার (ভান্ডার)

মুসাকাত, অনুচ্ছেদ (২২) কোন জিনিস ধার নিয়ে তার চেয়ে উত্তম জিনিস পরিশোধ করা, হাদীস নং (১৬০১)-১২০।
*বুখারী ঃ অধ্যায় (৩৪) বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদ (১৮) যে ব্যক্তি অভাবীকে অবকাশ দেয়, হাদীস নং ২০৭৮। মুসলিম ঃ অধ্যায় (২২) মুসাকাত, অনুচ্ছেদ (৬) অভাবীকে অবকাশ দেয়ার ফযীলত, হাদীস নং (১৫৬২)-৩১।

www.amarboi.org

থেকে আমাকে যে সম্পদ দান করেছেন, লোকদের সাথে তা আমি লেনদেন করতাম। মাফ করে দেয়া ছিল আমার স্বভাব। ধনীদের সাথে আমি কোমল ব্যবহার করতাম এবং অভাবগ্রস্তদরকে সময় দিতাম। (একথা শুনে) আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমি তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করার বেশী হকদার। (তিনি ফিরিশতাগণের প্রতি নির্দেশ দিলেন) আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। উকবা ইবনে আমির জুহানী ও আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে আমরাও এরূপ শুনেছি। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَهُ ، اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ ، يَوْمَ لَاظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ». (رواه الترمذى)

২৭১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অভাবী ঋণগ্রস্ত লোককে (ঋণ পরিশোধ করার) সময় বাড়িয়ে দেয় অথবা ঋণ কিছু কমিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন- যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাকে স্বীয় আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। (তিরমিযী**)

পরিশ্রম করে উপার্জন করা মহানবীর সুন্নাত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَابَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا الاَّ رَعَى الْغَنَمَ » فَقَالَ اَصْحَابُهُ : وَاَنْتَ؟ فَقَالَ «نَعَمْ ، كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ». (رواه البخارى)

২৭২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন, সবাই ছাগল-ভেড়া চরিয়েছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরিয়েছিলাম। (বুখারী***)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (২২) মুসাকাত, অনুচ্ছেদ (৬) অভাবীকে অবকাশ দেয়ার ফযিলত, হাদীস নং (১৫৬০)-২৯।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (১৪) বেচা-কেনা, অনুচ্ছেদ (৬৫) অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় দেয়া এবং তার সাথে নম্র ব্যবহার করা, হাদীস নং ১২৪৪।

***বুখারী ঃ অধ্যায় (৩৭) ইজারা, অনুচ্ছেদ (২) কয়েক কিরাতের বিনিময়ে ছাগল- ভেড়া চরান, হাদীস নং ২২৬২।

www.amarboi.org

বাজার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا . وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا». (رواه مسلم)

২৭৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইবনে মেহরান আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহরের মধ্যে মাসজিদসমূহ-ই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় জায়গা এবং বাজারসমূহ হচ্ছে শহরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতম জায়গা। (মুসলিম*)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لَاتَكُوْنَنَّ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ ، وَلَا اٰخِرَ مَنْ يَّخْرُجُ مِنْهَا . فَاِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ . وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . (رواه مسلم)

২৭৪. সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতটা সম্ভব তুমি বাজারে প্রথম প্রবেশকারী হয়ো না এবং বাজার থেকে প্রস্থানকারীদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিও হয়ো না। কেননা, বাজার হলো শয়তানের আড্ডাখানা। সেখানেই সে তার ঝান্ডা উত্তোলন করে রাখে। (মুসলিম**)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيَنِىْ اَخِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ،

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (৫২) ফজর নামাযের পর জায়নামাযে বসার ফযীলত, হাদীস নং (৬৭১)-১০০।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৪) সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ (১৬) উম্মে সালামা (রাঃ)-এর মর্যাদা, হাদীস নং (২৪৫১)-১০০।

www.amarboi.org

كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ . وَمَحٰى عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ

. وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ ». (رواه الترمذى)

وفى رواية له « كَتَبَ اللّٰهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ . وَمَحٰى عَنْهُ

اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ . وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ »

২৭৫. মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় আসলে আমার ভাই সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদার সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এই দু'আ পড়ে- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্‌ঈ ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুন লা-ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইইন কাদীর (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং সকল প্রশংসাও তাঁরই জন্য। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব। কখনো তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁরই হাতে সব কল্যাণ। তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য এক লক্ষ নেকী লিখেন, তার এক লক্ষ গুনাহ মাফ করে দেন এবং এক লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (তিরমিযী*)

তিরমিযীর অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখেন, এক লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করেন।

জিহ্বার হেফাযত করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ

لِيَصْمُتْ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

২৭৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৩৬) বাজারে প্রবেশ কালে পড়ার দু'আ, হাদীস নং ৩৩৬২।

**বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৩) জিহ্বার হেফাজত করা ... হাদীস নং ৬৪৭৫। মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (১৯) প্রতিবেশী ও মেহমানের সমাদর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, হাদীস নং (৪৭)৭৪।

www.amarboi.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ». (رواه البخارى)

২৭৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে। (বুখারী*)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». (رواه البخارى)

২৭৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝখানের জিনিসের (কথার) ও দুই পায়ের মাঝখানের জিনিসের (লজ্জাস্থানের) নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হবো। (বুখারী**)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَايَتَبَيَّنُ فِيْهَا ، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ اَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ». (رواه البخارى)

২৭৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ (আল্লাহর) কোন বান্দা ভাল-মন্দ বিচার না করে এমন কোন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে পদস্খলিত হয়ে জাহান্নামের এতদূর গভীরে চলে যায়, যা পূর্ব (ও পশ্চিম) প্রান্তের দূরত্বের সমান। (বুখারী***)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! حَدِّثْنِيْ بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ . قَالَ «قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ»

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৬) গুনাহ থেকে বিরত থাকার বর্ণনা, হাদীস নং ৬৪৮৪।

**বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৩) জিহ্বার হেফাযত করা, হাদীস নং ৬৪৭৪।

***বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৩) জিহ্বার হেফাযত করা, হাদীস নং ৬৪৭৭।

www.amarboi.org

قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ « هٰذَا ». (رواه الترمذى)

২৮০. সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ আস-সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কথা বলে দিন, যা আমি সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি। তিনি বলেন, বল, আল্লাহই আমার রব, অতঃপর এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমি (আবার) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ বস্তুকে আপনি আমার জন্য সবচাইতে ভয়ের কারণ বলে মনে করেন? তিনি স্বীয় জিহবা স্পর্শ করে বললেন ঃ এটি। (তিরমিযী*)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَاتُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ . فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ . وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ اَلْقَلْبُ الْقَاسِي ». (رواه الترمذى)

২৮১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর যিকর ব্যতীত অধিক কথাবার্তা বলো না। কেননা, আল্লাহর যিকর ব্যতীত অধিক কথাবার্তা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ্ থেকে সর্বাধিক দূরে থাকে। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». (رواه الترمذى)

২৮২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহবা বা কথাবার্তার) অনিষ্ট এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাঙ্গের) অনিষ্ট থেকে হেফাযত করেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী***)

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৬১) জিহ্বা সংযত রাখা, হাদীস নং ২৩৫২।

**তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৬২) আল্লাহর যিকরবিহীন কথায় অন্তর কঠোর হয়ে যায়, হাদীস নং ২৩৫৩।

***তরমিযীঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৬১) জিহ্বা সংযত রাখা, হাদীস নং ২৩৫১।

www.amarboi.org

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ ، لَا لَهُ ، الَّا اَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ اَوْذِكْرُ اللّٰهِ». (رواه الترمذى)

২৮৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী উম্মে হাবীবা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সৎকাজের আদেশ, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ এবং আল্লাহর যিকর ছাড়া আর কোন কথাই বনী আদমের জন্য উপকারী নয়- অপকারী। (তিরমিযী*)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ «اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ». (رواه التَرمذى)

২৮৪. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নাজাত পাওয়ার উপায় কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার কথাবার্তা সংযত রাখ, তোমার ঘরকে প্রশস্ত কর[১] এবং তোমার কৃত অপরাধের জন্য (আল্লাহর দরবারে) কান্নাকাটি কর। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَفَعَهُ قَالَ «اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ، فَتَقُوْلُ : اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا ، فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ، فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وَاِنْ اَعْوَجَجْتَ اَعْوَجَجْنَا». (رواه الترمذى)

২৮৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সকাল বেলা যখন মানুষ ঘুম থেকে উঠে, তখন তার দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে অনুনয়-বিনয় করে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সঠিক পথে থাক, তাহলে আমরাও সঠিক পথে থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা

১। ঘরকে প্রশস্ত করার অর্থ হল, মেহমানের মেহমানদারী করা।

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৬৩) উপকারী কথাই লাভজনক, হাদীস নং ২৩৫৪।

**তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৬১) জিহ্বা সংযত রাখা, হাদীস নং ২৩৪৮।

www.amarboi.org

পথে চল, তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য। (তিরমিযী*)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ ، فَاَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ . فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ . قَالَ «لَقَدْ سَأَلْتَنِيْ عَنْ عَظِيْمٍ ، وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ . ثُمَّ قَالَ : اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ ، اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَآءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ». قَالَ : ثُمَّ تَلاَ (تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتّٰى بَلَغَ (يَعْمَلُوْنَ) ثُمَّ قَالَ «اَلاَ اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ كُلِّهٖ ، وَعَمُوْدِهٖ ، وَذَرْوَةِ سَنَامِهٖ» قُلْتُ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ «رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ ، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ . ثُمَّ قَالَ : اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ؟ قُلْتُ : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ وَقَالَ «كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا» قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ! وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ؟ فَقَالَ «ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَامُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ ، اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ؟ ». (رواه الترمذى)

২৮৬. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। একদিন চলার পথে আমি তাঁর

---

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৬) যুহদ, অনুচ্ছেদ (৬১) জিহ্বা সংযত রাখা, হাদীস নং ২৩৪৯।

www.amarboi.org

নিকটবর্তী হলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এ বিষয়টা তার জন্য খুবই সহজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহর বন্দেগী করতে থাক। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? (অবশ্যই করব) তা হল, রোযা ঢাল স্বরূপ। দান সাদাকাহ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং ব্যক্তির মধ্যরাতের নামাযও গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

"তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সব নে'আমত সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, তা কোন প্রাণীই জানে না।" (সূরা আস্‌সাজদাহ ঃ ১৬-১৭)

তিনি পুনরায় বলেন ঃ আমি কি তোমাকে সকল কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ চূড়ার কথা বলব না? আমি বললাম, হাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ সকল কাজের মূল হল ইসলাম, স্তম্ভ হল নামায এবং সর্বোচ্চ চূড়া হল, জিহাদ। তিনি আবার বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এসব কিছুর কান্ডমূল সম্পর্কে জানাব না? আমি বললাম. হাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তাঁর জিহবা ধরে বললেন ঃ এটা সংযত রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা স্বাভাবিকভাবে যে সব কথাবার্তা বলে থাকি, তার জন্যও কি পাকড়াও হবো? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার মা শোকাতুর হোক, হে মু'আয! একমাত্র জিহবা দ্বারা উপার্জিত জিনিসের কারণেই মানুষকে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী*)

যাচাই করা ব্যতীত কোন কথা বর্ণনা না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪০) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৮) নামাযের মাহাত্ম্য, হাদীস নং ২৫৫৪।

www.amarboi.org

«كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». (رواه مسلم)

২৮৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে। (মুসলিম*)

নারী ও পুরুষের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ –

"হে নবী! আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।" (সূরা আন-নূর ঃ ৩০)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

"এবং মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।" (সূরা আন্-নূর ঃ ৩১)

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً–

"নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ –

"চোখের চুরি ও অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।" (সূরা আল মু'মিন ঃ ১৯)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ . فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ ، نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. فَقَالَ «فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ». قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْاَذٰى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ». (متفق عليه)

*মুসলিমঃ মুকাদ্দামা, হাদীস নং ৫।

www.amarboi.org

২৮৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। (কথাবার্তা বলতে হলে) রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। তিনি বল্লেন ঃ রাস্তায় বসা যদি তোমাদের একান্তই জরুরী হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ বল্লেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার আবার কি হক? তিনি বল্লেন ঃ (রাস্তার হক হল,) দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ . وَلاَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ . وَلاَيُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . وَلاَتُفْضِى الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ». (رواه مسلم والترمذى واللفظ للترمذى)

২৮৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ অপর কোন পুরুষের সতরের[১] দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। এক পুরুষ অপর কোন পুরুষের সাথে বিবস্ত্র অবস্থায় একত্রে একই কাপড়ের মধ্যে ঘুমাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সাথে বিবস্ত্র অবস্থায় একত্রে একই কাপড়ের মধ্যে ঘুমাবে না।" (মুসলিম ও তিরমিযী**)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ قَالَتْ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ

১। পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর সতর দু'হাতের তালু, দু'পায়ের পাতা ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর। তবে নারীর নিকট নারীর সতর পুরুষের নিকট পুরুষের সতরের ন্যায়।

*বুখারীঃ অধ্যায় (৭৯) ইস্তিযান, অনুচ্ছেদ (২) আল্লাহ তা'আলার বণী: হে ঈমানদারগণ ...., হাদীস নং ৬২২৯। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৩২) রাস্তায় বসা নিষেধ, হাদীস নং (২১২১)-১১৪।

**মুসলিমঃ অধ্যায়)৩) হায়েয, অনুচ্ছেদ (১৭) গোপন অঙ্গের দিকে তাকানো হারাম, হাদীস নং (৩৩৮)-৭৪। তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৩) আদাব, অনুচ্ছেদ (৩৮) পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে-নারীতে উলঙ্গ অবস্থায় গায়ে গা লাগানো মাকরুহ, হাদীস নং ২৭৩০।

www.amarboi.org

مَكْتُوْمٍ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِحْتَجِبَا مِنْهُ » فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا ، وَلَايَعْرِفُنَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا ، اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ ». (رواه الترمذى)

২৯০. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি ও মাইমূনা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা দু'জন তাঁর নিকট থাকতেই ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) তাঁর নিকট আসলেন। এটা ছিল পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর। আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতে পারছেন না এবং চিনতেও পারছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ, তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (তিরমিযী*)

বাম হাতে পানাহার করা নিষিদ্ধ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَايَأْكُلَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَايَشْرَبَنَّ بِهَا . فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » (رواه مسلم)

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ . وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ » .

২৯১. সালেম (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কখনো বাম হাতে না খায় এবং বাম হাতে পান না করে। কারণ, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে। (মুসলিম**)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৩) আদাব, অনুচ্ছেদ (২৯) স্ত্রী লোকেরা পুরুষের থেকে পর্দা করবে, হাদীস নং ২৭১৫।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৬) আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ (১৩) পানাহারের আদাব, হাদীস নং (২০২০)-১০৬।

www.amarboi.org

বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (কিছু) খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে, তখন যেন ডান হাতে পান করে।

ঘুমানোর সময় পাত্র ঢেকে রাখা, দরজা বন্ধ করা ও আগুন নিভিয়ে দেয়া

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ «غَطُّوْا الْاِنَاءَ ، وَاَوْكُوْا السِّقَاءَ ، وَاَغْلِقُوْا الْبَابَ ، وَاَطْفِئُوْا السِّرَاجَ . فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَيَفْتَحُ بَابًا ، وَلاَيَكْشِفُ اِنَاءً . فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْرُضَ عَلٰى اِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ . فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ». (رواه مسلم)

وفى رواية له «فَاِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ ، لاَيَمُرُّ بِاِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلاَّ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءُ»

২৯২. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শোবার সময় পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে, ঘরের দরজা বন্ধ করবে, বাতি নিভিয়ে দেবে। কারণ, শয়তান বন্ধ মশকের মুখ খুলতে পারে না, বন্ধ দরজাও খুলতে পারে না এবং ঢেকে রাখা পাত্রও অনাবৃত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি পাত্রের মুখ ঢাকার জন্য একখানা কাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তবে সে যেন সে কাঠিটাই পাত্রের মুখে রাখে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। কেননা ইঁদুর কখনো বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। (মুসলিম*)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, বছরে একটি রাত আছে, যে রাতে মহামারী নাযিল হয়। যে খোলাপাত্র এবং খোলা মশকের ওপর দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাতেই সে মহামারী নেমে আসে।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لاَتَتْرُكُوْا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ». (رواه مسلم)

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৬) আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ (১২) পাত্র ঢেকে ও দরজা বন্ধ করে শোয়া, হাদীস নং (২০১২)-৯৬।

www.amarboi.org

وفى رواية له «اِنَّ هٰذِهِ النَّارُ اِنَّمَاهِىَ عَدُوٌّ لَكُمْ . فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ»

২৯৩. সালেম (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমাবে না। (মুসলিম*) মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এ আগুন তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা ঘুমাবার পূর্বে তা নিভিয়ে ফেলবে।

মাসজিদে বেচা-কেনা করা ও হারানো জিনিসের ঘোষণা দেয়া নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقُوْلُوْا لاَاَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ . وَاِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً ، فَقُوْلُوْا لاَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ». (رواه الترمذى)

২৯৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাউকে মাসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করেন। আর তোমরা মাসজিদের মধ্যে কাউকে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, আল্লাহ যেন তোমার হারানো জিনিস ফেরত না দেন। (তিরমিযী**)

রসুন-পিয়াজ খেয়ে মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মাসজিদে যাওয়া নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا . فَقَالَ «مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَيَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّايَتَأَذَّى مِنْهُ الاِنْسُ». (رواه مسلم)

২৯৫. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৬) আশরিবাহ, অনুচ্ছেদ (১২) পাত্র ঢেকে ও দরজা বন্ধ করে শোয়া, হাদীস নং (২০১৫)-১০০।

**তিরমিযীঃ অধ্যায় (১৪) বুয়ূ, অনুচ্ছেদ (৭৫) মাসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ, হাদীস নং ১২৫৯।

www.amarboi.org

সাল্লাম রসুন-পিয়াজ ও গো-রসুন (স্বাদে ও গন্ধে পিয়াজের মত) খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কোন একদিন প্রয়োজনের তাকীদে আমরা তা খেতে বাধ্য হলাম। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধযুক্ত গাছ (সবজি) খাবে, সে যেন আমাদের মাসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, যে সব জিনিস দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, তা দ্বারা ফিরিশতারাও কষ্ট পায়। (মুসলিম*)

শপথ ভঙ্গ করা ও কাফ্ফারা আদায় করা

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ حَلَفَ عَلٰی یَمِیْنٍ فَرَاٰی غَیْرَهَا خَیْرًامِنْهَا ، فَلْیَاْتِ الَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ ، وَلْیُکَفِّرْ عَنْ یَمِیْنِهٖ». (رواه مسلم)

২৯৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের শপথ করার পর যদি (শপথের) বিপরীতটিকে উত্তম মনে করে, তবে সে যেন সেই উত্তম কাজটিই করে এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে দেয়। (মুসলিম**)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِیْثَ مِنْهَا . وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ «وَاللّٰهِ!لَاَنْ یَلَجَّ اَحَدُکُمْ بِیَمِیْنِهٖ فِیْ اَهْلِهٖ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ یُّعْطِیَ کَفَّارَتَهُ الَّتِیْ فَرَضَ اللّٰهُ». (رواه مسلم)

২৯৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ নিজ পরিবার বর্গের সাথে (তাদের জন্য ক্ষতিকর) কোন বিষয়ে শপথ করে তার ওপর বহাল থাকলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট শপথ ভংগ করে ফরয কাফ্ফারা আদায় করা অপেক্ষা

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (১৭) রশুন, পিয়াজ ও গোরশুন খেয়ে মাসজিদে যাওয়া নিষেধ, হাদীস নং (৫৬৪)-৭২।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (২৭) আইমান, অনুচ্ছেদ (৩) যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করার পর এর বিপরীতটিকে তদাপেক্ষা উত্তম করে, হাদীস নং (১৬৫০)-১৩।

www.amarboi.org

অধিক গুনাহ্গার হবে।[১] (মুসলিম*)

বেচাকেনার ক্ষেত্রে শপথ করা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ . فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». (رواه مسلم)

২৯৮. আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে তোমরা অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাক। কেননা, এতে বিক্রি বেশী হলেও বরকত চলে যায়। (মুসলিম**)

কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা না করা

عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ يُثْنِىْ عَلٰى اَمِيْرٍ مِّنَ الْاُمَرَاءِ . فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِىْ عَلَيْهِ التُّرَابَ . وَقَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَحْثِىْ فِىْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ . (رواه مسلم)

২৯৯. আবূ মা'মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসকের প্রশংসা করছিল। তখন মিকদাদ (রাঃ) তার প্রতি মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলেন আর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১। কেউ নিজের পরিবারবর্গের সাথে কোন বিষয়ে শপথ করে সেই শপথের ওপর বহাল থাকলে যদি তাদের অসুবিধা হয়, যেমন কেউ শপথ করল যে, সে পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলবে না বা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে না ইত্যাদি। তবে তার শপথ ভংগ করে পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলা ও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী। শপথ ভংগ করার কারণে শপথ ভংগের নির্ধারিত কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। শপথ ভংগের জন্য তার গুনাহ হবে না। কিন্তু সে যদি শপথ ভংগ না করে, বরং শপথের ওপর বহাল থাকে তবে সে গুনাহ্গার হবে।

শপথ ভংগের কাফ্ফারা হল, দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো অথবা তাদের পোশাক দেয়া অথবা একজন গোলাম আযাদ করা। যে এ তিনটির কোনটিই দিতে পারবে না, সে তিনদিন রোযা রাখবে।

বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

«مَنِ اسْتَلَجَّ فِىْ اَهْلِه بِيَمِيْنٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا لِيَبَرَّ يَعْنِى الْكَفَّارَةَ»

যে ব্যক্তি পারিবারিক কোন বিষয়ে (পরিবারের লোকদের অসুবিধা হয় এরূপ) শপথ করে, সে বড় গুনাহ্গার হবে। (শপথ ভংগ করে) কাফ্ফারা আদায় করলেও সে গুনাহ থেকে রক্ষা পাবে না।

* মুসলিমঃ অধ্যায় (২৭) আইমান, অনুচ্ছেদ (৬) আল্লাহর নামে এমন শপথের ওপর বহাল থাকা নিষিদ্ধ যাতে শপথকারীর পরিবার কষ্ট পায়, হাদীস নং (১৬৫৫)-২৬।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (২২) মুসাকাত অনুচ্ছেদ (২৭) বেচাকেনায় কসম করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং (১৬০৭)-১৩২।

www.amarboi.org

শাসকের ওপর প্রশংসাকারীর মুখমন্ডলে মাটি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম*)

মহামারী পীড়িত জনপদ থেকে পলায়ন না করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ . فَلَمَّا جَآءَ سَرْغَ بَلَغَهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْوَقَعَ بِالشَّامِ . فَاَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ ، فَلَاتَقْدَمُوْا عَلَيْهِ . وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ». فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ . (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩০০. আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে রাবী'আ থেকে বর্ণিত। উমার (রাঃ) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। সারগ নামক স্থানে পৌছলে তাঁর নিকট খবর এলো, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন জনপদে মহামারীর খবর শুনলে সেখানে এগিয়ে যেওনা। আর কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিলে তোমরা যদি সেখানে থাক, তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে এসো না। অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সিরিয়া না গিয়ে সারগ থেকেই ফিরে আসলেন। (বুখারী ও মুসলিম**)

গবেষণার পুরস্কার

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ ، فَلَهُ اَجْرَانِ . وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ ، فَلَهُ اَجْرٌ». (متفق عليه)

৩০১. আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন বিচারক বিচার-ফায়সালা করার সময় যদি

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৫৩) যুহদ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (১৪) প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং: (৩০০২)-৬৮

**বুখারীঃ অধ্যায় (৬০) আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ (৫৪) হাদীস নং ৩৪৭৩। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৯) সালাম, অনুচ্ছেদ (৩২) প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা, হাদীস নং (২২১৯)-১০০।

www.amarboi.org

ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। পক্ষান্তরে কোন বিচারক যদি ইজতিহাদ করে বিচার -ফায়সালা করে, অতঃপর ভুল করে, তাকে একটি পুরস্কার দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

জ্বর হলে কি করা উচিত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . فَاَطْفِئُوْهَا بِالْمَاءِ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩০২. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপের অংশ। তাই পানি দিয়ে তাকে প্রশমিত কর। (বুখারী ও মুসলিম**)

নেক কাজের মানত আদায় করা

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ . وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ». (رواه البخارى)

৩০৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন তা না করে। (বুখারী***)

দাওয়াত দানের পদ্ধতি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ «اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ . فَاِنْ

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (৯৬) ই'তেসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ (২১) বিচারক ইজতিহাদ করে ভুল অথবা সাঠিক সিদ্ধান্ত দিলে তার প্রতিদান, হাদীস নং ৭৩৫২। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩০) বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদ (৬) বিচারক ইজতিহাদ করে ভুল অথবা সঠিক সিদ্ধান্ত দিলে তার প্রতিদান, হাদীস নং (১৭১৬)-১৫।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৭৬) তিব্ব, অনুচ্ছেদ (২৮) জ্বরের উৎস জাহান্নামের তাপ। হাদীস নং ৫৭২৩। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৯) ছালাম, অনুচ্ছেদ (২৬) প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে, হাদীস নং (২২০৯)-৭৯-৮০।

***বুখারীঃ অধ্যায় (৮৩) আইমান ওয়ান নুযুর, অনুচ্ছেদ (২৮) নেক কাজের মানতের বর্ণনা, হাদীস নং ৬৬৯৬।

www.amarboi.org

هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ . فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حِجَابٌ ». (متفق عليه واللفظ لاحمد)

৩০৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তারূপে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাকে বললেন ঃ তুমি আহ্‌লি কিতাবের এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ, তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্‌বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর দিন-রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের সর্বোত্তম মাল (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মাযলূমের বদ দু'আকে সব সময় ভয় করে চলবে। কেননা, মাযলূমের দু'আ এবং পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না। (বুখারী, মুসলিম ও আহ্মাদ*)

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (২৪) যাকাত অনুচ্ছেদ (১) যাকাত ওয়াজিব হওয়া, হাদীস নং ১৩৯৫। মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৭) শাহাদাতাইন ও ইসলামী শরীয়াতের দিকে লোকদেরকে আহবান করা, হাদীস নং (১৯) ২৯। মুসনাদে আহমাদঃ অধ্যায় (৮) যাকাত, অনুচ্ছেদ (২) যাকাত ফরয হওয়া, হাদীস নং ৯।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দুরূদ দু'আ ও যিকর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠের গুরুত্ব ফযীলত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি রহ্‌মত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ, তোমরা তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ কর। (সূরা আল-আহযাবঃ ৫৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ». (رواه الترمذى)

৩০৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হল, কিন্তু সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করল না। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». (رواه مسلم والترمذى واللفظ لمسلم)

৩০৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর দশবার রহ্‌মত বর্ষণ করেন। (মুসলিম ও তিরমিযী**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (১১০) যে ব্যক্তি নবীর ওপর দুরূদ পড়ে না সে লাঞ্ছিত, হাদীস নং ৩৪৭৫।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (১৭) তাশাহুদের পর নবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ, হাদীস নং (৪০৮)-৭০। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩) বিতর নামায, অনুচ্ছেদ (২১) মহানবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত, হাদীস নং ৪৫৭।

www.amarboi.org

صَلاَةً». (رواه الترمذى)

৩০৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দুরূদ পাঠ করে। (তিরমিযী*)

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ : سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ صَلاَتِهِ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَجِلَ هٰذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ : اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ . ثُمَّ لِيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ». (رواه أبو داود والترمذى واللفظ للترمذى)

৩০৮. ফুদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনেছেন। দু'আর মধ্যে সে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেনি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করেনি। এটা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর তিনি লোকটিকে ডেকে তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে, তখন সে যেন তার রবের প্রশংসা ও গুণকীর্তন দ্বারা শুরু করে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করে। তারপর ইচ্ছামত দু'আ করে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ ، حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ» (رواه ابوداود)

৩০৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩) বিতর নামায, অনুচ্ছেদ (২১) মহানবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত, হাদীস নং ৪৫৬।

**আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (২) সালাত, অনুচ্ছেদ (৩৫৮) দুআ করা, হাদীস নং ১৪৮১। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৬) দুআ করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করবে, হাদীস নং ৩৪১২।

www.amarboi.org

বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম পাঠালে আল্লাহ্ আমার দেহে রূহ ফেরত দেন, তখন আমি তার সালামের জবাব দেই। (আবূ দাউদ*)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا ، وَلَاتَجْعَلُوْا قَبْرِیْ عِيْدًا ، وَصَلُّوْا عَلَیَّ ، فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِیْ حَيْثُ كُنْتُمْ». (رواه ابوداود)

৩১০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থল বানিও না। বরং আমার ওপর দুরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়। (আবূ দাউদ**)

সকাল-সন্ধ্যার দু'আ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مُرْنِیْ بِكَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ ، قَالَ «قُلْ : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَیْءٍ وَمَلِيْكَهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قَالَ : قُلْهَا اِذَا اَصْبَحْتَ ، وَاِذَا اَمْسَيْتَ ، وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ». (رواه أبو داود)

৩১১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ বাকার সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার জন্য কিছু দু'আ বাতলে দিন। জবাবে তিনি বল্লেন ঃ বল, আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আঊযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া শার্‌রিশ শাইতানি ওয়া শিরকিহি (অর্থাৎ হে আল্লাহ! যমীন ও আসমানসমূহের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, সকল বস্তুর রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আমার নফসের অপকারিতা, শয়তানের অনিষ্টতা ও তার শিরক করানো থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এবং বিছানায়

*আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় (৫) মানাসিক, অনুচ্ছেদ (১০০) কবর যিয়ারত, হাদীস নং ২০৪১।

**আবূ দউদ ঃ অধ্যায় (৫) মানাসিক, অনুচ্ছেদ (১০০) কবর যিয়ারত, হাদীস নং ২০৪২।

www.amarboi.org

শোয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করবে। (আবূ দাউদ*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ يَقُوْلُ «اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا ، وَبِكَ اَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نُحْيِىْ ، وَ بِكَ نَمُوْتُ ، وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. وَاِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا ، وَبِكَ اَصْبَحْنَا ، وَ بِكَ نُحْيِىْ ، وَبِكَ نَمُوْتُ ، وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ». (رواه أبو داود والترمذى واللفظ للترمذى)

৩১২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের তা'লীম দিতে গিয়ে বলতেন ঃ তোমাদের যে কেউ সকাল বেলায় উপনীত হয়ে যেন বলে- আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নুহ্ঈ ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নামে আমাদের সকাল হয়, আপনার নামে আমাদের সন্ধ্যা হয়, আপনার রহমতে আমরা বেঁচে থাকি, আপনার হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করি, আপনার দরবারেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে)। আর সে সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হয়ে যেন বলে ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নুহ্ঈ ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নামে আমাদের সন্ধ্যা হয়, আপনার নামেই আমাদের সকাল হয়, আপনার রহমতে আমরা বেঁচে থাকি, আপনার হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার দরবারেই আমাদেরকে পুনরুত্থিত হতে হবে)। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী**)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَامِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَيَضُرُّهُ شَيْئٌ».

(رواه أبو داود والترمذى واللفظ للترمذى)

---

*আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কি বলবে, হাদীস নং ৫০৬৭।

**আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কি বলবে, হাদীস নং ৫০৬৮। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (১৩) সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দুআ, হাদীস নং ৩৩২৭।

www.amarboi.org

৩১৩. উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ও প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই দু'আ তিন বার পাঠ করে, কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না। (দু'আটি হলো) বিস্‌মিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদুররু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্‌সামায়ি ওয়া হুওয়াস্ সামীউল আলীম (অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যার নামের বরকতে আসমান ও যমীনে কোন বস্তু কোন প্রকার ক্ষতি করে না। তিনি সব শোনেন ও সব জানেন)। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمْسٰى ، قَالَ «اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ» قَالَ : اُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَابَعْدَهَا . وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَافِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَابَعْدَهَا . رَبِّ! اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ! اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ» وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ». (رواه مسلم)

৩১৪. আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যাবেলা বলতেন ঃ আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু (অর্থাৎ আল্লাহর জন্যই আমরা সন্ধ্যাবেলায় এসে উপস্থিত হয়েছি এবং গোটা জগত উপস্থিত হয়েছে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই)। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি এর সাথে এ কথাও বলেছিলেন ঃ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া শাররি মা বা'দাহা। রাব্বি আউযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়া সূ-ইল কিবারি। রাব্বি আউযু বিকা মিন আযাবিন

*আবূ দউদ ঃ অধ্যায় আদাব, অনু: সকালে উঠে পড়ার দুআ, হাদীস নং ৫০৮৮। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (১৩) সকাল-সন্ধ্যা পড়ার দুআ, হাদিস নং ৩৩২৪।

www.amarboi.org

ফিন-নারি ওয়া আযাবিন ফিল কাবরি (অর্থাৎ রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং প্রশংসাও তাঁরই জন্য। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশীল। হে আমার রব! আমি আপনার নিকট এ রাতের যাবতীয় কল্যাণ এবং এর পরের যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ রাতের সকল অকল্যাণ ও এর পরের সকল অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অলসতা ও বার্ধক্যের ক্ষতি থেকে। হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে। আর যখন তিনি সকাল বেলায় উপনীত হতেন, তখনও তিনি এভাবে বলতেন ঃ আস্‌বাহ্‌না ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি (অর্থাৎ আল্লাহর জন্যই আমরা সকাল বেলায় উপনীত হয়েছি এবং বিশ্ব জাহানও সকাল বেলায় উপনীত হয়েছে)। (মুসলিম*)

ঘুমাবার সময় পড়ার দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قُلْ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، حِيْنَ تُمْسِيْ وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ». (رواه أبو داود والترمذى)

৩১৫. আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস তিনবার করে পড়, তাহলে সবকিছু থেকে এগুলো তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী**)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ اِذَا اَوَى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا ، فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১৮) যা করা হয়েছে এবং যা করা হয়নি তার অকল্যান থেকে পানাহ চাওয়া, হাদীস নং (২৭২৩)- ৭৫।**আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ সকাল বেলা পড়ার দু'আ, হাদীস নং ৫০৮২। তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (১২৭) সকাল সন্ধ্যায় সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়বে, হাদীস নং ৩৫০৬।

www.amarboi.org

وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». (رواه الترمذى)

৩১৬. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রাতে যখন নিজের বিছানায় (শুতে) যেতেন, তখন নিজের দু'হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুঁক দিতেন, অতঃপর তাতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ে দু'হাতের তালু দিয়ে শরীরের যতটুকু পারতেন মাসেহ করতেন। হাত দু'খানা দিয়ে তিনি প্রথমে নিজের মাথা ও মুখমন্ডল মাসেহ করতেন। এরপর শরীরের সামনের অংশ মাসেহ করতেন। এভাবে তিনি তিনবার করতেন। (তিরমিযী*)

ঘুমাবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর পড়ার দু'আ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ « اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ » وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ». (رواه البخارى)

৩১৭. হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর ডান হাত ডান গালের নীচে রাখতেন, অতঃপর এই দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার নামেই জীবিত হই)। আর ঘুম থেকে যখন জাগ্রত হতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর (অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠিয়েছেন এবং তাঁরই দরবারে পুনরুত্থিত হতে হবে। (বুখারী**)

বিছানায় ডান কাতে শুয়ে পড়ার দু'আ

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ . ثُمَّ قَالَ

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (২১) যে ব্যক্তি শয়নকালে কুরআনের কিছু অংশ পড়ে, হাদীস নং ৩৩৩৮।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৮) ডান গন্ডের নীচে হাত রেখে শোয়া, হাদীস নং ৬৩১৪।

www.amarboi.org

«اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَمَلْجَأَ وَلاَمَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ . اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ» وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ ، مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ». (رواه البخارى)

৩১৮. বারা' ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন ডান কাতে শুয়ে এই দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াযতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজা'তু যাহ্‌রী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা-মালজাআ ওয়া-লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার হাতে সমর্পণ করলাম। আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরালাম। আমার কাজ আপনার ওপর সোপর্দ করলাম। আমার পিঠ ঠেকালাম আপনার আশ্রয়ে আশা ও আশংকা সহকারে। আপনি ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়ার ও বাঁচার জায়গা নেই। আমি ঈমান আনলাম আপনার কিতাবের ওপর, যা আপনি নাযিল করেছেন এবং সেই নবীর ওপর, যাকে আপনি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়ে ঘুমায় এবং সে রাত্রেই মারা যায়, সে ফিতরাতের (ঈমান ও ইসলামের ওপর) মারা গেল। (বুখারী*)

রুকূ' ও সাজদায় দু'আ কবুল হয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ . فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». (رواه مسلم)

৩১৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাজদারত অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৯) ডান কাতে শোয়া, হাদীস নং ৬৩১৫।

www.amarboi.org

(তোমরা সাজদার মধ্যে আল্লাহর নিকট) বেশী করে দু'আ কর। (মুসলিম*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... «فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّوَجَلَّ . وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَآءِ . فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ». (رواه مسلم)

৩২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রুকূ'তে তোমরা মহাপরাক্রমশালী রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এবং সাজদায় (তাঁর নিকট) দু'আ করার চেষ্টা কর। কেননা, (সাজদার মধ্যে) তোমাদের দু'আ কবূল হওয়াই সংগত। (মুসলিম**)

ঘরে প্রবেশ করার সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার গুরুত্ব

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَعَشَاءَ . وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ . وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ». (رواه مسلم)

৩২১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন লোক নিজ ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করে এবং খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করে, তখন শয়তান (তার সাথীদেরকে) বলে, এই ঘরে তোমাদের থাকার ও খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম না নিয়ে প্রবেশ করলে শয়তান বলে, এই ঘরে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর খানা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান বলে, এই ঘরে তোমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। (মুসলিম***)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪২) রুকু ও সাজদায় যা পড়া হয়, হাদীস নং (৪৮২)-২১৫।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪১) রুকু ও সাজদায় কুরআন থেকে পড়া নিষিদ্ধ, হাদীস নং (৪৭৯)-২০৭।

***মুসলিম ঃ অধ্যায় (৩৬) আশরিবাহ, অনু: (১৩) পানাহারের আদাব ও হুকুম, হাদীস নং (২০১৮)-১০৩, আবূ দাউদেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলা

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ : اَخَذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ عَقَبَةٍ -اَوْقَالَ فِىْ ثَنِيَّةٍ - قَالَ : فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادٰى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. قَالَ : وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَغْلَتِهِ . قَالَ «فَاِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَغَائِبًا . ثُمَّ قَالَ : يَا اَبَا مُوْسٰى - اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ - اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ » قُلْتُ : بَلٰى ، قَالَ « لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ». (رواه البخارى)

৩২২. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খচ্চরের পিঠে সাওয়ার হয়ে একটি টিলার ওপর উঠছিলেন। এক ব্যক্তি ঐ টিলার ওপর উঠার সময় উচ্চস্বরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বললো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন ঃ তোমরা তো কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা অথবা বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না, যা জান্নাতের একটি রত্ন-ভান্ডার। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলো, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (বুখারী*)

সর্বোত্তম দু'আ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَنْ اَقُوْلَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». (رواه مسلم)

৩২৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার (অর্থাৎ মহাপবিত্র আল্লাহ্, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ্ মহান) বলা আমার নিকট দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (মুসলিম**)

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৭) লা হাওলা ওয়া লা ইল্লা বিল্লাহ, বলা, হাদীস নং ৬৪০৯।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১০) তাহ্লীল, তাস্বীহ ও দু'আ-এর ফযিলত, হাদীস নং (২৬৯৫)-৩২।

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ . سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ». (متفق عليه)

৩২৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু ওজনে অনেক ভারী এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয়। বাক্য দুটি হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম (অর্থাৎ আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। (বুখারী ও মুসলিম*)

স্ত্রী সহবাসের দু'আ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا . فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا». (متفق عليه)

৩২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করে এবং (সহবাসের পূর্বে) বলে ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা (অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আপনি শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে যা দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন)। ফলে যদি তাদের তাকদীরে এ মিলনে কোন সন্তান লিখা থাকে, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম**)

যিকির- এর গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮৩) আইমান ওয়াননুযুর, অনুচ্ছেদ (১৯) যখন কেউ বলে, আল্লাহর কসম আমি আজ কথা বল না, হাদীস নং ৬৬৮২। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ্ তাহ্লীল ও দু'আ-এর ফযীলত, হাদীস নং (২৬৯৪)-৩১।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৫৪) স্ত্রী সহবাসের দু'আ, হাদীস নং ৬৩৮৮। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১৬)

www.amarboi.org

« مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَيَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ». (متفق عليه واللفظ للبخاری)

৩২৬. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করে আর যে ব্যক্তি তা করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হল, জীবিত ও মৃত লোকের ন্যায়। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلاَمِ قَدْكَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَاَخْبِرْنِي بِشَيْئٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ « لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ». (رواه الترمذی)

৩২৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধানসমূহ আমার জন্য বেশী হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দিন, যা আমি মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত ও সজীব রাখ। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ ، وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ ، وَاَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ ، فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ » قَالُوْا : بَلٰى ، قَالَ « ذِكْرُ اللّٰهِ » قَالَ مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ : قَالَ « مَاشَيْئٌ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ». (رواه الترمذی)

৩২৮. আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

নিকাহ্, অনুচ্ছেদ (১৮) সহবাসের সময় যে দু'আ পড়া মুস্তাহাব, হাদীস নং (১৪৩৪)-১১৬।

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৬) আল্লাহ তা'আলার যিকির করার ফযীলত, হাদীস নং ৬৪০৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৬) সালাতুল মুসাফির, অনু: (২৯) ঘরে নফল নামায পড়া মুস্তাহাব, হাদীস নং ২১১।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৪) যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং ৩৩১১।

www.amarboi.org

সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমল বাতলে দেব না? যা তোমাদের মালিকের নিকট সর্বাধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা উঁচু, আর তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষা অনেক ভালো এবং তোমাদের শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের হত্যা করা এবং তারাও তোমাদেরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম বল্‌লেন, হ্যাঁ বলুন। তিনি বলেন ঃ তা হল, আল্লাহ তা'আলার যিকির। মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকর অপেক্ষা অধিক কার্যকরী আর কোন জিনিস নেই। (তিরমিযী*)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ».

(رواه الترمذى)

৩২৯. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (একবার) 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী**)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! اِقْرَأْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ ، وَاَخْبِرْهُمْ : اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ ، وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ». (رواه الترمذى)

৩৩০. ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি (আমাকে) বলেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিন, জান্নাতে আছে পবিত্র মাটি ও মিষ্টি পানি। আর জান্নাত হচ্ছে সমতলভূমি । তার বৃক্ষলতা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। (তিরমিযী***)

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬) যিকিরের ফযীলত, হাদীস নং ৩৩১৩।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬১) সুবহানাল্লাহ বলার ফযীলত, হাদীস নং ৩৩৯৮।

***তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬০) জন্নাতের বৃক্ষের নাম, হাদীস নং ৩৩৯৬।

www.amarboi.org

ভাল কাজ দেখে আলহামদু লিল্লাহ্ বলা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِه بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا ثُمَّ اَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৩১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি'রাজের রাতে বাইতুল মাকদাসে তাঁর সামনে দুটো পিয়ালা আনা হয়েছে- একটি মদের পিয়ালা অপরটি দুধের। তিনি পিয়ালা দুটির দিকে তাকালেন এবং দুধের পিয়ালাটি গ্রহণ করলেন (দুধপান করলেন)। (এটা দেখে) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনি মদের পিয়ালা গ্রহণ করলে আপনার উম্মত বিপথগামী হয়ে যেতো। (বুখারী ও মুসলিম*)

সন্তান মৃত্যুর পর আলহামদু লিল্লাহ ও ইন্না লিল্লাহ্ বলা

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِه ، قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِه؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ». (رواه الترمذى)

৩৩২. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তির সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাগণকে ডেকে বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করে

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৭৪) আশরিবাহ্, অনুচ্ছেদ (১) আল্লাহ তাআলার বাণী, নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারী অপবিত্র, হাদীস নং- ৫৫৭৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৭৪) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আকাশ ভ্রমন, হাদীস নং (১৬৮)-২৭২।

www.amarboi.org

নিলে? ফিরিশতাগণ জবাব দেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার হৃদয়ের ফল ছিঁড়ে নিলে? জবাবে ফিরিশতাগণ বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এতে আমার বান্দা কি বলেছে? ফিরিশতাগণ বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ বাইতুল হামদ (প্রশংসার ঘর)। (তিরমিযী*)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- এর যিক্র করার ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ، فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ ، وَلَمْ يَأْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৩৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার এই দু'আ পড়ে ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। মালিকানা, সার্বভৌমত্ব এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী), সে দশটা দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, একশত নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে এবং তার একশত গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে সে রক্ষা পাবে এবং কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমলের অধিকারী আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই দু'আ তার চেয়ে বেশী আমল করেছে, সে ছাড়া। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (১০) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৩৪) সওয়াবের আশায় বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার ফযীলত, হাদীস নং ৯৬০।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যিকির করার ফযীলত, হাদীস নং ৬৪০৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ ও তাহলীল এর ফযীলত, হাদীস নং (২৬৯১)-২৮।

www.amarboi.org

তাসবীহ্, তাহ্মীদ ও তাকবীরের ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ . وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৩৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমপরিমাণ হয়। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَآءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا : ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الْاَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ ، يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ ، وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ ، قَالَ «اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِاَمْرٍ اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ اَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ اَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ اَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ ، اِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ : تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ» فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا : نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَّ ثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ . فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ ، فَقَالَ «تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثٌ وَّ ثَلاَثِيْنَ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৫) সুব্হানাল্লাহ পড়ার ফযীলত, হাদীস নং ৬৪০৫। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দুআ, অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ ও তাহলীল-এর ফযীলত, হাদীস নং (২৬৯১)-২৮।

www.amarboi.org

وزاد مسلم فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

৩৩৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক গরীব লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, বিত্তশালী লোকেরা অর্থের মাধ্যমে (জান্নাতে) উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নি'আমত লাভের দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেলো। (তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে? তাঁরা বললেন,) আমরা যেমন নামায আদায় করি, তারাও তেমনি নামায আদায় করে। আমরা যেমন রোযা রাখি, তারাও তেমনি রোযা রাখে। (তাদের অর্থ-সম্পদ আছে) অর্থ-সম্পদের কারণে তারা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। তারা হজ্জ করে, উমরা পালন করে, জিহাদ করে এবং সাদাকাও করে। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেব না, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামীদেরকে ধরে ফেলবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের থেকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা সবার চাইতে উত্তম ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হবে। তবে যারা এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলআমদু লিল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। এ কথা নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হল। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ পড়ব, তেত্রিশ বার তাহমীদ পড়ব এবং চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। সুতরাং আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট গিয়ে সব জানালাম । তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। এর প্রত্যেকটি কালিমাই হবে তেত্রিশ বার। (বুখারী ও মুসলিম*)

মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমরা যা পাঠ করছিলাম আমাদের বিত্তশালী ভায়েরা তা জেনে ফেলেছে এবং তারাও তা করতে শুরু করেছে। একথা শুনে তিনি বলেন ঃ এটা হলো আল্লাহর ফযল। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (১০) আযান, অনুচ্ছেদ (১৫৫) নামাযের পর আল্লাহর যিকির করা, হাদীস নং ৮৪৩। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (২৬) নামাযের পর আল্লাহর যিকির করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (৫৯৫)- ১৪২।

www.amarboi.org

নামাযের পরের যিকর ও দু'আ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ». (رواه مسلم)

৩৩৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশ বার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার পড়ে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর- একবার পড়ে একশত বার পূর্ণ করে, তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়- যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হয়। (মুসলিম*)

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকর

قَالَ اللّٰهُ تَعَالىٰ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (হে নবী! আপনি) তাসবীহ্ পাঠ করুন সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা তোয়া-হা ঃ ১৩০)

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ - رِجَالٌ لاَتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ যে সব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করে এমন লোকেরা, যাদেরকে-ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫) মাসাজিদ, অনুচ্ছেদ (২৬) নামাযের পর আল্লাহর যিকির করা মুস্তাহাব, হাদীস নং (৫৯৭)-১৪৬।

www.amarboi.org

করে দেয় না। (সূরা আন-নূর ঃ ৩৬-৩৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِىْ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ». (رواه مسلم)

৩৩৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (প্রতিদিন) সকাল বেলা ও সন্ধ্যা বেলায় একশো বার বলে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল আর কারো হবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি এ তাসবীহটি তার সমান বা তার চেয়ে বেশী পাঠ করে, সে ছাড়া। (মুসলিম*)

উচ্চে আরোহন ও নিম্নে অবতরণের সময়ে পড়ার তাসবীহ

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ». (رواه البخارى)

৩৩৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম এবং যখন কোন নীচু জায়গায় অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ পড়তাম। (বুখারী**)

যিক্র-এর ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ ، فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ ، تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ . قَالَ : فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلٰى سَمَآءِ الدُّنْيَا . قَالَ : فَيَسْئَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ - وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ- مَايَقُوْلُ عِبَادِىْ؟

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ্ ও তাহ্লীল এর ফযীলত, হাদীস নং (২৬৯২)-২৯।

**বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৬) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (১৩২) কোন উপত্যাকার নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তাসবীহ্ পাঠ করা, হাদীস নং ২৯৯৩।

www.amarboi.org

قَالَ : تَقُوْلُ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ . قَالَ فَيَقُوْلُ : هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ ، وَاللّٰه! مَا رَأَوْكَ . قَالَ فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّلَكَ عِبَادَةً ، وَاَشَدَّلَكَ تَمْجِيْدًا ، وَاَكْثَرَلَكَ تَسْبِيْحًا . قَالَ ، يَقُوْلُ : فَمَا يَسْئَلُوْنِي؟ قَالَ : يَسْئَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ . قَالَ ، يَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ : لاَ ، وَاللّٰه يَارَبِّ! مَا رَأَوْهَا . قَالَ فَيَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ : لَوْاَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً . قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ : مِنَ النَّارِ . قَالَ يَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ ، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ! مَارَأَوْهَا. قَالَ يَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْرَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ : لَوْرَأَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً . قَالَ فَيَقُوْلُ : فَأُشْهِدُكُمْ اِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَالَ يَقُوْلُ مَلَكُ مِنَ الْمَلاَئِكَة ، فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ . قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ ، لاَيَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৩৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একদল ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে, তারা আল্লাহ্র যিকরে মাশগুল লোকদের খোজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা আল্লাহর যিকরে মাশগুল লোকদেরকে দেখতে পায়, তখন একে অন্যকে ডাকাডাকি করে আর বলে, নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য এখানে চলে এসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তখন ফিরিশতারা নিজেদের ডানা মেলিয়ে সেই লোকদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। এভাবে পরিবেষ্টন করতে করতে ফিরিশতাদের স্তর দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তখন ফিরিশতাদেরকে তাদের প্রতিপালক জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দারা কি বলছে? অথচ এটা ফিরিশতাদের চেয়ে তিনিই বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জবাবে ফিরিশতারা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা ও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে এবং আপনার প্রশংসায় মাশগুল রয়েছে ও আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ফিরিশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা যদি আমাকে দেখত, তাহলে কি করতো? ফিরিশতারা বলে, তারা যদি আপনাকে দেখত, তাহলে তারা আপনার ইবাদত আরো অনেক বেশী করতো, আপনার মাহাত্ম্য আরো বেশী বর্ণনা করতো এবং আপনার পবিত্রতা আরো অধিক বর্ণনা করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা আমার নিকট কি চায়? ফিরিশতারা জবাবে বলে, তারা আপনার নিকট জান্নাত পেতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশতারা বলে, না। আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব! তারা কখনো জান্নাত দেখেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা যদি জান্নাত দেখত তাহলে কি করত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ফিরিশতারা জবাব দেয়, তারা যদি জান্নাত দেখত, তাহলে জান্নাতের প্রতি তাদের লোভ, জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্খা এবং জান্নাতের প্রতি তাদের আকর্ষণ আরো অনেক বেশী বেড়ে যেতো। আল্লাহ্ তা'আলা আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কোন্ জিনিস থেকে পানাহ্ চায়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ফিরিশতারা জবাব দেয়, তারা জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়। আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ফিরিশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহর কসম! তারা কখনো জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা যদি জাহান্নাম দেখতো, তাহলে কি করতো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ফিরিশতারা বলে, তারা যদি জাহান্নাম দেখতো, তাহলে তা থেকে আরো বেশী দূরে ভেগে যেত এবং তার ভয়ে আরো বেশী ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একজন ফিরিশতা বললো, এ লোকদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে, যে যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অন্য প্রয়োজনে সে এখানে

www.amarboi.org

এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এ মজলিসের লোকেরা এত মর্যাদাবান যে, তাদের সাথে যারা বসে, তারাও বঞ্চিত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُوْلُ «اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ». (رواه مسلم)

৩৪০. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে তাঁকে (অন্ধকারে) খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর দু'পায়ের তালুতে গিয়ে পড়ল, তখন তিনি সাজদারত ছিলেন। তাঁর পা দুখানা খাড়া ছিল। তিনি (নীচের দু'আটি) পড়ছিলেন ঃ আল্লাহুম্মা আউযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া 'আউযু বিকা মিনকা লা-উহ্সী সানা-আন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই। আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। আপনার পূর্ণ প্রশংসা গণনা করতে আমি অক্ষম। আপনি তেমন গুণে গুণান্বিত, যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন। (মুসলিম**)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «اَ يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ ، فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ». (رواه مسلم)

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৬) আল্লাহর যিকির এর ফযীলত, হাদীস নং ৬৪০৭। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির, অনুচ্ছেদ (৮) যিকিরের মহাফিল সমূহের ফযিলত, হাদীস নং (২৬৮৯)-২৫।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪২) রুকু ও সাজদায় যা বলা হয়, হাদীস নং (৪৮৬)-২২২।

www.amarboi.org

৩৪১. মুস'আব ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম নয়? উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন আরয করলেন, এক হাজার নেকী কিভাবে অর্জন করবো? তিনি বললেন ঃ একশত বার সুবহানাল্লাহ্ পড়বে, এতে তাঁর জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। অথবা এক হাজার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম*)

সর্বোত্তম যিকির

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ». (رواه ابن ماجة)

৩৪২. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (ইবনু মাজাহ**)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ». (رواه للترمذى)

৩৪৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার যিকরে মাশগুল থাকতেন। (তিরমিযী***)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ ، وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ ، فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ ، وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلاَءٍ ، ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا ، تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا ، وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ ، اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». (متفق عليه

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ ও তাহলীল এর ফযীলত, হাদীস নং (২৬৯৮)-৩৭।

**ইবনু মাজাহী ঃ অধ্যায়- আদাব, অনুচ্ছেদ (৫৫) আল্লাহর প্রশংসাকারীদের ফযীলত।

*** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৯) মুসলিম ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়, হাদীস নং ৩৩২০।

www.amarboi.org

واللفظ للبخاری)

৩৪৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে আমি তার জন্য ঠিক সেরূপই। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে এমন সমাবেশে স্মরণ করি, যা তার সমাবেশের চাইতে উত্তম। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। কেউ যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلاُ الْمِيْزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلاَئَانِ اَوْتَمْلاُ مَابَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ». (رواه مسلم)

৩৪৫. আবূ মালেক আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অংগ। আলহামদু লিল্লাহ কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা ভরে দেবে। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ উভয় বাক্য অথবা এর মধ্যে যে কোন একটি বাক্য আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব জায়গা ভরে দেবে। (মুসলিম**)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَلِّمْنِىْ كَلاَمًا اَقُوْلُهُ . قَالَ «قُلْ : لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَحَوْلَ

---

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৯৭) তাওহীদ, অনুচ্ছেদ (১৫) আল্লাহর বাণী ঃ আল্লাহ তোমাদের তাঁর নিজের ভয় দেখিয়ে সাবধান করেন, হাদীস নং ৭৪০৫। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির, অনুচ্ছেদ (১) আল্লাহর যিকির এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, হাদীস নং (২৬৭৫)-২।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (২) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (১) উযুর ফযীলদ, হাদীস নং (২২৩)-১

www.amarboi.org

وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ» قَالَ : فَهٰؤُلاَءِ لِرَبِّىْ ، فَمَا لِىْ؟ قَالَ «قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ».

(رواه مسلم)

৩৪৬. মুস'আব ইবনে সা'দ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা আমি সব সময় পড়তে পারি। তখন তিনি বল্লেন ঃ তুমি বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়া-লা হাওলা ওয়া-লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী)। লোকটি বলল, এ দু'আ তো আমার প্রতিপালকের জন্য, আমার জন্য কিছু আছে কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এই দু'আ পড়তে থাক ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহ্দিনী ওয়ারযুক্নী (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিযক দান করুন)। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ؟» قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَخْبِرْنِىْ بِاَحَبِّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ . فَقَالَ «اِنَّ اَحَبَّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ». (رواه مسلم)

৩৪৭. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা বলব, যা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথাটি আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথাটি হল, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। (মুসলিম**)

---

*মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ ,অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ্ ও তাহলীল এর ফযীলত। হাদীস নং (২৬৯৬)-৩৩।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (২২) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি এর ফযিলত, হাদীস নং (২৭৩১)-৮৫।

www.amarboi.org

দুনিয়া ও আখেরাতের হেদায়েত ও কল্যাণ কামনা করে দু'আ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (رواه مسلم)

وفى رواية له سَأَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا : اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْبِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ؟ قَالَ : كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُوْبِهَا يَقُوْلُ «اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ» قَالَ : وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدُعَاءٍ ، دَعَا بِهَا فِيْهِ .

৩৪৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করার সময় বলতেন ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান-নার (অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন)। (মুসলিম*)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদাহ (রঃ) আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় কি বলে দু'আ করতেন? জবাবে আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি অধিকাংশ সময় এই বলে দু'আ করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ-দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান-নার। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ) কোন দু'আ করার ইচ্ছা করলে এই দু'আটি পাঠ করতেন। আর যখন তিনি আরো অন্যান্য দু'আ করার ইচ্ছা করতেন, তখন দু'আর মধ্যে এই দু'আটিও শামিল করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ «اَللّٰهُمَّ! اِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى». (رواه مسلم)

৩৪৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'আ করার সময় বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্-তুকা

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (৯) হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণদান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন, হাদীস নং (২৬৯০) ২৭।

www.amarboi.org

ওয়াল 'আফাফা ওয়াল গিনা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত ও তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা ও দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি)। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ مَالِكَ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ . ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَّدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ». (رواه مسلم)

وفى رواية له «فَاِنَّ هؤُلاَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَاخِرَتَكَ»

৩৫০. আবূ মালিক আশজায়ী (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামায শিখাতেন। অতঃপর তাকে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে দু'আ করার নির্দেশ দিতেন ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহ্দিনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুক্নী (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার গুনাহ্ মাফ করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে নিরাপদে রাখুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)। (মুসলিম**)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, এই বাক্যগুলো তোমার জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ একত্র করে দেবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ : اِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاۤءُ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَللّٰهُمَّ! مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ ، صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ». (رواه مسلم)

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১৮) যা করেছে এবং যা করেনি তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া, হাদীস নং (২৭২১)-৭২।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১০) তাসবীহ, তাহলীল ও দু'আ এর ফযীলত, হাদীস নং (২৬৯৭)- ৩৫।

www.amarboi.org

৩৫১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আদম সন্তানের সমস্ত অন্তর একটি অন্তরের ন্যায়। রহমানের আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি তাকে (অন্তরকে) যেদিকে ইচ্ছা করেন ঘুরিয়ে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ ، وَمِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ». (رواه مسلم)

৩৫২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারাপ তাকদীর, চরম দুর্ভাগ্য. শত্রুর অপবাদ ও কঠিন পরীক্ষা থেকে পানাহ চাইতেন। (মুসলিম**)

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قُلْ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ ». (رواه مسلم)

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ ».

৩৫৩. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বল, আল্লাহুম্মাহ্দিনী ওয়া সাদ্দিদনী (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে সংশোধন করে দিন)।

(মুসলিম***)

আলী (রাঃ) থেকে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ (হে আলী!) বল, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদাদা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৬) তাকদীর অনুচ্ছেদ (৩) আল্লাহর ইচ্ছানুসারে অন্তরসমূহ পরিবর্তন করার বর্ণনা, হাদীস নং (২৬৫৪)-১৭।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১৬) খারাপ তাকদীর ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদি থেকে পানাহ চাওয়া, হাদীস নং (২৭০৭)- ৫৩।

***মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১৮) যা করেছে এবং যা করেনি তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া, হাদীস নং (২৭২৫)–৭৮।

www.amarboi.org

ও সোজাপথ দেখানোর জন্য প্রার্থনা করছি)।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ ، لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ . قَالَ : يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ ، فَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ ، فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ ؟ ». (رواه أبو داود)

৩৫৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আর আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট থেকে কোন শক্তি পাওয়া যায় না,) তখন তাকে বলা হবে, আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট। তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তোমাকে হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে। শয়তান তার নিকট থেকে দূরে চলে যায়। অন্য শয়তান তার জন্য নিয়োজিত শয়তানকে বলে, তুমি এর ওপর কিভাবে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে? একে তো পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যথেষ্ট দেয়া হয়েছে ও হেফাযত করা হয়েছে। (আবূ দাউদ*)

দুশ্চিন্তা, অলসতা ও ভীরুতা থেকে পানাহ চেয়ে দু'আ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ ، وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالَ ». (رواه البخارى)

وفى رواية له « وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ

* আবূ দাউদ ঃ অধ্যায় শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করে কি বলবে তার বর্ণনা, হাদীস নং ৫০৯৫। তিরমিযী ও নাসায়ীতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ».

وفى رواية له «وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَرُدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِى فِتْنَةَ الدَّجَّالِ »

وفى رواية له «وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنٰى ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ »

وفى رواية لمسلم « اَللّٰهُمَّ فَاِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ ، وَالْمَغْرَمِ».

৩৫৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হুযনি ওয়াল ‘আজযি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি, ওয়াল বুখলি, ওয়া দালা‘য়িদ দাইনি, ওয়া গালাবাতির রিজাল (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকদের আধিপত্য বিস্তার থেকে)। (বুখারী*)

বুখারীর অপর এক বর্ণনা এসেছে, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়ায়ি ওয়াল মামাত (অর্থাৎ আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে)।

বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, ওয়া আউযু বিকা আন আরুদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি, ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনিয়া, ইয়া‘নী ফিতনাতা দ্দাজ্জাল (অর্থাৎ আমি আপনার নিকট পানাহ চাই জরা বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং দুনিয়ার ফিতনা অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা থেকে)।

বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে, আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল গিনা ও আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতি মাসীহিদ দাজ্জাল (অর্থাৎ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অর্থ-সম্পদের ফিতনা ও দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে)।

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহুম্মা ফাইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়াল মাসামি ওয়াল মাগরামি (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আলস্য, অতি বার্ধক্য, গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাই)।

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৪০) ভীরুতাও অলসতা থেকে পানাহ চাওয়া, হাদীস নং ৬৩৬৯।

www.amarboi.org

গোনাহ্ মাফ চাওয়া ও নি'আমত বিলোপ হওয়া থেকে পানাহ্ চাওয়া

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَآءِ «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، خَطِيْئَتِىْ ، وَجَهْلِىْ ، وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ ، وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ ، وَهَزْلِىْ ، وَخَطَئِىْ ، وَعَمَدِىْ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ ، وَمَااَخَّرْتُ ، وَمَااَسْرَرْتُ ، وَمَااَعْلَنْتُ ، وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ . اَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩৫৬. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী খাতীয়াতী, ওয়া জাহ্‌লী, ওয়া ইসরাফী ফী আমরী, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জিদ্দি, ওয়া হাযলী, ওয়া খাতায়ী, ওয়া 'আমাদী, ওয়া কুল্লু যালিকা ইনদী। আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা কাদ্দাম্‌তু, ওয়া-মা আখ্যারতু, ওয়া-মা আসরারতু, ওয়া-মা আ'লানতু, ওয়া-মা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মুয়াখ্‌খিরু, ওয়া আনতা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ্ ও অজ্ঞতাপ্রসূত গুনাহ্ মাফ করে দিন এবং আমার কাজে বাড়াবাড়ি ও আমার সেই সব গুনাহ মাফ করে দিন, যা আপনি আমার চাইতে বেশী জানেন। হে আল্লাহ! আপনি মাফ করে দিন আমার সেই সব গুনাহ্, যা আমি বুঝেশুনে করেছি এবং যা আমি তামাশাচ্ছলে করেছি। আর আপনি মাফ করে দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ্। এসবই আমার মধ্যে রয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি মাফ করে দিন আমি পূর্বে ও পরে যে সব গুনাহ্ করেছি এবং যে সব গুনাহ্ করেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে। আর সেই সব গুনাহ্ও মাফ করে দিন, যা আপনি আমার চাইতে বেশী জানেন। আপনিই প্রথম এবং আপনিই সর্ব-শেষ। আর আপনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

*বুখারীঃ অধ্যায় (৮০) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬০) নিজের পূর্ব ও পরের সবগুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য নবী (সা:) এর দু'আ। হাদীস নং ৬৩৯০। মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (১৮) যা করেছে এবং যা করেনি তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া, হাদীস নং (২৭১৯)-৭০।

www.amarboi.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَللّٰهُمَّ انِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ».(رواه مسلم)

৩৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব দু'আ পড়ে প্রার্থনা করতেন, তা ছিল ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুজাআতি নিকমাতিকা ওয়া জামী'ই সাখাতিকা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই আপনার নি'আমত বিলোপ হওয়া, আপনার নিরাপত্তা পরিবর্তন হওয়া, আপনার আচানক আযাব ও আপনার যাবতীয় অসন্তোষ থেকে)। (মুসলিম*)

ঋণমুক্তির দু'আ

عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ مُكَاتِبًا جَاءَهُ فَقَالَ : انِّىْ قَدْعَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ ، فَاَعِنِّىْ ، قَالَ : اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَوْكَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ (صَبِيْرٍ) دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ . قَالَ : قُلْ «اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ». (رواه الترمذى)

৩৫৮. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার আযাদীর জন্য চুক্তিবদ্ধ একজন দাস তাঁর নিকট এসে বলল, আমি আমার মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে পড়েছি। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দেব, যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন? যদি তোমার ওপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি বলেন, বল ঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা 'আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়াকা (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার হালাল দ্বারা আমাকে আপনার হারাম থেকে বিরত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনি ব্যতীত অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন বানিয়ে দিন)। (তিরমিযী**)

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকির ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (২৬) জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীই হবে দরিদ্র এবং জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। হাদীস নং (২৭৩৯)-৯৬।

**তিরমিযীঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত অনুচ্ছেদ (১২২) ঋণমুক্তির দু'আ, হাদীস নং ৩৪৯৪।

www.amarboi.org

কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা

عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ . فَقَالَتْ : أَتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَتْ : فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ . فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، مُسْتَجَابَةٌ . عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ . كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ».

(رواه مسلم)

৩৫৯. সাফওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে আবু দারদার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাকে পাইনি। বাড়ীতে দারদার মাকে পেয়েছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এবছর হজ্জে যাচ্ছেন? আমি বললাম, হাঁ, যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমাদের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করবেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য তার মুসলমান ভাই- এর দু'আ (আল্লাহর দরবারে) কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে তার কোন মুসলমান ভাই- এর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে, তখনই সেই নিযুক্ত ফিরিশতা বলে, (আমীন) আল্লাহ কবূল করুন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ হোক। (অর্থাৎ তুমি তোমার মুসলিম ভাই- এর জন্য যে কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলে সে কল্যাণ তোমারও হোক)। (মুসলিম*)

দু'আ কবুল হওয়ার সময়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ . فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». (رواه مسلم)

৩৬০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাজদার সময় বান্দা তার প্রতিপালকের সর্বাধিক

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৮) যিকর ও দু'আ, অনুচ্ছেদ (২৩) কোন মুসলমানের অনুপুস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করার ফযীলত, হাদীস নং (২৭৩৩)-৮৮।

www.amarboi.org

নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সাজদায় গিয়ে বেশী করে দু'আ কর। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ : قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ؟ قَالَ «جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ ، وَدُبُرِ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَاتِ». (رواه الترمذى)

৩৬১. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সময়ের দু'আ বেশী কবুল হয়? তিনি বললেন ঃ শেষ রাতের মধ্যভাগের দু'আ এবং ফরয নামাযসমূহের পরের দু'আ। (তিরমিযী**)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ». (رواه مسلم)

৩৬২. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আটি বেশী করে পড়তেন ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি। (অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তওবা করছি। (বুখারী ও মুসলিম***)

মেঘ ও ঝড়-তুফান দেখা গেলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ «اَللّٰهُمَّ! اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرَ مَافِيْهَا ، وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ . وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا ، وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ». قَالَتْ : وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ،

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪২) রুকূ'ও সাজদায় পড়ার দু'আ, হাদীস নং (৪৮২)-২১৫।

**তিরমিযিঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৮০) প্রতি রাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটতম আসমানে আসেন, হাদীস নং ৩৪৩১।

মুসলিম ঃ অধ্যায় (৪) সালাত, অনুচ্ছেদ (৪২) রুকূ ও সাজদায় কি বলবে, হাদীস নং (৪৮৪)-২২০।

www.amarboi.org

وَخَـرَجَ وَدَخَلَ ، وَأَقْـبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَـإِذَا مَطَرَتْ سُـرِّيَ عَنْـهُ . فَعَرَفْتُ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَأَلْتُـهُ . فَقَالَ « لَعَلَّهُ يَاعَائِشَةُ! كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ : فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ، قَالُوْا : هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ». (رواه مسلم)

৩৬৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফীহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহী, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শার্রি মা ফীহা ওয়া শার্রি মা উরসিলাত বিহী" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ বাতাস থেকে কল্যাণ কামনা করছি এবং এর মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে এবং যে কল্যাণসহ এ বাতাস প্রেরিত হয়েছে, তা কামনা করছি। আর এর অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে এবং যে অকল্যাণসহ এ বাতাস প্রেরিত হয়েছে, তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) আয়িশা (রাঃ) বলেন, আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন হত এবং ঝড়বৃষ্টি আসার উপক্রম হত, তখন তাঁর চেহারা মলিন হয়ে যেত। তিনি একবার ঘর থেকে বের হতেন, আবার ঘরে প্রবেশ করতেন, সামনের দিকে যেতেন, আবার পিছিয়ে আসতেন। বৃষ্টি হতে লাগলে তিনি খুশী হতেন। তাঁর চেহারায় আমি খুশীর ছাপ দেখতে পেতাম। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ হে আয়িশা! হতে পারে এ মেঘ (আযাব স্বরূপ)। যেমন আদ জাতির লোকেরা যখন আযাবকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা- অভিমুখী দেখেছিল, তখন বলেছিল, এতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (মুসলিম*)

ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ ... (اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ ، لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ) قَالَ : فَقَالَ « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৯) ইসতিসকা, অনু (৩) মেঘ ও প্রবল বাতাসের সময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করা। হাদীস নং (৮৯৯)-১৫।

www.amarboi.org

اذا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سَأَلَ بِهِ اَعْطَى ». (رواه الترمذى)

৩৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আল- আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই বলে দু'আ করতে শুনেছেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বি-আন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ্ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি এই অসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই একমাত্র আল্লাহ। আপনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আপনি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই) বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি ইসমে আযম (আল্লাহর মহান নাম)-এর অসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করেছে, যার অসীলায় দু'আ করা হলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন। (তিরমিযী*)

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ (وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ) وَفَاتِحَةِ اٰلِ عِمْرَانَ (الۤمّۤ . اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ) ». (رواه الترمذى)

৩৬৫. আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর (ইসমে আযম) মহান নাম এই দুটি আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। (একটি আয়াত) ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদ, লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম (অর্থাৎ আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি দয়াময়, মেহেরবান) (দ্বিতীয় আয়াতটি হল) সূরা আল ইমরানের প্রথম আয়াত- আলিফ লাম মীম, আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইউম (অর্থাৎ আলিফ লাম মীম! তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী)। (তিরমিযী**)

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৫) রাসুল (সঃ) থেকে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর সমষ্টি, হাদীস নং ৩৪০৮।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৪৮) দাওয়াত, অনুচ্ছেদ (৬৫) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আর সমষ্টি। হাদীস নং ৩৪০৯।

www.amarboi.org

চতুর্দশ অধ্যায়

নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

গীবত ও চোগলখোরী করা হারাম

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ زاِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ্। তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণা কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২)

عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً يَنُمُّ الْحَدِيْثَ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ». (رواه مسلم)

৩৬৬. হুযাইফা (রাঃ) খেকে বর্ণিত। একবার তাঁকে অবহিত করা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি একজনের কথা অন্যের কানে লাগায় (অর্থাৎ চোগলখোরী করে বেড়ায়)। একথা শুনে হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ ، فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِىْ قُبُوْرِهِمَا ، فَقَالَ « يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرَةٍ ، وَاِنَّهُ

---

*মুসলিম অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৪৫) চোগলখোরী করা কঠোর হারাম হওয়ার বর্ণনা, হাদীস নং (১০৫)-১৬৮।

www.amarboi.org

لَكَبِيْرٌ ، كَانَ اَحَدُهُمَا لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَالْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ . ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ اَوِ اثْنَيْنِ - فَجَعَلَ كِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا ، وَكِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا . فَقَالَ « لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৬৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি দু'জন লোকের চিৎকার শুনতে পেলেন, তাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ বড় কোন গুনাহর কারণে এদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য এটা বড় গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না (অর্থাৎ পেশাব থেকে পবিত্র থাকতো না)। অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা ডাল এনে দুই টুকরা করলেন। এক টুকরা এক কবরে এবং দ্বিতীয় টুকরাটি অপর কবরটির ওপর গেড়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আশা করা যায় যে, ডাল দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব কিছুটা হ্রাস করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

মিথ্যা বলা মুনাফেকী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا . وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِّنْ نِفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَاخَاصَمَ فَجَرَ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩৬৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি দোষ যার মধ্যে রয়েছে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ দোষগুলোর যে কোন একটি থাকবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর স্বভাব থেকে যাবে। সে চারটি দোষ হল ঃ (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে। (৩) ওয়াদা করলে

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৪৯) চোগলখোরী করা কবীরা গুনাহ, হাদীস নং ৬০৫৫। মুসলিমঃ অধ্যায় (২) তাহারাত, অনুচ্ছেদ (৩৪) পেশাব নাপাক হওয়ার প্রমাণ, হাদীস নং (২৯২) ১১১।

www.amarboi.org

তার খেলাফ করে (৪) এবং যখন সে ঝগড়া করে, তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী ও মুসলিম*)

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ اَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ ، وَلَنْ يَّفْعَلَ . وَمَنْ اِسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ اَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ ، صُبَّ فِيْ اُذُنَيْهِ الْاَنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ». (رواه البخارى)

৩৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন বর্ণনা করবে যা সে আদৌ দেখেনি, তাকে দুটি যবের মধ্যে গিঁট লাগানোর কষ্ট দেয়া হবে, কিন্তু সে কিছুতেই তা লাগাতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কোন কাওমের এমন কথা কান লাগিয়ে শোনবে, যা তারা পছন্দ করে না বা তার থেকে তারা পলায়নপর, কিয়ামতের দিন তার দু'কানে শীশা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি তুলবে, তাকে আযাব দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে তার মধ্যে জীবন দিতে, কিন্তু সে তা কখনই পারবে না। (বুখারী*)

বড় কবীরা গুনাহ

عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ ثَلاَثًا « اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : اَلاَ وَ قَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ، اَلاَ وَ قَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ . فَمَازَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْتُ لاَيَسْكُتُ ».

(متفق عليه واللفظ للبخارى)

---

*বুখারীঃ অধ্যায় (২) ঈমান, অনুচ্ছেদ (২৪) মুনাফিকের আলামত, হাদীস নং ৩৪। মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (২৫) মুনাফিকের আলামতের বর্ণনা, হাদীস নং (৫৮) ১০৬।

**বুখারী অধ্যায় (৯১) তা'বীর অনুচ্ছেদ (৪৪) মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা, হাদীস নং ৭০৪২।

www.amarboi.org

৩৭০. আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় (কবীরা) গুনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম. বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তিনবার বললেনঃ তা হল, আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা। এ সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বল্লেন ঃ সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। এভাবে তিনি বলতে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, তিনি কি বিরত হবেন না। (বুখারী ও মুসলিম*)

কোন প্রাণীকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ اِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ اِلَى الْاَرْضِ ، فَتُغْلَقُ اَبْوَابُهَا دُوْنَهَا . ثُمَّ تَاْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، فَاِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ اِلَى الَّذِيْ لُعِنَ ، فَاِنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلاً ، وَاِلاَّ رَجَعَتْ اِلٰى قَائِلِهَا ». (رواه ابوداود)

৩৭১. আবূদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন কোন কিছুর প্রতি অভিশাপ দেয়, তখন সে অভিশাপ আসমানের দিকে উঠে যায়। আসমানে উঠার পূর্বেই আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। (ফলে আসমানে উঠতে না পেরে) তা পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। তখন যমীনের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। (যমীনেও পতিত হতে না পেরে) তা ডানে-বামে ছুটাছুটি করে। সেখানেও যদি পতিত হওয়ার কোন স্থান না পায়, তাহলে যার প্রতি অভিশাপ দেয়া হয়েছে, তার কাছে ফিরে যায়। সে অভিশাপের উপযুক্ত হলে তার ওপর পতিত হয়। অন্যথায় তা অভিশাপকারীর নিকট ফিরে যায় (এবং তার ওপরই পতিত হয়)। (আবূ দাউদ**)

অশ্লীল কথা বলা ও অভিসম্পাত করা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৭৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৬) মাতা-পিতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ, হাদীস নং ৫৯৭৬। মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৩৮) বড় কবীরা গুনার বর্ণনা, হাদীস নং (৮৭)-১৪৩।

** আবূ দাউদঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ লা'নাত দেয়ার বর্ণনা, হাদীস নং ৪৯০৫।

www.amarboi.org

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الْفَاحِشِ ، وَلاَ الْبَذِيِّ». (رواه الترمذى)

وفى رواية له «مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ ، رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ»

৩৭২. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কখনো অধিক নিন্দাকারী, অভিসম্পাত-কারী, অশ্লীল ও কটুভাষী হতে পারে না। (তিরমিযী*)

তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি অভিশাপযোগ্য নয়, তাকে কেউ অভিশাপ দিলে তা অভিশাপকারীর ওপরই প্রত্যাবর্তিত হয়।

কোন মুসলমানকে কাফির বলার পরিণতি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا ، اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ . وَاِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ».

(رواه مسلم)

৩৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি ইবনে উমার (রাঃ)- কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক তার কোন মুসলমান ভাইকে কাফের বললে তা (কুফরী) অবশ্যই তাদের দু'জনের যে কোন একজনের ওপর পতিত হবে। যাকে কাফের বলা হয়েছে, সে যদি সত্যিই কাফের হয়ে থাকে, তাহলে তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু সে যদি কাফের না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফের বলেছে, তার ওপরই কুফরী পতিত হবে। (মুসলিম**)

মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা, খারাপ ধারণা করা ও দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো নিষিদ্ধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ . فَيُغْفَرُ

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (২৭) বির্‌র ওয়াস সিলাহ্‌, অনুচ্ছেদ (৪৮) অভিশাপ, হাদীস নং ১৯২৭।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (২৬) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলে তার ঈমানের অবস্থা, হাদীস নং (৬০)-১১১।

www.amarboi.org

لِكُلِّ عَبْدٍ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا . اِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ . فَيُقَالُ : اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ». (رواه مسلم)

৩৭৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। কাজেই যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া, যার সাথে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে। তাদের ব্যাপারে বলা হয়, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। এদের অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। এদের অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ . فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ » اَوْ قَالَ « اَلْعُشْبَ ». (رواه ابو داود)

৩৭৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাক। কেননা, হিংসা মানুষের নেক আমলগুলোকে এভাবে খেয়ে শেষ করে দেয়, যেমন আগুন শুকনা কাঠ জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলে। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আগুন যেমন শুকনা ঘাস জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। (আবূ দাউদ**)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ . وَلاَتَحَسَّسُوْا ، وَلاَتَجَسَّسُوْا ، وَلاَتَنَافَسُوْا ، وَلاَتَحَاسَدُوْا ، وَلاَتَبَاغَضُوْا ،

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৫) বিররূ ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (১১) মুসলমানের সাথে শত্রুতা করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং (২৫৬৫)-৩৫।

** আবূ দাউদঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ হিংসা করা, হাদীস নং ৪৯০৩।

www.amarboi.org

وَلاَتَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ». (رواه مسلم)

৩৭৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অযথা কুধারণা করা থেকে দূরে থাক। কেননা, কুধারণা করা বড় মিথ্যা কথা। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, প্রতিযোগিতা করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করো না, একে অপরকে ত্যাগ করো না বরং আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোল। (মুসলিম*)

গর্ব-অহংকার করা হারাম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » قَالَ رَجُلٌ : اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ « اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ . اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ». (رواه مسلم)

৩৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ গর্ব-অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, কোন ব্যক্তি তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতা-সেন্ডেল ইত্যাদি সুন্দর হওয়া পছন্দ করে (এটাও কি অহংকার হবে?) তিনি বললেন ঃ আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (মুসলিম**)

মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করা নিষেধ

عَنْ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ « اَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَاللّٰهِ! لاَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلاَنٍ . وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ « مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَأَلّٰى عَلَىَّ اَنْ لاَّ اَغْفِرَ لِفُلاَنٍ . فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলাহ্‌, অনুচ্ছেদ (৯)খারাপ ধারণা করা ও গোয়েন্দা-গিরী করা হারাম, হাদীস নং (২৫৬৩)-২৮।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৩৯) অহংকার করা হারাম, হাদীস নং (৯১)-১৪৭।

www.amarboi.org

لِفُلاَنٍ ، وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». (رواه مسلم)

৩৭৮. জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। তার এ কথায় আল্লাহ তা'আলা (রাগান্বিত হয়ে) বললেন ঃ কে সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কসম করে বলে, আমি অমুক লোককে ক্ষমা করব না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সকল আমল ব্যর্থ করে দিলাম। (মুসলিম*)

প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ . اَلاَ وَلاَغَادِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ اَمِيْرِ عَامَّةٍ». (رواه مسلم)

৩৭৯. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা থাকবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুসারে তা উর্ধে তুলে ধরা হবে। সাবধান! রাষ্ট্র প্রধান অপেক্ষা বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হবে না। (মুসলিম**)

কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ» قَالَ : فَقَالَ - وَاللّٰهُ اَعْلَمُ - لاَ اَنْتِ اَطْعَمْتِهَا وَلاَسَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِهَا ، وَلاَاَنْتِ اَرْسَلْتِهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৫) বির্‌র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ (৩৯) মানুষের আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া নিষিদ্ধ, হাদীস নং (২৬২১)-১৩৭।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৪৬) পায়ের গোছার নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, দান করে খোঁটা দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, হাদীস নং (১০৭)-১৭২।

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। বিড়ালটিকে সে বেঁধে রেখেছিল (তাকে খাদ্য-পানীয় কিছুই দেয়নি)। ফলে বিড়ালটি না খেয়ে মারা যায়। এ অপরাধে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহই ভাল জানেন, বিড়ালটিকে যখন তুমি বেঁধে রেখেছিলে, তখন তাকে খাদ্য-পানীয় কিছুই দাওনি এবং তাকে ছেড়েও দাওনি যে, সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْنَصَبُوْا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُوْنَهُ . وَقَدْجَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ . فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا . اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ ، غَرَضًا ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩৮১. সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রাঃ) কতিপয় কুরাইশ যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছিল। আর তারা ঠিক করেছিল যে, তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রত্যেকটি তীর হবে পাখির মালিকের জন্য। অতঃপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে দেখে পালিয়ে গেল। (ইবনে উমার) বললেন, কে একাজ করেছে? যে একাজ করেছে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত। কেননা, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানায়, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ زَاذَانَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ اَثَرًا . فَقَالَ لَهُ اَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَاَنْتَ عَتِيْقٌ . قَالَ : ثُمَّ

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৪২) মুসাকাত, অনুচ্ছেদ (৯) পানি পান করানোর ফযীলত। হাদীস নং ২৩৬৫। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৯) সালাম, অনুচ্ছেদ (৪০) বিড়াল হত্যা করা হারাম। হাদীস নং (২২৪২)- ১৫১।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৭২) যাবায়েহ, অনুচ্ছেদ (২৫) পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর মারা এবং চাঁদমারী করা মাকরূহ, হাদীস নং ৫৫১। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৪) জাবায়েহ অনুচ্ছেদ (১২) প্রানীকে বেঁধে তাকে তীরের লক্ষ্যস্থান বানানো নিষিদ্ধ। হাদীস নং (১৯৫৮)-৫৯।

www.amarboi.org

اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ : مَالِىْ فِيْهِ مِنَ الْاَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا . اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، اَوْ لَطَمَهُ ، فَاِنَّ كَفَّارَتَهُ اَنْ يُّعْتِقَهُ » . (رواه مسلم)

৩৮২. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক গোলামকে ডাকালেন। অতঃপর তার পিঠে প্রহারের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে খুব ব্যথা দিয়েছি। সে বলল, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি স্বাধীন। রাবী বলেন, এরপর তিনি মাটি থেকে কিছু হাতে নিয়ে বললেন, তাকে আযাদ করে দেয়ার মধ্যে আমার এতটুকু নেকীও হয়নি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে তার কোন গোলামকে প্রহার করল কিংবা থাপ্পড় মারল, তার কাফফারা হল, সে উক্ত গোলামকে আযাদ করে দেবে। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ : كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِىْ . فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا « اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ! اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ » فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ . فَقَالَ « اَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ » . (رواه مسلم)

৩৮৩. আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমি পিছন দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, সাবধান আবূ মাসউদ! তুমি তোমার গোলামের ওপর যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহ্ তোমার ওপর তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম। তিনি বললেন ঃ সাবধান! যদি তুমি এটা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন অবশ্যই তোমাকে জ্বালিয়ে দিত অথবা বলেছেন, আগুন অবশ্যই

* মুসলিমঃ অধ্যায় (২৭) আইমান অনুচ্ছেদ (৮) ক্রীতদাসকে খাপ্পড় মারার কাফ্ফারা ,হাদীস নং (১৬৫৭)-৩০।

www.amarboi.org

তোমাকে স্পর্শ করতো। (মুসলিম*)

সূদের পরিণতি

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم والترمذى واللفظ لمسلم)

৩৮৪. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূদখোর, সূদদাতা, সূদের হিসাব রক্ষক ও সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ (এক্ষেত্রে) তারা সবাই সমান। (মুসলিম ও তিরমিযী**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلدِّرْهَمُ رِبًا اَشَدُّ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالىٰ مِنْ سِتٍّ وَّ ثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً فِى الْخَطِيْئَةِ». (رواه الدارقطنى)

৩৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এক দিরহাম সূদ ছত্রিশ বার যিনার গুনাহর চেয়েও কঠিন। (দারা কুতনী***)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا ، اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ». (رواه ابن ماجة)

৩৮৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সূদের মধ্যে সত্তরটি অপরাধ রয়েছে। এর সর্বনিম্ন অপরাধ হল আপন মায়ের সাথে যিনা করার সমতুল্য। (ইবন মাজাহ্****)

গায়ের মাহ্রাম নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

* মুসলিমঃ অধ্যায় (২৭) আইমান, অনুচ্ছেদ (৮) ক্রীতদাসকে থাপপড় মারার কাফ্ফারা, হাদীস নং (১৬৫৯)-৩৫।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (২২) মুসাকাত, অনুচ্ছেদ (১৯) সূদ খোর ও সূদ দাতার প্রতি লা'নত। হাদীস নং (১৫৯৮)-১০৬। তিরমিযীঃ অধ্যায় (১৪) ক্রয়-বিক্রয়, অনুচ্ছেদ (২) সূদ খাওয়া, হাদীস নং ১১৪৪।

*** দারাকুতনীঃ অধ্যায়- বেচাকেনা, হাদীস নং ৫০।

**** ইবনু মাজাঃ অধ্যায়- বেচাকেনা, অনুচ্ছেদ- সূদের ব্যাপারে কঠোরতা, হাদীর নং ২।

www.amarboi.org

«اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ «اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ». (متفق عليه)

৩৮৭. উকবা ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! গায়ের মাহরাম[১] নারীদের কাছে তোমরা যেও না। তখন একজন আনসার সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের কাছে যাওয়া সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ দেবর তো মৃত্যু তুল্য। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ «لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

৩৮৮. আবূ মা'বাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাষণদানকালে বলতে শুনেছি ঃ কোন পুরুষ কখনো (গায়ের মাহরাম) কোন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করবে না। তবে তার সাথে তার মাহরাম[২] কোন পুরুষ থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম**)

পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

১। যে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে বন্ধন চিরস্থায়ীভাবে হারাম নয় তারা একজন অন্যজনের জন্য গায়ের মাহরাম। তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয নয়।

২। যে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে বন্ধন চিরস্থায়ীভাবে হারাম, তারা পরস্পর মাহরাম। তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাত জায়েয।

* বুখারীঃ অধ্যায় (৬৭) নিকাহ, অনুচ্ছেদ (১১১) গায়ের মাহরাম কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নিভৃত অবস্থান করবে না, হাদীস নং ৫২৩২। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৯) সালাম, অনুচ্ছেদ (৮) গায়ের মাহরাম নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম, হাদীস নং (২১৭২)-২০।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৬৭) নিকাহ, অনুচ্ছেদ (১১১) মাহরাম ছাড়া গায়ের মাহরাম কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জন অবস্থান করবে না, হাদীস নং ৫২৩৩। মুসলিমঃ অধ্যায় (১৫) হজ্জ, অনুচ্ছেদ (৭৪) নারীরা মাহরাম পুরুষের সাথে সফর করবে, হাদীস নং (১৩৪১)-৪২৪

www.amarboi.org

بِالرِّجَالِ». (رواه البخاري)

৩৮৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ» وَقَالَ «اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ». (رواه البخاري)

৩৯০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের বেশ ধারণকারী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ তাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। (বুখারী**)

সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ . وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ ، رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا . وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا». (رواه مسلم)

৩৯১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মধ্যে এমন দু'শ্রেণীর লোক রয়েছে, যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। তাদের এক শ্রেণীর লোকদের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। তাদের অপর শ্রেণীটি হবে নারী। পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও তাদেরকে উলঙ্গ দেখা যাবে। (তারা নিজেদের

*বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস (৬১) পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশ ধরা, হাদীস নং ৫৮৮৫।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৬২) নারীর বেশ ধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা, হাদীস নং-৫৮৮৬।

www.amarboi.org

নারী-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য দেহের কিছু অংশ খোলা রাখে কিংবা পাতলা মিহি কাপড় পরিধান করে, যাতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় অথবা এমন ভাবে পোশাক পরে যাতে দেহের সৌন্দর্যগুলো ফুটে উঠে ইত্যাদি) তারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, নৃত্যের ভঙ্গিতে পথ চলবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপার অবস্থা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মত। এসব নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম*)

পরচুলা লাগানো ও উলকি উৎকীর্ণ করা নিষিদ্ধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، يَعْنِىْ لَعَنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি ঃ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী উলকি অংকন করে এবং যে করায়, আর যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নারী পরচুলা ব্যবহার করে, সে সব নারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করেছেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সব নারীর ওপর অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম**)

عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ : سَأَلَت امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ ابْنَتِىْ اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا ، وَاِنِّىْ زَوَّجْتُهَا اَفَاَصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ «لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৯৩. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের হামজ্বর হয়েছিল। ফলে তার মাথার চুল উঠে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি।

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস অনুচ্ছেদ (৩৪) বস্ত্র পরিহিতা বিবস্ত্রা এবং আসক্তা নারী, হাদীস নং (২১২৮)-১২৫।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৮৫) যে নারী পরচুলা লাগায়, হাদীস নং ৫৯৪২। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৩৩) পরচুলা লাগানো ও উলকী উৎকীর্ণ করা হারাম, হাদীস নং (২১২৪)-১১৯।

www.amarboi.org

আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি? জবাবে তিনি বললেন ঃ যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে পরচুলা ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম*)

গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে যাওয়া হারাম

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً». (رواه مسلم)

৩৯৪. সাফিয়া (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন স্ত্রীর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গণকের নিকট গিয়ে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করল (এবং সে যা বল্ল তা বিশ্বাস করল,) তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। (মুসলিম**)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ . كُنَّا نَأْتِى الْكُهَّانَ . قَالَ «فَلَاتَأْتُوا الْكُهَّانَ» قَالَ : قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ . قَالَ «ذَاكَ شَيْئٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ فِى نَفْسِهِ ، فَلَايَصُدَّنَّكُمْ». (رواه مسلم)

৩৯৫. মু'আবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলী যুগে কিছু কাজ করতাম, আমরা জ্যোতিষীদের নিকট যেতাম। এ কথা শুনে তিনি বল্লেন ঃ তোমরা জ্যোতিষীদের নিকট যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা বিভিন্নভাবে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করে থাকি। তিনি বললেন ঃ এটা একটা বিষয়, যা তোমাদের কেউ কেউ মনে পোষণ করে থাকে। সুতরাং তা যেন তোমাদেরকে (কাজকর্ম থেকে) বিরত না রাখে। (মুসলিম***)

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৮৫) যে নারী পরচুলা লাগায়, হাদীস নং ৫৯৪১। মুসলিম অধ্যায় (৩৭) লিবাস। অনুচ্ছেদ (৩৩) পরচুলা লাগানো ও উলকী উৎকীর্ণ করা হারাম, হাদীস নং (২১২২)-১১৫।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৯) সালাম, অনুচ্ছেদ (৩৫) গণনা করা ও গণকের কাছে যাওয়া হারাম, হাদীস নং (২২৩০)-১২৫।

*** মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৯) সালাম, অনুচ্ছেদ (৩৫) গণনা করা ও গণকের কাছে যাওয়া হারাম, হাদীস নং (৫৩৭)-১২১।

www.amarboi.org

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «اَحْسَنُهَا الْفَالُ ، وَلاَتَرُدُّ مُسْلِمًا . فَاِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ مَايَكْرَهُ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ لاَيَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ اِلاَّ اَنْتَ، وَلاَيَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلاَّ اَنْتَ ، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِكَ». (رواه ابوداود)

৩৯৬. উরওয়াহ ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, এর মধ্যে উত্তম হল ফাল (ভাল কথা)। তবে শুভ-অশুভ লক্ষণ কোন মুসলমানকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের কেউ যখন অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখে, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কেউই কল্যাণ করতে পারে না এবং আপনি ব্যতীত মন্দ দূর করার ক্ষমতা আর কারো নেই। অবস্থার পরিবর্তন ও কলাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই। (আবূ দাউদ*)

প্রাণীর ছবি তোলা নিষিদ্ধ

عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ مَسْرُوْقٍ فِىْ دَارِ يَسَارِبْنِ نُمَيْرٍ ، فَرَأَى فِىْ صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ . فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৯৭. মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসরূকসহ আমরা ইয়াসার ইবনে নুমাইর- এর ঘরে ছিলাম। মাসরূক ইয়াসার ইবনে নুমাইর- এর ঘরের সম্মুখ বারান্দায় প্রাণীর ছবি দেখতে পেলেন। অতঃপর বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ছবি নির্মাতাদেরই সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে। (বুখারী ও মুসলিম**)

---

* আবূ দাউদঃ অধ্যায়, তিব, অনুচ্ছেদ ফাল নেয়ার বর্ণনা ,হাদীস নং ৩৯১৯।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৮৯) কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের আযাব হবে, হাদীস নং ৫৯৫০। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (২৬) প্রাণীর ছবি তোলা হারাম, হাদীস নং (২১০৯)-৯৮।

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ ، فَرَأَى فِىْ اَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ . فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً » وفى رواية « اَوْ شَعِيْرَةً ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৩৯৮. আবূ যুর'আ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)- এর সাথে মদীনার একটি বাড়ীতে প্রবেশ করলে আবূ হুরাইরা (রাঃ) দেখতে পেলেন, একজন ছবি অংকনকারী ঘরের উপরের অংশে প্রাণীর ছবি অংকন করছে। এটা দেখে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) সে ব্যক্তির চেয়ে যালেম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির (প্রাণীর) সদৃশ সৃষ্টি করতে যায়। (তার যদি এতই ক্ষমতা থাকে) তাহলে সে যেন একটি শস্যদানা অথবা একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করে। বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে, একটি যবের দানা সৃষ্টি করে। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يُقَالُ لَهُمْ : اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ ». (متفق عليه)

৩৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা এসব ছবি (প্রাণীর ছবি) আঁকে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যে ছবি এঁকেছো তাতে প্রাণ দান কর। (বুখারী ও মুসলিম**)

যে ঘরে প্রাণীর ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَتَصَاوِيْرُ ». (متفق عليه

* বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৯০) ছবি ছিঁড়ে ফেলা। হাদীস নং ৫৯৬৩। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (২৬) প্রাণীর ছাবি তোলা হারাম। হাদীস (২১১১)-১০১।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৮৯) কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের আযাব হবে, হাদীস নং ৫৯৫১। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (২৬) প্রাণীর ছবি তোলা হারাম, হাদীস নং (২১০৮)-৯৭।

www.amarboi.org

(واللفظ للبخاری)

৪০০. আবূ তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি রয়েছে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। (বুখারী ও মুসলিম*)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ سَاعَةٍ يَأْتِيْهِ فِيْهَا ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ . وَفِيْ يَدِهِ عَصًا ، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَ « مَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ ، وَلاَرُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ . فَقَالَ « يَاعَائِشَةُ! مَتٰى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ هٰهُنَا » فَقَالَتْ: وَاللّٰهِ مَادَرَيْتُ . فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . فَجَاءَ جِبْرِيْلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَعَدْتَنِى فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ» فَقَالَ : مَنَعَنِى الْكَلْبُ الَّذِيْ كَانَ فِى بَيْتِكَ . اِنَّا لاَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَصُوْرَةٌ. (رواه مسلم)

৪০১. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কোন নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসার ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অবিবাহিত হওয়ার পরও তিনি আসলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুরের বাচ্চা দেখে বললেন ঃ হে আয়িশা! কুকুরটি এখানে কখন ঢুকেছে? আয়িশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এটি কখন ঢুকেছে তা আমি জানি না। তিনি আদেশ দিলে কুকুরটিকে বের করে দেয়া হল। তখনই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আসার ওয়াদা করেছেন, আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু আপনি আসেননি। এর জবাবে তিনি বললেন ঃ আপনার ঘরে যে কুকুরটি ছিল, সেটি আমার আসার ক্ষেত্রে

*বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৮৮) ছবি, হাদীস নং ৫৯৪৯। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (২৬) প্রাণীর ছবি তোলা হারাম, হাদীস নং (২১০৬)-৮৩।

www.amarboi.org

প্রতিবন্ধক হয়েছিল। কেননা, যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা (রহমতের ফিরিশতা) প্রবেশ করি না। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِى الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ اَوْ غَنَمٍ اَوْ صَيْدٍ ، يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ ». (رواه مسلم)

وَفِى رِوَايَةٍ لَه « نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَطَانِ »

৪০২. আবুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত বা ছাগল অথবা অন্যান্য গবাদি পশু পাহারা দেয়া কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করে, তার নেক আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত নেকী কমে যায়। (মুসলিম**)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের নেক আমল থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত[১] নেকী কমে যায়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِّىْ عَلٰى سَهْوَةٍ لِّىْ ، فِيْهَا تَمَاثِيْلُ . فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ . وَقَالَ «اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِيْنَ يَضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ». قَالَتْ : فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ . (رواه البخارى)

৪০৩. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফর হতে বাড়ী ফিরলেন। আমি আমার ঘরের আঙ্গিনায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, তাতে প্রাণীর ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঐ সব লোকের, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ বানায়

১। এক কীরাতের পরিমাণ হল উহুদ পাহাড়ের সমান।

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (২৬) প্রাণীর ছবি তোলা হারাম, হাদীস নং (২১০৪)-৮১।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (২২) মুসাকাত, অনুচ্ছেদ (১০) কুকুর মারার নির্দেশ ও তা রহিত হওয়ার বর্ণনা, হাদীস নং (১৫৭৪)-৫৬।

www.amarboi.org

(প্রাণীর ছবি তোলে)। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি সেই পর্দাটি দিয়ে একটি অথবা দুটি আসন তৈরী করে নিয়েছি। (বুখারী*)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা কবীরা গুনাহ্

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ : لاَ ، وَالْكَعْبَةِ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَيُحْلَفُ بِغَيْرِ اللّٰهِ . فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ ». (رواه الترمذى)

৪০৪. সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, না, কা'বার শপথ! তখন ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, গায়রুল্লাহ্র নামে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা যায় না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল। (তিরমিযী**)

শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, মানুষ হত্যা ও মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ্

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ « اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ « ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ « اَلْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ » قُلْتُ : وَمَا الْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ؟ قَالَ « اَلَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ ». (رواه البخارى)

৪০৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরা গুনাহ কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। সে পুনরায় আরয করল, এরপর (কবীরা গুনাহ্) কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ

* বুখারীঃ অধ্যায় (৭৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (৯১) যে সব ছবি পদদলিত করা হয়, হাদীস নং ৫৯৫৪।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (২০) নুযুর ওয়াল আইমান অনুচ্ছেদ (৮) আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর নামে শপথ করা কবীরা গুনাহ্, হাদীস নং ১৪৭৭।

www.amarboi.org

মাতা-পিতার নাফরমানী করা। সে আবার বলল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ এর পরের কবীরা গুনাহ্ হল, মিথ্যা শপথ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ যে শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করা হয়, তা হল, মিথ্যা শপথ। (বুখারী*)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِه ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اُرَاكٍ».

(رواه مسلم)

৪০৬. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথ করে কোন মুসলমানের হক আত্মসাত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাঁকে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি যদি নগণ্য কোন জিনিস হয়? জবাবে তিনি বললেন ঃ সেটি যদি বাবলা গাছের একটি ডাল হয়, তবুও। (মুসলিম**)

রোগ-ব্যাধিকে গালি দেয়া নিষেধ

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اُمِّ السَّائِبِ ، اَوْ اُمِّ الْمُسَيِّبِ . فَقَالَ «مَالَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ اَوْ اُمَّ الْمُسَيِّبِ! تُزَفْزِفِيْنَ؟ قَالَتْ : الْحُمَّى ، لاَبَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا . فَقَالَ «لاَتَسُبِّى الْحُمَّى . فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِى اٰدَمَ ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ». (رواه مسلم)

৪০৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুস-সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েব- এর নিকট

* বুখারীঃ অধ্যায় (৮৮) ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, অনুচ্ছেদ (১) যে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার গুনাহ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার শাস্তি, হাদীস নং ৬৯২০।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৬১) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তার পরিণাম জাহান্নাম। হাদীস নং (১৩৭)-২১৮।

www.amarboi.org

গিয়ে বললেন ঃ হে উম্মুস-সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েব, তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁপছ কেন? সে বলল, আমার জ্বর হয়েছে। আল্লাহ তার (জ্বরের) কল্যাণ না করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, জ্বর বনী আদমের গুনাহ সমূহ দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (মুসলিম*)

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰه ، تَأْتِىْ بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِىْ بِالْعَذَابِ . فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلاَتَسُبُّوْهَا . وَسَلُوا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا». (رواه ابو داود)

৪০৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাতাস আল্লাহর অনুগ্রহ। কখনো তা রহমত বয়ে নিয়ে আসে, আবার কখনো তা আসে আযাব স্বরূপ। সুতরাং বাতাস দেখলে তোমরা তাকে গালি দিও না। বরং আল্লাহর নিকট তার কল্যাণ প্রার্থনা কর এবং তার অপকারিতা থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (আবূ দাউদ**)

স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে তার ডাকে সাড়া না দেয়া হারাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ ، فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا . لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ». (رواه مسلم)

৪০৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আসার (সহবাসের) আহবান জানালে (কোন ওযর ব্যতীত) স্ত্রী যদি তা প্রত্যাখ্যান করে, আর এতে স্বামী স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাকে (স্ত্রীকে) অভিশাপ দিতে থাকে। (মুসলিম***)

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৪৫) বিররু ওয়াস সিলাহ্, অনুচ্ছেদ (১৪) মু'মিন যেসব রোগ, ব্যাধি ও দুঃশ্চিন্তায় পতিত হয়, তার সাওয়াব, হাদীস নং (২৫৭৫)-৫৩।

** আবূ দাউদঃ অধ্যায় আদাব, অনুচ্ছেদ-হাওয়া প্রবল হলে তখন কি বলতে হবে, হাদীস নং ৫০৯৭।

*** মুসলিমঃ অধ্যায় (১৬) নিকাহ, অনুচ্ছেদ (২০) স্ত্রীর স্বামীর বিছানায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা হারাম, হাদীস নং (১৪৩৬)-১২।

www.amarboi.org

স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করা হারাম

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ اِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتُفْضِيْ اِلَيْهِ . ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». (رواه مسلم)

৪১০. আবদুর রহমান ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)- কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি (সেই নারী বা পুরুষ), যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর মিলিত হবার পর নিজেদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম*)

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা ও স্বামীর ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হালাল নয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ «لاَتَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ . وَلاَتَأْذَنْ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ . وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ كَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّ نِصْفَ اَجْرِهِ لَهُ». (رواه مسلم)

৪১১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী উপস্থিত থাকলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না এবং স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (গায়ের মাহ্‌রাম) কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না।[১] আর স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর উপার্জিত অর্থ থেকে যা ব্যয় (দান) করে স্বামী তার অর্ধেক সাওয়াব পাবে। (মুসলিম**)

১। স্বামী উপস্থিত থাকলে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত গায়ের মাহ্‌রাম কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারে না। এমতাবস্থায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহ্‌রাম কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়ার প্রশ্নই আসে না।

* মুসলিমঃ অধ্যায় (১৬) নিকাহ্, অনুচ্ছেদ (২১) নারীর গোপন বিষয় প্রকাশ করা হারাম, হাদীস নং (১৪৩৭)-১২৩।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১২) যাকাত, অনুচ্ছেদ (২৬) মুনীবের মাল থেক গোলাম যা খরচ করে, হাদীস নং (১০২৬)-৮৪।

www.amarboi.org

জুমু'আর দিনকে রোযা ও জুমু'আর রাতকে ইবাদতের জন্য খাস করা মাকরূহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لاَتَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ . وَلاَتَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ . اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ». (رواه مسلم)

৪১২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাতসমূহের মধ্য থেকে কেবল জুমু'আর রাতকে নফল নামায আদায় বা নফল ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং দিনসমূহের মধ্য থেকে কেবল জুমু'আর দিনকে নফল রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে তোমাদের কারো যদি কোন রোযা রাখার অভ্যাস থাকে এবং সেই রোযা যদি জুমু'আর দিনে পড়ে যায়, তবে ভিন্ন কথা। (মুসলিম*)

কবর পাকা করা, কবরের ওপর কিছু লিখা ও গম্বুজ নির্মাণ করা, কবর সামনে করে নামায পড়া ও কবরকে মাসজিদ বানানো নিষেধ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ». (رواه مسلم)

وفى رواية له «لاَتُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَتَجْلِسُوْا عَلَيْهَا»

وفى رواية للترمذى «وَاَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهَا ، وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهَا ، وَاَنْ تُوْطَاَ»

৪১৩. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের ওপর বসতে এবং কবরের ওপর গম্বুজ, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম**)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কবর সামনে করে নামায পড়বে না এবং কবরের ওপর বসবে না।

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (১৩) সাওম, অনুচ্ছেদ (৪) শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখা মাকরূহ, হাদীস নং (১১৪৪)-১৪৮।

** মুসলিমঃ অধ্যায় (১১) জানাইয। অনুচ্ছেদ (৩২) কবর পাকা করা ও কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা নিষিদ্ধ, হাদীস নং (৯৭০)-৯৪।

www.amarboi.org

তিরমিযীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের ওপর কিছু লিখে রাখতে, কিছু নির্মাণ করতে এবং কবর পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىِّ قَالَ : قَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبِ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَابَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَنْ لاَتَدَعَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ». (رواه مسلم)

وفى رواية له «وَلاَصُوْرَةً اِلاَّ طَمَسْتَهَا».

৪১৪. আবুল হাইয়াজ আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠাব, যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হল, সব মূর্তি বা প্রতিকৃতি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। সব উঁচু কবর ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। (মুসলিম*)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, সব ছবি ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : لَمَّانَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهِ ، فَاِذَا اغْتَمَّ بِهِ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ - وَهُوَ كَذٰلِكَ - «لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . يُحَذِّرُ مَاصَنَعُوْا . (رواه البخارى)

৪১৫. আয়িশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন মৃত্যু-কষ্ট শুরু হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর চাদরখানা মুখমন্ডলের ওপর টেনে দিতেন। আবার যখন খুব গরম অনুভব করতেন, তখন তা মুখমন্ডল থেকে সরিয়ে দিতেন। এ অন্তিম সময় তিনি বলেন ঃ ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নাত। কেননা, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছে। এ কথার মাধ্যমে তিনি স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করে দেন। (বুখারী**)

* মুসলিমঃ অধ্যায় (১১) জানাইয, অনুচ্ছেদ (৩১) কবর সমান করার হুকুম, হাদীস নং (৯৬৯)-৯৩।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৮) সালাম, অনুচ্ছেদ (৫) হাদীস নং ৪৩৬।

www.amarboi.org

সাতটি ধ্বংসকারী বিষয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ «اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ». قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ «اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ». (متفق عليه)

৪১৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ধ্বংসকারী সাতটি কাজ থেকে তোমরা দূরে থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, (২) জাদু করা, (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সতী মু'মিন নারীর ওপর চারিত্রিক মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম*)

পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা হারাম

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِيْ. وَاُحِلَّ لِاِنَاثِهِمْ». (رواه الترمذى)

৪১৭. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা এবং স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (তিরমিযী**)

পিতৃ-পরিচয় গোপন করার পরিণতি

عَنْ سَعْدٍ وَاَبِيْ بَكْرَةَ كِلاَهُمَا يَقُوْلُ : سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «مَنِ ادَّعٰى اِلٰى

* বুখারীঃ অধ্যায় (৫৫) অসিয়াতের বর্ণনা, অনুচ্ছেদ (২৩) আল্লাহ তা'আলার বানী, হাদীস নং ২৭৬৬। মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৩৮) কবীরা গুনাহর বর্ননা, হাদীস নং (৮৯)-১৪৫।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (২৪) লিবাস, অনুচ্ছেদ (১) পুরুষের রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার, হাদীস নং ১৬৬৫।

www.amarboi.org

غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».
(رواه مسلم)

وفى رواية له «لاَتَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ»:

৪১৮. সা'দ ও আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমার দু'কান শুনেছে এবং আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয় অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম। (মুসলিম*)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা নিজেদের পিতৃ-পরিচয় দিতে অনীহা বোধ কর না। যে ব্যক্তি নিজের পিতৃ-পরিচয় দিতে অনীহা বোধ করল, সে কুফরী করল।

মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করা হারাম

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثُ اَبِى بَكْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ثَلاَثٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاۤءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيْلِ . وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ، وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ . وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَيُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا . فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى ، وَاِنْ لَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».
(رواه مسلم)

وفى رواية للبخارى «ورَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاۤءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِىْ ، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».

৪১৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (২৭) যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতৃ পরিচয় দিতে ঘৃনা করে, তার ঈমানের অবস্থা, হাদীস নং (৬৩)-১১৫।

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে (গুনাহ্ থেকে) পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হল, যে ব্যক্তির নিকট তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর পানি রয়েছে, অথচ সে তা থেকে পথিককে পানি পান করতে বাধা দেয়। যে ব্যবসায়ী আসরের নামাযের পর (১) কোন ব্যক্তির নিকট তার পণ্য বিক্রি করার সময় শপথ করে বলে, আমি এ পণ্য এতো এতো দামে ক্রয় করেছি, আর ক্রেতা তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছে, অথচ প্রকৃত ব্যাপার তার বিপরীত। (অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করেছে)। যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন নেতা বা শাসকের বায়'আত গ্রহণ করে, নেতা যদি তাকে কিছু পার্থিব সুযোগ-সুবিধা দেয়, তাহলে সে তার বায়'আতের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। আর যদি পার্থিব সুবিধা না দেয়, তাহলে সে অনুগত থাকে না। (মুসলিম*)

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি কাউকে দেয় না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে বলবেন ঃ আজ আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবো, যেমন তুমি (আমার বান্দাদেরকে) বঞ্চিত করেছ তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস থেকে, যা তোমার দু'খানা হাত তৈরি করেনি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করা হারাম

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ، اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (رواه مسلم)

وفِي رِوَايَةٍ لَه «مَنْ شَرِبَ فِيْ اِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ، فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ»

৪২০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে মাত্র। (মুসলিম**)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করে, সে তার উদরে জাহান্নামের আগুনই ভর্তি করে।

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৪৬) পায়ের গোছার নীচ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া, দান করে খোঁটা দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, হাদীস নং (১০৮)-১৭৩।

**মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৭) লিবাস, অনুচ্ছেদ (১) স্বর্ন ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার হারাম। হাদীস নং (২০৬৫)-১।

www.amarboi.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফিতনা-ফাসাদ

দাজ্জালের বর্ণনা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَابُعِثَ نَبِيٌّ اِلاَّ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ ٱلاَعْوَرَ الْكَذَّابَ الاَّ اَنَّهُ اَعْوَرُ . وَاَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ . وَاَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ » . (رواه البخارى)

وفى رواية لمسلم « مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِر ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ».

৪২১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন নবী প্রেরিত হননি, যিনি তাঁর উম্মাতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। সে অবশ্যই কানা (এক চোখ বিশিষ্ট) হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের রব নিশ্চয় কানা নন। আর মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জালের দু'চোখের মাঝখানে (কপালে) লিখা থাকবে 'কাফের'। (বুখারী*)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, সেই কানা দাজ্জালের দু'চোখের মাঝখানে (কপালে) লিখা থাকবে 'কাফের'। অতঃপর আরবী অক্ষরে বানান করে লিখা থাকবে ك . ف . ر . যা (শিক্ষিত-অশিক্ষিত) সকল মুসলমানই তা পড়তে পারবে।

عَنْ اَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيْثًا مَاحَدَّثَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ؟ اِنَّهُ اَعْوَرُ . وَاِنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . فَالَّتِيْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ ، هِيَ النَّارُ . وَاِنِّيْ اَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ ». (رواه مسلم)

৪২২. আবূ সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন বিষয় অবহিত করব না যা কোন

* বুখারীঃ অধ্যায় (৯৬) ফিতান, অনুচ্ছেদ (২৬) দাজ্জালের বর্ণনা, হাদীস নং ৭১৩১।

www.amarboi.org

নবীই তার জাতিকে বলেননি। সে (দাজ্জাল) কানা হবে এবং সে জান্নাতের ন্যায় একটি ও জাহান্নামের ন্যায় একটি জিনিস সাথে বহন করবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে প্রকৃতপক্ষে তা হবে জাহান্নাম। আমি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছি, যেমন নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছিলেন। (মুসলিম*)

আমানত নষ্ট করা কিয়ামতের আলামত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ : كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». (رواه البخارى)

৪২৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমানত বিনষ্ট করা হবে? তিনি জবাব দিলেন, যখন অনুপযুক্ত লোকের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। (বুখারী**)

ফিতনার যুগে ইসলামী সংগঠনের সাথে সংঘবদ্ধ থাকা অপরিহার্য

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُوْلُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مَخَافَةَ اَنْ يُدْرِكَنِيْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ . فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ . فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ «نَعَمْ ، وَفِيْهِ دَخَنٌ» قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ «قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْئِىْ ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ «نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ ،

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৫২) ফিতান, অনুচ্ছেদ (২০) দাজ্জালের বর্ণনা, হাদীস নং (২৯৩৬)-১০৯।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক অনুচ্ছেদ (৩৫) আমানত তুলে নেয়া, হাদীস নং ৬৪৯৬।

www.amarboi.org

مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا ، قَذَفُوْهُ فِيْهَا » قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ « هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِىْ اِنْ اَدْرَكَنِىْ ذٰلِكَ؟ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ » قُلْتُ : فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ اِمَامٌ؟ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا . وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ ». (رواه البخارى)

৪২৪. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি অকল্যাণকর বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অজ্ঞতা ও অকল্যাণে ডুবে ছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে এ কল্যাণ (ঈমান) দান করেছেন। তবে এ কল্যাণের পর কি আবার কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আসবে। তবে তা ধোঁয়াযুক্ত হবে (নির্ভেজাল কল্যাণ হবে না)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধোঁয়া কি ? তিনি বল্লেন ঃ লোকেরা আমার হেদায়াত পরিহার করে অন্য পথে চলবে। তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়ই দেখতে পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বল্লাম, এ কল্যাণের পর কি আবারো অকল্যাণ আসবে ? তিনি বল্লেন ঃ হাঁ, আসবে। তাহল, কতক লোক জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী হবে, যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের বৈশিষ্ট্য বাতলে দিন। তিনি বললেন ঃ তারা আমাদের গোত্রীয় হবে এবং আমাদের কথার মতই কথা বলবে। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় উপনীত হই, তখন আমার কি করণীয় হবে? তিনি বললেন ঃ তখন অবশ্যই মুসলমানদের জামা'আত (সংগঠন) ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত (সংগঠন) ও কোন ইমাম না থাকে, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ গাছের শিকড় কামড়ে ধরে হলেও তোমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি সে সব কুফরী দল পরিত্যাগ করে চলবে। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল দল থেকে দূরে থাকবে, এতে যে কোন দুঃখ - কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে)। (বুখারী*)

বুখারীঃ অধ্যায় (৯২) ফিতান, অনুচ্ছেদ (১১) যখন কোন ইসলামী সংগঠন থাকবে না তখন কি করতে হবে, হাদীস নং ৭০৮৪।

www.amarboi.org

সৎ লোকেরা একের পর এক মৃত্যুবরণ করবে

عَنْ مِرْدَاسٍ الاَسْلَمِيْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ ، اَلاَوَّلُ فَالاَوَّلُ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمَرِ لاَ اُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً ». (رواه البخارى)

৪২৫. মিরদাস আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সৎ লোকেরা একের পর এক পরলোকগমন করবে। আর বাকীরা যব অথবা খেজুরের ভুষির মত পড়ে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করবেন না। (বুখারী*)

শেষ যামানায় ঈমান বাঁচানো হাতের মুঠোয় আগুন রাখার মত কঠিন হবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ». (رواه الترمذى)

৪২৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানব জাতির সামনে এমন একটি যুগ আসবে যখন দীনের ওপর ধৈর্যধারণ করে টিকে থাকা জ্বলন্ত আঙ্গার হাতের মুঠোয় ধরে রাখার মত কঠিন হবে। (তিরমিযী**)

মিথ্যাবাদী শাসকের পরিণতি

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ (قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ : وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ». (رواه مسلم)

৪২৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৯) নেককার সালেহ্ লোকদের প্রত্যাগমন, হাদীস নং ৬৪৩৪।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৬৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৩) শাসকের অন্যায়ের সমর্থন করার পরিণাম, হাদীস নং ২২০৬।

www.amarboi.org

কথা বলবেন না, তাদেরকে (গুনাহ্ থেকে) পবিত্র করবেন না, (আবূ মু'আবিয়া বলেন, তাদের দিকে তাকাবেন না,) তাদের জন্য রয়েছে পীড়া দায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে ঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী গরীব। (মুসলিম*)

খিয়ানতকারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ « مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ ، الاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». (رواه البخارى)

৪২৮. মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত হয়, আর সে তাদের সাথে প্রতারণা বা খিয়ানত করে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী**)

জালেম শাসকের অন্যায়ের প্রতি সমর্থন করার কঠোর পরিণাম

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : خَرَجَ الَيْنَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ . خَمْسَةٌ ، وَاَرْبَعَةٌ ، اَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْاٰخَرُ مِنَ الْعَجَمِ . فَقَالَ « اسْمَعُوْا ، هَلْ سَمِعْتُمْ؟ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ اُمَرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ ، وَاَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ . وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ . وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ . وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ » . (رواه الترمذى)

৪২৯. কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

---

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৩২) জিহাদ, অনুচ্ছেদ (৪) বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম, হাদীস নং (১৭৩৮)-১৬।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৯৩) আহ্কাম, অনুচ্ছেদ (৮) কোন ব্যক্তিকে প্রজাপালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হল, কিন্তু সে তাদের কোন কল্যাণ করল না, হাদীস নং ৭১৫১।

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা ছিলাম নয়জন, পাঁচজন আরব এবং চারজন অনারব। তিনি বললেন ঃ তোমরা শোন, তোমরা কি শুনেছ? আমার পর অচিরেই এমন কতক শাসকের আগমন ঘটবে, যে ব্যক্তি তাদের দলভুক্ত হবে ও তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের যুলুমের সহযোগিতা করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। আর সে হাউযে কাউসারে আমার কাছে আসতেই পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের সংসর্গে যাবেনা, তাদের যুলুমের সহযোগিতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারের প্রতি সমর্থন দেবে না, সে আমার দলভুক্ত এবং আমিও তার দলভুক্ত। সে হাউযে কাউসারে আমার নিকট পৌঁছে যাবে। (তিরমিযী*)

নারী ও অসৎ নেতৃত্বের আনুগত্য করার কঠোর পরিণতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا كَانَ اُمَرَاُكُمْ خِيَارُكُمْ ، وَاَغْنِيَائُكُمْ سُمَحَائُكُمْ ، وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ ، فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا . وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارُكُمْ ، وَاَغْنِيَائُكُمْ بُخَلَائُكُمْ ، وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ ، فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ».(رواه الترمذى)

৪৩০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোকেরা যখন তোমাদের শাসক নিযুক্ত হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে, তখন যমীনের নীচের তুলনায় যমীনের উপরিভাগই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকেরা তোমাদের শাসক নিযুক্ত হবে, তোমাদের বিত্তবানরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী তোমাদের নারীদের ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখন যমীনের উপরিভাগের তুলনায় যমীনের নীচই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (অর্থাৎ দুনিয়া বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে।) (তিরমিযী**)

যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক বানায় তাদের কখনোই তাদের কল্যাণ হবে না

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ : عَصَمَنِىْ اللّٰهُ بِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ

---

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৭০) শাসকের অন্যায়ের সমর্থন করার পরিনাম, হাদীস নং ২২০৫।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৭৫) শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে হবে, হাদীস নং ২২১২।

www.amarboi.org

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرٰى ، قَالَ « مَنِ اسْتَخْلَفُوْا ». قَالُوْا : ابْنَتَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَأَةً ». قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ - تَعْنِى الْبَصَرَةَ - ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَصَمَنِىَ اللّٰهُ بِهِ . (رواه البخارى والترمذى واللفظ للترمذى)

৪৩১. আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনা একটি হাদীস দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে (উটের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে) রক্ষা করেছেন। পারস্য সম্রাট কিসরার মৃত্যু হলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তারা কাকে শাসক নিযুক্ত করেছে? সাহাবীগণ বললেন, তার কন্যাকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে জাতি কোন নারীকে নিজেদের শাসক বানায়, সে জাতির কখনো কল্যাণ হতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, আয়িশা (রাঃ) (আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) বসরায় আসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত হাদীস আমার স্মরণ হয়। তাই তার বদৌলতে আল্লাহ্ আমাকে (উটের যুদ্ধে আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে) রক্ষা করেছেন। (তিরমিযী*)

ভাল কর্মকর্তা নিয়োগ করা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ ، اِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ ، وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ . وَاِذَا اَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ ، جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ ، اِنْ نَسِىَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ». (رواه أبو داود)

৪৩২. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন আমীর অথবা বাদশাহ্র দ্বারা কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন সত্য উপদেষ্টা বা উযীর নিযুক্ত

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৩) যে জাতি নারীকে নিজেদের শাসক নিয়োগ করে, হাদীস নং ২২০৯।

www.amarboi.org

করে দেন। যদি সে (আমীর) ভুলে যায়, তাহ্‌লে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি তার স্মরণ থাকে, তাহলে তাকে (কাজ আনজাম দিতে) সাহায্য করে। আর আল্লাহ্‌ যদি কোন আমীর কর্তৃক (ভাল ছাড়া) অন্য কিছুর ইচ্ছা করেন, তাহলে তার জন্য একজন খারাপ উপদেষ্টা বা উযীর নিযুক্ত করে দেন। যদি সে (আমীর) ভুলে যায়, তাহলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি স্মরণ থাকে, তাহলে তাকে কাজে সাহায্য করে না। (আবূ দাউদ*)

কি কি কাজ করলে আল্লাহর গযব অবধারিত হয়ে যায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْئُ دُوَلاً، وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا ، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَعَقَّ اُمَّهُ ، وَاَدْنٰى صَدِيْقَهُ ، وَاَقْصٰى اَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ ، وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ ، وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا ، فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ ، وَزَلْزَلَةً ، وَخَسْفًا ، وَمَسْخًا ، وَقَذْفًا ، وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ ، فَتَتَابَعُ». (رواه الترمذى)

৪৩৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানতের মাল লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাতকে জরিমানা বা লোকসান মনে করা হবে, দীন বিবর্জিত শিক্ষা চালু করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর অনুগত হবে কিন্তু মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুকে নিকটবর্তী করে নেবে এবং পিতাকে দূরে ফেলে রাখবে, মাসজিদে শোরগোল করা হবে, পাপিষ্ঠ লোকেরা জাতির নেতৃত্ব দেবে, নিকৃষ্ট লোকেরা সমাজের কর্ণধার হবে, কোন ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান করা হবে, গায়িকা, নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, ব্যাপকভাবে মদ্যপান করা হবে, এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ের লোকেরা পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধস, দৈহিক

* আবূ দাউদঃ অধ্যায় খারাজ ও ইমারাহ, অনুচ্ছেদ উযীর নিয়োগ করা, হাদীস নং ২৯৩২।

www.amarboi.org

বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের আযাব (গযব) এবং আরো আযাবের অপেক্ষা করবে, যা একের পর এক আসতে থাকবে, যেমন পুরাতন পুঁতির মালা ছিড়ে গেলে পুঁতিগুলো একের পর এক ঝরে পড়তে থাকে। (তিরমিযী*)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ». قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ «نَعَمْ . اِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ». (رواه الترمذى)

৪৩৪. আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস, চেহারার বিকৃতি ও পাথর বৃষ্টি বর্ষণের আযাব (গযব) আপতিত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক বর্তমান থাকলেও কি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন ব্যভিচার ও নিকৃষ্ট পাপাচারের প্রকাশ ও প্রসার লাভ করবে। (তিরমিযী**)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَتٰى ذَاكَ؟ قَالَ «اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ». (رواه الترمذى)

৪৩৫. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মাতের মধ্যে ভূমিধস, দৈহিক বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের আযাব (গযব) দেয়া হবে। একজন মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ শাস্তি কখন দেয়া হবে? তিনি বললেন ঃ যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে এবং ব্যাপকভাবে মদ্যপান শুরু হবে। (তিরমিযী***)

সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ না করার পরিনতি

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৩৭) আমার উম্মাতের মধ্যে ১৫টি অসৎ কাজের প্রসার ঘটলে তাদের ওপর গযব নাযিল হবে, হাদীস নং ২১৫৬।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (১) ভূমিধস প্রসঙ্গে, হাদীস নং ২১৩১।

*** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৩৭) আমার উম্মাতের মধ্যে ১৫টি অসৎ কাজের প্রসার ঘটলে তাদের উপর গযব নাযিল হবে, হাদীস নং ২১৫৯।

www.amarboi.org

«وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ». (رواه الترمذى)

৪৩৬. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায় শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের ওপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা সেই আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে না। (তিরমিযী*)

অধিক সম্পদ ধ্বংসের কারণ হতে পারে

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : انْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ «هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ . وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ . وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قُلْتُ مَاشَأْنِيْ اَيُرٰى فِىَّ شَيْئٌ ، مَاشَأْنِيْ؟ فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ : فَمَا اسْتَطَعْتُ اَنْ اَسْكُتَ وَتَغَشَّانِىْ مَاشَآءَ اللّٰهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «اَلْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً ، اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا». (رواه البخارى)

৪৩৭. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বা চত্বরে বসে বলছিলেন ঃ কা'বার রবের শপথ! তারা ধ্বংস হোক, কা'বার রবের শপথ। তারা ধ্বংস হোক। আমি (মনে মনে) ভাবলাম, আমার কি হয়েছে ? তাহলে আমার কি কোন ত্রুটি হয়েছে? এরপর আমি বসে পড়লাম। আর তিনি পূর্বের মত বলেই যাচ্ছেন। ফলে আমার পক্ষে আর চুপ থাকা সম্ভব হল না। দুশ্চিন্তা আমাকে অত্যন্ত অস্থির করে তুলেছিলো। আমি তখন বললাম, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ যারা অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী, সে ব্যক্তি ছাড়া, যে এভাবে এভাবে এবং এভাবে (দান-সাদাকা করে)। (বুখারী**)

---

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৩) ফিতান, অনুচ্ছেদ (৯) সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, হাদীস নং ২১১৫।

** বুখারীঃ অধ্যায় (৮৩) আইমান ওয়ান নুযূর, অনুচ্ছেদ (৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কসম কিরূপ ছিল? হাদীস নং ৬৬৩৮।

www.amarboi.org

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কিয়ামাত ও মর্মস্পর্শী বিষয়

কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَاتَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ . وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلَاهُ . وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ . وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ . وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ». (رواه الترمذى)

৪৩৮. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট থেকে কোন আদম সন্তানের দু'খানা পা সামান্যতমও নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোটা জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কি কাজে সে তা অতিবাহিত করেছে। তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে সে তা নিঃশেষ করেছে। তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা উপার্জন করেছে এবং কোন্ কোন্ খাতে সে তা ব্যয় করেছে। সে যে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে মুতাবিক সে কি কি আমল করেছে। (তিরমিযী*)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে

عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَوَّلُ مَايُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ». (رواه البخارى)

৪৩৯. শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে। (বুখারী **)

---

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৭) কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (১) হিসাব নিকাশ ও প্রতিশোধ প্রসংঙ্গে, হাদীস নং ২৩৫৮

**বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৪৮) কিয়ামতের দিন কিসাস (প্রতিশোধ) নেয়ার বর্ণনা, হাদীস নং ৬৫৩৩।

www.amarboi.org

কিয়ামতের দিন যালেম ও অন্যায়ভাবে হত্যাকারীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا-

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৯৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَاِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَدِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّؤْخَذَ لِاَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَخِيْهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ». (رواه البخارى)

৪৪০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের ওপর যুলূম করেছে, সে যেন সে সময় আসার পূর্বেই তার সেই মাযলূম ভাইয়ের নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়, যখন (যুলূমের বদলে) তার মাযলূম ভাইয়ের জন্য তার নেকীর অংশ কেটে নেয়া হবে। আর যদি তার কোন নেকী না থাকে, তাহলে তার মাযলূম ভাই- এর গুনাহর অংশ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কারণ, সেখানে কোন টাকা পয়সা থাকবে না (এবং তার লেনদেনও হবে না)। (বুখারী*)

যাদেরকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার বান্দাদের মধ্যে শামিল করা হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَّمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَّلاَصَابِرًا : مَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهِ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، فَاقْتَدٰى بِهِ . وَمَنْ

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৪৮) কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ করা হবে, হাদীস নং ৬৫৩৪।

www.amarboi.org

نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ . كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا. وَمَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهِ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، فَأَسِفَ عَلٰى مَافَاتَهُ مِنْهُ . لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَّلاَ صَابِرًا ». (رواه الترمذى)

৪৪১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দু'টি গুণ যার মধ্যে বর্তমান থাকবে আল্লাহ্ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের তালিকায় লিখে রাখেন। আর যার মধ্যে এ দুটি গুণ নেই, আল্লাহ্ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের মধ্যে লিখেন না। যে ব্যক্তি দীনী ব্যাপারে তার চাইতে উঁচু পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায় এবং তার অনুসরণ করে, আর পার্থিব বিষয়ে তার চাইতে নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায় এবং আল্লাহ্ তাকে সে লোকের চাইতে যে অধিক মর্যাদা দান করেছেন সে জন্য সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে, (এ দুটি গুণের কারণে) আল্লাহ্ তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের তালিকায় লিখে রাখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দীনী বিষয়সমূহে তার চাইতে নিম্নস্তরের লোকের দিকে তাকায় এবং পার্থিব বিষয়সমূহে তার চাইতে উঁচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায়, আর পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্য থেকে যা তার কাছে নেই, তার জন্য সে আফসোস করে, আল্লাহ্ তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের তালিকায় লিখে নেন না। (তিরমিযী*)

মালিকুল আমলাক বা রাজাধিরাজ নাম না রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاَخْبَثُهُ وَاَغْيَظُهُ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمّٰى مَالِكَ الْاَمْلاَكِ . لاَ مَلِكَ اِلاَّ اللّٰهُ». (رواه مسلم)

৪৪২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্য থেকে একটি হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক

* তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৭) কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫৭) দ্বীনের ব্যাপারে উঁচু স্তরের এবং পার্থিব ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, হাদীস নং ২৪৫২।

www.amarboi.org

ক্রোধের পাত্র এবং অধিকতর নিকৃষ্ট ও সর্বাধিক রোষানলের সম্মুখীন হবে সেই ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক বা রাজাধিরাজ, সম্রাট। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মালিক (সম্রাট) নেই। (মুসলিম*)

নেক আমলের সাওয়াবের পরিমাণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ «قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ . فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً . فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا ، فَعَمِلَهَا ، كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ . وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً . فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ». (رواه البخارى)

৪৪৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ভাল ও মন্দ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল, কিন্তু কাজটা সে করল না, আল্লাহ তার আমলনামায় ঐ কাজ করার পূর্ণ সাওয়াব লিখে দেন। আর সে যদি তা (ভাল কাজ) করার ইচ্ছা করল, অতঃপর তা কার্যত করেও ফেলল, আল্লাহ তার আমলনামায় দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত, এমনকি তার চাইতে আরো বহুগুণ সাওয়াব লিখে দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করল, কিন্তু (আল্লাহর ভয়ে) তা করা থেকে বিরত থাকল, আল্লাহ তাকে ঐ কাজের পূর্ণ সাওয়াব দান করবেন। তবে সে যদি সে কাজ করার সংকল্প করে, অতঃপর তা কাজেও পরিণত করে, আল্লাহ তার আমলনামায় একটি মাত্র গুনাহ লিখে থাকেন। (বুখারী*)

জাহান্নামকে লোভনীয় ও জান্নাতকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

* মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৮) আদাব, অনুচ্ছেদ (৪) মালিকুল আমলাক নাম রাখা হারাম, হাদীস নং (২১৪৩)-২১।
**বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৩১) যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ কাজের সংকল্প করে, হাদীস নং- ৬৪৯১।

www.amarboi.org

« لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، اَرْسَلَ جِبْرِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : اُنْظُرْ اِلَيْهَا ، وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ : فَجَآءَهَا ، وَنَظَرَ اِلَيْهَا ، وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا . قَالَ : فَرَجَعَ اِلَيْهِ . قَالَ : فَوَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا . فَاَمَرَ بِهَا . فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ . فَقَالَ : اِرْجِعْ اِلَيْهَا ، فَانْظُرْ اِلَيْهَا ، وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا . قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهَا ، فَاِذَا هِيَ قَدْحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، فَرَجَعَ اِلَيْهِ . فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ اَنْ لَّايَدْخُلَهَا اَحَدٌ . قَالَ : اِذْهَبْ اِلَى النَّارِ ، فَانْظُرْ اِلَيْهَا ، وَاِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا . فَاِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَرَجَعَ اِلَيْهِ . فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ ، فَيَدْخُلُهَا . فَاَمَرَ بِهَا ، فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ . فَقَالَ : اِرْجِعْ اِلَيْهَا ، فَرَجَعَ اِلَيْهَا . فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَّايَنْجُوَ مِنْهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ». (رواه الترمذى)

৪৪৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে জিবরাঈলকে জান্নাতে পাঠিয়ে বলেছেন ঃ জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের জন্য সেখানে যে (অফুরন্ত) নি'আমত সামগ্রী তৈরী করে রেখেছি তা দেখে এসো। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ অতঃপর জিবরাঈল জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের জন্য তাতে আল্লাহ যেসব নি'আমত সামগ্রী তৈরী করে রেখেছেন, তা সবই দেখলেন এবং আল্লাহর দরবারে ফিরে এসে বললেন ঃ হে আমার রব! আপনার ইয্যতের কসম! যে কেউ জান্নাতের (নি'আমত সামগ্রী ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের) কথা শুনবে, সে-ই (জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী কাজ করে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি আদেশ করলেন। ফলে বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের বস্তু দ্বারা জান্নাতকে পরিবেষ্টিত করা হল। অতঃপর তিনি জিবরাঈলকে বললেন ঃ তুমি আবার জান্নাতে যাও এবং আমি তাতে জান্নাতবাসীদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, তা দেখে এসো। (আল্লাহর নবী) বলেন ঃ (জিবরাঈল দ্বিতীয়বার জান্নাতে

www.amarboi.org

প্রবেশ করে দেখতে পেলেন,) জান্নাত দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-মুসীবতের বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। তিনি (জিবরাঈল) আল্লাহর দরবারে ফিরে এসে বললেন, আপনার ইয্যতের কসম! আমার আশংকা হচ্ছে, কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এরপর তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন ঃ তুমি এবার জাহান্নামে যাও, জাহান্নাম দেখ এবং তাতে জাহান্নামীদের জন্য যে সব ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি, তা দেখে এসো। (তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন,) জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের ওপর চড়াও হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ (এ অবস্থা দেখে) জিবরাঈল আল্লাহর দরবারে ফিরে এসে বলেন ঃ আপনার ইয্যতের কসম ! জাহান্নামের এ ভয়ংকর বিবরণ শুনলে কেউ-ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহর হুকুমে জাহান্নামকে কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার বস্তু দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি জিবরাঈলকে বললেন ঃ তুমি আবার জাহান্নামে যাও। দেখে এসো। (জিবরাঈল) জাহান্নাম দেখে ফিরে এসে বললেন ঃ আপনার ইয্যতের কসম! আমার আশংকা হয়, জাহান্নাম থেকে কেউ-ই নাজাত পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী*)

অনেক নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন যারা নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» قَالُوْا : الْمُفْلِسُ فِيْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لاَدِرْهَمَ لَهُ وَلاَمَتَاعَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْمُفْلِسُ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِىْ قَدْشَتَمَ هٰذَا ، وَقَذَفَ هٰذَا ، وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا ، وَضَرَبَ هٰذَا . فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا ، اُخِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ». (رواه الترمذى)

৪৪৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৮) ছিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (২০) জান্নাত শ্রম সাধনা দ্বারা এবং জাহান্নাম কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা বেষ্টিত, হাদীস নং ২৪৯৯।

www.amarboi.org

আমাদের মধ্যে যার নগদ টাকা ও অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই, সেই হল নিঃস্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হল নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতসহ অন্যান্য বহু আমল নিয়ে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, কাউকে প্রহার করেছে ইত্যাদি। সে তখন বসে যাবে এবং (তার অন্যায় কাজের বদলা স্বরূপ) তার নেক আমল থেকে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এ ভাবে তাদের সম্পূর্ণ বদলা নেয়ার পূর্বে তার নেক আমল যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের গুনাহসমূহ তার ওপর চাপানো হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী*)

আত্মীয়তার সম্পর্ক দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ «وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ» . دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَاجْتَمَعُوْا ، فَعَمَّ وَخَصَّ . فَقَالَ يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُوَىٍّ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَابَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَابَنِىْ عَبْدِ مُنَافٍ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِىْ هَاشِمٍ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا فَطِمَةُ! اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ . فَاِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا ». (رواه مسلم)

৪৪৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত- "আপনি নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ বংশের সর্বশ্রেণীর লোকদেরকে সমবেত করে

*তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৭) কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদ (১) হিসাব নিকাশ ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রসংঙ্গে, হাদীস নং ২৩৬০।

www.amarboi.org

বললেন ঃ হে কা'ব ইবনে লুওয়াই- এর বংশধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে মুররা ইবনে কা'ব- এর বংশধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে বনী আবদে শামস! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে বনী আবদে মুনাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে বনী হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে বনী আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে ফাতিমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো। (মুসলিম*)

জান্নাত ও জাহান্নাম জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ . وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ». (رواه البخارى)

৪৪৭. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও অনুরূপ। (বুখারী**)

দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ : وَالرَّجُلُ

---

*মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৮৯) আল্লাহ তা'আলার বাণী; নিকট আত্মীয়কে ভীতি প্রদর্শন করুন, হাদীস নং (২০৪)-৩৪৮।

**বুখারীঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৯) জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী, হাদীস নং ৬৪৮৮।

www.amarboi.org

رَاعٍ فِيْ مَالِ اَبِيْهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». (متفق عليه واللفظ للبخارى)

৪৪৮. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। (কিয়ামাতের দিন) তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। একজন শাসক একটি দেশের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। একজন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। চাকর তার মুনীবের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি আরো বলেছেন ঃ সন্তান তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে সেসব সম্পদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। তোমাদের সকলকেই (কিয়ামাতের দিন) নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

কবর আযাব

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ ، وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ ، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ . قَالَ : يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ : فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ : اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ . قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ . قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ قَتَادَةُ : وَذُكِرَ لَنَا اَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.(رواه مسلم)

---

* বুখারীঃ অধ্যায় (১১) জুমু'আ, অনুচ্ছেদ (১১) গ্রামে এবং শহরে জুমুআর নামায, হাদীস নং ৮৯৩। মুসলিমঃ অধ্যায় (৩৩) ইমরাহ, অনুচ্ছেদ (৫) ন্যায় বিচারক বাদশাহর মর্যাদা ও জালেম বাদশার শাস্তি, হাদীস নং (১৮২৯)-২০।

www.amarboi.org

৪৪৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী-সঙ্গীরা সেখান থেকে চলে যায় এবং সে তখনও তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়, তিনি বলেন, তখন দু'জন ফিরিশতা তার নিকট এসে তাকে বসায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তিনি বলেন ঃ মুমিনগণ বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তোমার জাহান্নামের স্থানটি দেখে নাও। এটাকে পরিবর্তন করে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটা জায়গা দান করেছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সে জান্নাত ও জাহান্নাম এক সাথে দেখতে পাবে। কাতাদা বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তখন তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত ও বিস্তৃত করা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা সবুজ-শ্যামল করে রাখা হবে। (মুসলিম*)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ «يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ ، فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّىَ اللّٰهُ ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَادِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ : دِيْنِى اْلاِسْلاَمُ ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : وَمَايُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الاية ، قَالَ : فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ ، فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ ، قَالَ : فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ . قَالَ : وَاَنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ ، قَالَ : وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِىْ جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ ، فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ

*মুসলিমঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৭) মৃত ব্যক্তির সামনে তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের স্থান পেশ করা হবে, হাদীস নং (২৮৭০)-৭০।

www.amarboi.org

لَهُ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَادِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ ، فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ ، فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ ، وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ . قَالَ : فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا ، قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ ، قَالَ : ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمٰى اَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا . قَالَ : فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ . فَيَصِيْرُ تُرَابًا . قَالَ : ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ». (رواه أبو داود)

৪৫০. বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে লোকেরা সেখান থেকে প্রস্থান করার পর দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসাবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার রব কে? সে ব্যক্তি মু'মিন হলে উত্তরে বলবে আমার রব আল্লাহ্। এর পর জিজ্ঞেস করবে, তোমার দীন কি? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। এরপর জিজ্ঞেস করবেন, ইনি কে, যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন? উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফিরিশতাগণ তাকে বলবে, তুমি তা কিভাবে বুঝলে? উত্তরে সে বলবে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এটাই আল্লাহর বাণীর মর্ম ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الاية ،

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত বাণীর উপর অটল রাখেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, আমার বান্দাহ যথাযথ বলেছে। কাজেই তাকে জান্নাতের ফরাশ বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতের লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তাঁর জন্য একটা দরজা খোলা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই দরজা দিয়ে তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধ

www.amarboi.org

হাওয়া ও সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং তার জন্য তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ তার রূহ্ দেহে ফিরিয়ে আনা হবে এবং দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? সে বলবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। এরপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দীন কি ? সে বলবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করবে, ইনি কে, যিনি তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন? প্রতি উত্তরে সে বলবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, সে মিথ্যা বলেছে। (দুনিয়ায় ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নবুওয়াতের কথা প্রচারিত হয়েছিল, সে তা জানে না? মিথ্যা বলছে!) সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের লেবাস পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তা খুলে দেওয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এতে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকবে। তিনি আরো বলেন ঃ এ ছাড়া তার কবরকে এতো সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, এতে তার এক পাঁজরের হাড়সমূহ অপর পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। তারপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফিরিশতা নিযুক্ত করা হবে। যার সাথে লোহার হাতুড়ী থাকবে। যদি সে হাতুড়ী দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করা হত, তাহলে পাহাড় ধুলা হয়ে যেত। এ হাতুড়ী দ্বারা ঐ ফিরিশতা তাকে সজোরে আঘাত করতে থাকবে। (এতে সে এমন বিকট চিৎকার করবে যা) মানুষ ও জিন ব্যতীত মাশরিক হতে মাগরিব পর্যন্ত সব মাখলূকই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যাবে। এরপর পুনরায় তাতে রূহ্ ফেরত দেওয়া হবে (এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে)। (আবূ দাউদ*)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا ، تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ . لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا ». (رواه الدارمى)

৪৫১. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাফিরের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এগুলি তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। যদি সে সব সাপের একটা পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলত, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে কখনো কোন উদ্ভিদ

* আবূ দাউদঃ অধ্যায় সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা ও কবর আযাব সম্পর্কে, হাদীস নং ৪৭৫৩।

www.amarboi.org

গজাত না। (দারেমী*)

কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلاَّهُ ، فَرَأَى نَاسًا كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ . قَالَ «اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى . فَاَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ . فَاِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ فِيْهِ . فَيَقُوْلُ : اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ ، اَنَا بَيْتُ التُّرَابِ ، اَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ . فَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَّاَهْلاً . اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَحَبُّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ ، فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ ، وَصِرْتَ اِلَىَّ ، فَسَتَرٰى صَنْعِىْ بِكَ . قَالَ : فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ . وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : لاَمَرْحَبًا وَّلاَ اَهْلاً . اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَبْغَضُ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ ، فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ ، وَصِرْتَ اِلَىَّ ، فَسَتَرٰى صَنْعِىْ بِكَ . قَالَ : فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَلْتَقِىَ عَلَيْهِ ، وَتَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهُ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهِ ، فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ . قَالَ : وَيُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا ، لَوْ اَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا . فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضٰى بِهِ الْحِسَابُ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

* দারেমী ঃ অধ্যায়-সুন্নাত, অনুচ্ছেদ-জাহান্নামের আযাবের কঠোরতা প্রসঙ্গে।

www.amarboi.org

وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ ». (رواه الترمذى)

৪৫২. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযে এসে কতিপয় লোককে হাসাহাসি করতে দেখে বলেন ঃ সাবধান, ওহে লোক সকল! তোমরা যদি দুনিয়ার জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে এখন যে অবস্থায় দেখছি তা থেকে তোমরা অবশ্যই বিরত থাকতে। সুতরাং তোমরা জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা, কবর প্রতিদিন লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকে, আমি মুসাফিরের ঘর, আমি নির্জন কুটীর, আমি মাটির ঘর, আমি সাপ-বিচ্ছু ও পোকা-মাকড়ের গর্ত। যখন কোন মু'মিন বান্দাকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, 'স্বাগতম', 'খোশ আমদেদ'। জেনে রেখো, যারা আমার পিঠের ওপর বিচরণ করে, তাদের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলে। আজ আমাকে তোমার ওপর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, আর তুমি আমার নিকট এসেছ। সুতরাং অচিরেই তুমি দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কত উত্তম ব্যবহার করি। অতঃপর কবর তার জন্য দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কোন পাপিষ্ঠ অথবা কোন কাফির ব্যক্তিকে যখন দাফন করা হবে, তখন কবর তাকে বলবে, তোমার জন্য মারহাবা নয় এবং খোশ আমদেদও নেই। জেনে রেখো, যারা আমার পিঠের ওপর বিচরণ করে, তাদের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ছিলে। আজ তোমাকে আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার মাঝে এসেছ। সুতরাং অচিরেই দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কত নির্মম ব্যবহার করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবর তখন সংকুচিত হয়ে যাবে এবং তার ওপর চেপে যাবে, ফলে তার এক পাঁজরের হাড়সমূহ অপর পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে (কবর সংকীর্ণ হওয়ার ফলে এক পাঁজরের হাড় অপর পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার নমুনা) দেখান। তিনি আবার বলেন, কবরে তার জন্য সত্তরটি অজগর সাপ নির্ধারণ করা হবে। তার মধ্য থেকে একটি সাপও যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে গোটা পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত গাছ-পালা, তৃণ-লতা কোন কিছুই উৎপন্ন হবে না। সেই সাপগুলি তাকে পুনরুত্থান তথা হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়া পর্যন্ত দংশন করতে ও আহত করতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কবর জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের

www.amarboi.org

গর্তসমূহের একটি গর্ত। (তিরমিযী*)

সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ « بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ ، وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى ، وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْاَعْلٰى . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهٰى ، وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغٰى ، وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهٰى . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُوْدُهُ . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ ». (رواه الترمذى)

৪৫৩. আসমা বিনতে উমাইস আল খাসআমিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট, যে নিজেকে বড় মনে করে এবং গর্ব করে, আর মহান আল্লাহকে ভুলে যায়। সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট, যে অত্যাচার করে ও বাড়াবাড়ি করে এবং মহাশক্তিধর আল্লাহকে ভুলে যায়। সে ব্যক্তি কতই না দুর্ভাগা, যে ব্যক্তি সত্য ও আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী থেকে গাফেল থাকে এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়। আর মৃত্যুর পর কবরে যাওয়ার কথা ও মাটির সাথে মিশে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সে ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে অবাধ্য হয় ও সীমালংঘন করে এবং নিজের সৃষ্টির সূচনা ও শেষ পরিণতির কথা ভুলে যায়। সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট, যে ব্যক্তি দীনের কাজ করে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের কৌশল হিসেবে। সে ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে সন্দেহজনক বিষয়ের ওপর আমল করে দীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। সে ব্যক্তি কতই না খারাপ, যার লালসা তাকে আল্লাহর নাফরমানীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট, যাকে তার প্রবৃত্তি বিপথগামী করে। সে ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট, দুনিয়ার লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা যাকে লাঞ্ছিত করে। (তিরমিযী**)

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৭) রিকাক, অনুচ্ছেদ (২৬) কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত, হাদীস নং ২৪০২।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৭) রিকাক, অনুচ্ছেদ (১৭) কতই না নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, হাদীস নং ২৩৯০।

www.amarboi.org

সপ্তদশ অধ্যায়

জাহান্নাম

জাহান্নামের গভীরতা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةً . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا ؟» قَالَ قُلْنَا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ . قَالَ «هٰذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا . فَهُوَ يَهْوِىْ فِى النَّارِ اَلْاٰنَ ، حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى قَعْرِهَا». (رواه مسلم)

وفى رواية له «هٰذَا وَقَعَ فِى اَسْفَلِهَا ، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا»

৪৫৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কোন একটি জিনিস পতনের শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটা কিসের শব্দ তা কি তোমরা জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা একটা পাথর পড়ার শব্দ। সত্তর বছর পূর্বে তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এ যাবত জাহান্নামের গভীরে পতিত হচ্ছিল। এখন তা জাহান্নামের গভীর তলদেশে গিয়ে পতিত হল। (মুসলিম*)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, এটা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পতিত হয়েছে। তাই তোমরা তার পড়ার শব্দ শুনতে পেলে।

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلٰى مِنْبَرِنَا هٰذَا مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقٰى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ ، فَتَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا مَا تُفْضِىْ اِلٰى قَرَارِهَا». قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১২) জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা ও তার গভীরতা, হাদীস নং (২৮৪৪)-৩১।

www.amarboi.org

يَقُوْلُ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ النَّارِ . فَاِنَّ حَرَّهَا شَدِيْدٌ . وَاِنَّ قَعْرَهَا بَعِيْدٌ . وَاِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيْدٌ . (رواه الترمذى)

৪৫৫. হাসান বসরী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উৎবা ইবনে গাযওয়ান (রাঃ) আমাদের বস্‌রার এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বড় একটা পাথর জাহান্নামের কিনারা থেকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হয়। অতঃপর তা সত্তর বছর পর্যন্ত নীচের দিকে পড়তে থাকে, তবুও জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রাঃ) বলতেন, তোমরা জাহান্নামের কথা বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা, জাহান্নামের আগুনের তাপ অতি সাংঘাতিক, এর গর্ত অতি গভীর এবং এর ডাণ্ডাগুলো লোহার তৈরী। (তিরমিযী*)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ اَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلٰى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ ، اُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ - وَهِىَ مَسِيْرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ - لَبَلَغَتِ الْاَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ . وَلَوْ اَنَّهَا اُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ ، لَسَارَتْ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ اَنْ تَبْلُغَ اَصْلَهَا اَوْ قَعْرَهَا ». (رواه الترمذى)

৪৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার খুলির মত কোন একটি জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ যদি এটার মত একটা শীশা আসমান থেকে পৃথিবীর দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তা রাত হওয়ার পূর্বেই পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। অথচ আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব হল পাঁচ শত বছরের রাস্তা। কিন্তু যদি শীশাটিকে জাহান্নামের শিকলের মাথা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, (যা দ্বারা জাহান্নামীদেরকে বাঁধা হবে) তবে তা রাত-দিন অতিক্রম করতে করতে এভাবে চল্লিশ বছর অতিক্রম করলেও তা শিকলের গোড়ায় অথবা শিকলের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। (তিরমিযী**)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (২) জাহান্নমের গহ্বরের বর্ণনা। হাদীস নং ২৫১৩।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৫) জাহান্নামীদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা। হাদীস নং ২৫২৬।

www.amarboi.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتًا هَالَهُ . فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَاهٰذَا الصَّوْتُ يَا جِبْرِيْلُ؟ فَقَالَ : هٰذِهِ صَخْرَةٌ هَوَتْ مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِيْنَ عَامًا ، فَهٰذَا حِيْنَ بَلَغَتْ قَعْرَهَا . فَاَحَبَّ اللّٰهُ اَنْ يُّسْمِعَكَ صَوْتَهَا . فَمَا رُئِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِلْءَ فِيْهِ ، حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ». (رواه الطبرانى والترغيب والترهيب)

৪৫৭. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা শব্দ শুনে ভীত হয়ে পড়লেন। এ সময় জিবরীল (আঃ) আসলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরীল! এটা কিসের শব্দ? তিনি বললেন, এটা একটা পাথর পড়ার শব্দ যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের কিনারা থেকে গড়িয়ে পড়ে। এটা যখন জাহান্নামের তলদেশে পতিত হয়, তখনই এ শব্দটি হয়। আল্লাহ আপনাকে শব্দটি শোনাবার ইচ্ছা করেছেন। (তাই আপনি শুনতে পেয়েছেন) এঘটনার পর থেকে মৃত্যু বরণ করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো মুখভরে হাসতে দেখা যায়নি। (তাবারানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*)

জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ يُوْقِدُ ابْنُ اٰدَمَ ، جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ». قَالُوْا : وَاللّٰهِ! اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ « فَاِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَّ سِتِّيْنَ جُزْءًا ، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ». (رواه مسلم)

৪৫৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের এই আগুন যা বনী আদম প্রজ্বলিত করে, তা জাহান্নামের

* আত-তারগীব ওয়াত তারহীব অধ্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ জাহান্নামের গভীরতা। হাদীস নং ৪৫

www.amarboi.org

আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, জাহান্নামীদের শাস্তি দেয়ার জন্য এ আগুনই তো যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ এ আগুনকে ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের উত্তাপের পরিমাণ এ আগুনের সমান। (মুসলিম*)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ « اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ . ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ . ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ . فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ ». (رواه الترمذى)

৪৫৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার পর তা লাল হয়ে যায়। অতঃপর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার পর তা সাদা বর্ণ ধারণ করে। পুনরায় এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করার পর তা কালো রং ধারণ করে। বর্তমানে তা কালো ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। (তিরমিযী**)

জাহান্নামীদের দেহের আকার-আকৃতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ « مَا بَيْنَ مَنْكِبَىِ الْكَافِرِ فِى النَّارِ ، مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ». (متفق عليه)

৪৬০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জাহান্নামে কাফেরের উভয় ঘাড়ের মাঝখানের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের সফরের দূরত্বের সমান। (বুখারী ও মুসলিম***)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ . وَفَخِذُهُ مِثْلُ

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১২) জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা, হাদীস নং (২৮৪৩)-৩০।

** তিরমিযীঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৭) দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। হাদীস নং ২৫২৯।

*** বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫১) জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য। হাদীস নং ৬৫৫১। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৩) জাহান্নামে প্রবেশ করবে অহংকারী লোকেরা ও জান্নাতের প্রবেশ করবে দুর্বল লোকেরা। হাদীস নং (২৮৫২)-৪৫।

www.amarboi.org

الْبَيْضَاءِ . وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثٍ ، مِثْلُ الرَّبَذَةِ ».

(رواه الترمذى)

৪৬১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের মাঢ়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। তার উরু হবে বাইযা পাহাড়ের মত এবং তার নিতম্বদেশ হবে রাবাযার মত তিন দিনের সফরের দূরত্বের সমান। (তিরমিযী*)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ ، يَتَوَطَّاءُ النَّاسُ ». (رواه الترمذى)

৪৬২. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তি তার জিহ্বা এক অথবা দুই ফারসাখ[১] পরিমাণ বের করে হেঁচড়ে চলবে এবং লোকেরা তা পদদলিত করে চলবে। (তিরমিযী**)

জাহান্নামের প্রাচীরের বিবরণ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « .... لَسُرَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ ، كِثْفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ». (رواه الترمذى)

৪৬৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান পুরু। (তিরমিযী***)

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়ের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ - طَعَامُ الْاَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ ج يَغْلِىْ فِىْ

১। এক ফারসাখ সমান তিন মাইল।

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৩) জাহান্নামীদের দেহের আকার হবে বিরাট। হাদীস নং ২৫১৫।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় ঃ (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৩) জাহান্নামীদের দেহের আকার হবে বিরাট। হাদীস নং ২৫১৭।

*** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৪) জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ। হাদীস নং ২৫২২।

www.amarboi.org

الْبُطُوْنِ - كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ - خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ - ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ - ذُقْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ - اِنَّ هٰذَا مَاكُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ-

"নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ- পাপীদের খাদ্য হবে। গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে, যেমন ফুটে পানি। একে ধর এবং টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।" (সূরা আদ-দুখানঃ ৪৩-৫০)

اَ ذٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ - اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظّٰلِمِيْنَ - اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ -

"এ কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? আমি যালিমদের জন্য একে বিপদ করেছি। এটি একটি বৃক্ষ যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে।" (সূরা আস-সাফফাতঃ ৬২-৬৪)

وَمِنْ وَرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ - يَتَجَرَّعُهُ وَلاَيَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ-

"তার পেছনে রয়েছে জাহান্নাম। তাকে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে কিন্তু গলার ভিতরে প্রবেশ করাতে পারবে না। সব দিক থেকে তার নিকট আসবে মৃত্যু-যন্ত্রণা। কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।" (সূরা ইবরাহীমঃ ১৬-১৭)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا ، لاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ . فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ؟ ». (رواه الترمذى)

৪৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তিলওয়াত করলেন ঃ “তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথ ভয় কর এবং (পূর্ণাঙ্গ) মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”[১] অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি যাক্কুম গাছের এক ফোটা এই পৃথিবীতে পড়ত, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়ে যেত। এ অবস্থায় এটা যাদের খাদ্য হবে, তাদের কেমন দুরাবস্থা হবে? (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُلْقٰى عَلٰى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ ، فَيَعْدِلُ مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ ، فَيَسْتَغِيْثُوْنَ ، فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ضَرِيْعٍ لاَيُسْمِنُ وَلاَيُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ . فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ ، فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ . فَيَذْكُرُوْنَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ . فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ ، فَيُدْفَعُ اِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلاَلِيْبِ الْحَدِيْدِ . فَاِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ ، شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ . فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ ، قَطَّعَتْ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ . فَيَقُوْلُوْنَ : اُدْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ . فَيَقُوْلُوْنَ : (اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوْا : بَلٰى ، قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ) . قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا مَالِكًا ، فَيَقُوْلُوْنَ : (يَامَالِكُ! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) قَالَ : فَيُجِيْبُهُمْ : (اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ) . قَالَ الْاَعْمَشُ : نُبِّئْتُ اَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ اِجَابَةِ مَالِكٍ اِيَّاهُمْ اَلْفَ عَامٍ . قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ : اُدْعُوْا رَبَّكُمْ ، فَلاَ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ : (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ - رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ). قَالَ : فَيُجِيْبُهُمْ (اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلاَتُكَلِّمُوْنَ) . قَالَ : فَعِنْدَ ذٰلِكَ

১। সূরা আলে- ইমরান ঃ ১০২।

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৪) জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ। হাদীস নং ২৫২৩।

www.amarboi.org

يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُوْنَ فِي الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ». (رواه الترمذى)

৪৬৫. আবূদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের ওপর ভীষণ ক্ষুধা চাপিয়ে দেয়া হবে, তখন তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণা অন্য সব আযাবের মতই হতে থাকবে। তারা (খাবারের জন্য) কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করবে। তাদের ফরিয়াদের প্রেক্ষিতে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় এক প্রকার ঝাড় জাতীয় ঘাস তাদেরকে খেতে দেয়া হবে, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। তারা পুনরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন তাদেরকে এমন খাবার দেয়া হবে, যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তখন তাদের স্মরণ হবে, দুনিয়াতে গলায় খাবার আটকে গেলে পানি পান করে তা নামাত। তাই তারা পানীয়ের জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন উত্তপ্ত গরম পানি লোহার আঁকড়া দ্বারা উঠিয়ে তাদেরকে দেয়া হবে। তা যখন তাদের মুখের কাছে নেয়া হবে, তখন তাদের মুখমন্ডল ঝলসে যাবে। আর যখন তা তাদের পেটে প্রবেশ করবে, তখন তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। এরপর জাহান্নামীরা পরস্পর বলবে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ককে ডাক (যেন আমাদের আযাব লাঘব করা হয়)। সে তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ এসেছিলেন (কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম)। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক বলবে, তোমরা ডাকতে থাক। বস্তুত কাফেরদের ডাক নিরর্থক[১] তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জাহান্নামীরা বলাবলি করবে, (জাহান্নামের দারোগা) মালেককে ডাক। তারা বলবে, (হে মালেক! তুমি তোমার রবের নিকট আমাদের ব্যাপারে আবেদন কর, যেন তিনি আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন।)[২] তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ মালেক জবাব দেবে, তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে[৩] (তোমাদের মৃত্যু হবে না)। আ'মাশ বলেন, আমি অবগত হয়েছি, জাহান্নামীদের ফরিয়াদ ও মালেকের জবাব দেয়ার মাঝখানে এক হাজার বছর অতিবাহিত হবে। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরপর জাহান্নামীরা পরস্পর বলবে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে সরাসরি ফরিয়াদ কর। কেননা, তোমাদের রবের চাইতে উত্তম আর কেউই নেই। তারা বলবে, (হে আমাদের রব। দুর্ভাগ্যের হাতে আমরা পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের রব! এখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার

১। সূরা আল-মু'মিন ঃ ৫০ ২। সূরা আয-যুখরুফঃ ৭৭ ৩। সূরা আয-যুখরুফঃ ৭৭

www.amarboi.org

করুন। আমরা যদি পুনরায় এরূপ করি, তাহলে নিশ্চয় আমরা জালেম।[১] তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জবাব দেবেন। এখানেই তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক, আর কোন কথা বলবে না।[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তখন তারা আল্লাহর সব ধরনের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে এবং জাহান্নামের মধ্যে হা-হুতাশ করতে থাকবে। আর ভয়ংকর অবস্থায় গর্দভের ন্যায় বিকটভাবে চিৎকার দিতে থাকবে। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِه (وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ) قَالَ « يُقَرَّبُ اِلٰى فِيْهِ فَيَكْرَهُهُ . فَاِذَا اُدْنِىَ مِنْهُ شَوٰى وَجْهَهُ ، وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِه . فَاِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ اَمْعَاءَهُ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِه. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : (وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ) . وَيَقُوْلُ : (وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ، بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) ». (رواه الترمذى)

৪৬৬. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী "তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে, যা তারা ঢকঢক করে গলাধঃকরণ করবে"[৩]-এ আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পুঁজ মিশানো পানি তার মুখের কাছে আনা হলে সে তা অপছন্দ করবে। যখন মুখের আরো কাছে আনা হবে, তখন তার মুখমন্ডল দগ্ধ করে ফেলবে এবং মাথার চামড়া গলে পড়ে যাবে। আর যখন সে তা পান করবে, তখন তার নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে এবং মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তাদের গরম পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে"।[৪] তিনি আরো বলেন ঃ তারা পিপাসার্ত হয়ে পানির জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন গলিত তামার ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান"।[৫] (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِه

১। সূরা আল-মু'মিনূনঃ ১০৬- ১০৭ ২। সূরা আল-মু'মিনূনঃ ১০৮ ৩। সূরা ইবরাহীমঃ ১৬-১৭
৪। সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫ ৫। সূরা আল-কাহাফ ঃ ২৯

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৫) জাহান্নামীদের খাদ্যদ্রব্যের বিবরণ। হাদীস নং ২৫২৪।
*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য অনুচ্ছেদ (৪) জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ। হাদীস নং ২৫২১।

www.amarboi.org

(كَالْمُهْلِ) قَالَ «كَعَكَرِ الزَّيْتِ ، فَاذَا قَرَّبَهُ اِلٰى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِه فِيْهِ». (رواه الترمذى)

৪৬৭. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তা'আলার বাণী (كَالْمُهْلِ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ তা'হল গরম তেলের নীচের গাদের ন্যায় (যা জাহান্নামীদের পান করতে দেয়া হবে)। তা মুখের কাছে নেয়া মাত্রই তার মুখমন্ডলের চামড়া গলে তাতে পড়ে যাবে। (তিরমিযী*)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَقُ فِى الدُّنْيَا لاَنْتَنَ اَهْلُ الدُّنْيَا».

(رواه الترمذى)

৪৬৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের কদর্য পুঁজের এক বালতি যদি পৃথিবীতে ঢেলে দেয়া হয় (যা তাদেরকে পানীয় হিসেবে দেয়া হবে), তাহলে তা গোটা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে দুর্গন্ধময় করে দেবে। (তিরমিযী**)

টগবগে গরম পানি জাহান্নামীদের মাথায় ঢালা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ - يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدِ - وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ - كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ -

"তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ী। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন কর।" (সূরা আল হাজ্জঃ ১৯-২২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট, অনুচ্ছেদ (৪) জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ। হাদীস নং ২৫১৯।

**তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৪) জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ। হাদীস নং ২৫২২।

www.amarboi.org

الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُؤُسِهِمْ ، فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ حَتّٰى يَخْلُصَ اِلٰى جَوْفِهِ ، فَيَسْلُتَ مَا فِيْ جَوْفِهِ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ الصَّهْرُ . ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ ». (رواه الترمذى)

৪৬৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মাথার ওপর টগবগে গরম পানি ঢালা হবে এবং তা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে। ফলে পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, সব গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে পায়ের দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। কুরআনে বর্ণিত (السهر) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে (আবার তা ঢালা হবে।) (তিরমিযী*)

জাহান্নামীরা আগুনে দগ্ধ হয়ে বীভৎসরূপ ধারণ করবে

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « (وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ) قَالَ : تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ ، وَتَسْتَرْخِيَ شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ ». (رواه الترمذى)

৪৭০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "সেখানে তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়"।[১] -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রচন্ড আগুনের তাপে জাহান্নামীদের মুখমন্ডল দগ্ধ হয়ে উপরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে মাথার মাঝখানে এসে যাবে এবং নীচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে। (তিরমিযী**)

জাহান্নামীদেরকে আগুনের পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করা হবে

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اَلصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ ، يُتَصَعَّدُ فِيْهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَيَهْوِىْ فِيْهِ كَذٰلِكَ اَبَدًا ». (رواه الترمذى)

১। সূরা আল মু'মিনুনঃ ১০৪

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৪) জাহান্নামীদের পানীয় বস্তুর বিবরণ। হাদীস নং ২৫২০।

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (৫) জাহান্নামীদের খাদ্য দ্রব্যের বিবরণ বর্ণনা। হাদীস নং ২৫২৫।

www.amarboi.org

৪৭১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে 'সাউদ' নামে আগুনের একটি পাহাড় রয়েছে। জাহান্নামীকে সত্তর বছরে তার চূড়ায় উঠানো হবে এবং সেখান থেকে নীচে গড়িয়ে ফেলা হবে। এ অবস্থা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (তিরমিযী*)

সাপ-বিচ্ছুর দংশন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ فِىْ النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ ، تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ ، فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا . وَاِنَّ فِىْ النَّارِ عَقَارِبَ ، كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ ، تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ ، فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا ». (رواه احمد)

৪৭২. আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জাযয়ি (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে খোরাসানী উটের মত বিরাট বিরাট সাপ রয়েছে, তার কোন একটি একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষক্রিয়া থাকবে। আর জাহান্নামে এমন সব বিচ্ছু আছে, যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। এর কোন একটি একবার দংশন করলে তার বিষক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ**)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَ شِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ ، يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِىْ الْمِرْجَلُ . مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا ، وَّ اِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ». (متفق عليه)

৪৭৩. নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মধ্যে সবচাইতে কম আযাব হবে ঐ ব্যক্তির, যাকে আগুনের ফিতাসহ একজোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এতে তার মগয এমনভাবে টগবগ করে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তামার পাত্রে কিছু ফুটতে থাকে। সে মনে করবে তার চাইতে কঠিন আযাব আর কারো হচ্ছে না, অথচ সে-ই হচ্ছে সর্বনিম্ন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম***)

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৯) জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ (২) জাহান্নামের গহ্বরের বর্ণনা, হাদীস নং ২৫১৪।

** মুসনাদে আহমাদ ঃ

***বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫১) জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, হাদীস নং ৬৫৬২। মুসলিম ঃ

www.amarboi.org

জাহান্নামে কারা যাবে এবং কেন যাবে?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَيَدْخُلُ النَّارَ الاَّ شَقِىٌّ . قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنِ الشَّقِىُّ؟ قَالَ : مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً». (رواه ابن ماجه)

৪৭৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হতভাগা ছাড়া কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই হতভাগা? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নেক আমল বা তাঁর আনুগত্য করে না এবং তাঁর নাফরমানীর কাজ পরিত্যাগ করে না। (ইবনু মাজাহ্*)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য কান্নাকাটি করা

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَا اَيُّهَا النَّاسُ! اَبْكُوْا ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا ، فَتَبَاكُوْا . فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ ، كَاَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ . فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ ، فَتَقَرَّحُ الْعُيُوْنُ . فَلَوْ اَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ». (شرح السنة ، مشكوة)

৪৭৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র ভয়ে বেশী বেশী করে কাঁদ। কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান কর। কেননা, জাহান্নামীরা জাহান্নামে কাঁদতে থাকবে- এমনকি, পানির নালার ন্যায় তাদের মুখমণ্ডলে অশ্রু প্রবাহিত হবে। অবশেষে তাদের অশ্রু শেষ হয়ে যাবে। তখন রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। এতে তাদের চোখে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হবে। যদি তাতে নৌকা চালানো হয়, তাও চলাবে। (শারহুস সুন্নাহ্, মিশকাত**)

অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৯১) জাহান্নামীদের সর্বনিম্ন আযাব প্রসঙ্গে, হাদীস নং (২১৩)-৩৬৪।

* ইবনু মাজাহ ঃ অধ্যায়-যুহদ, অনুচ্ছেদ-কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করা।

** মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ অধ্যায় ফিতান, অনুচ্ছেদ জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ অধ্যায়

জান্নাত

জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّاتَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ اَوْلِيٰؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ - نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ -

'নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের রব, অতঃপর এ কথার উপরই অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের মন যা চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমরা যা আকাঙক্ষা কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ ঃ ৩০-৩২)

তিনি আরো বলেন ঃ

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ - عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ - تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ - يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ - خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ - وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ - عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ -

"নিশ্চয় সৎ লোকেরা থাকবে (নি'আমতে ভরা জান্নাতে) পরম আরামে। সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝরণা- যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (সূরা

www.amarboi.org

আল মুতাফ্ফিফীনঃ ২২-২৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَعَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ . فَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ «فَلاَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ». (متفق عليه)

৪৭৬. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নি'আমত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, যার বিবরণ কোন কান কখনো শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে সে সম্পর্কে কখনো কোন কল্পনাও জাগেনি। এর প্রমাণস্বরূপ তোমরা কুরআনের এই আয়াতটি তিলওয়াত করতে পার, "তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতলকারী, আনন্দদায়ক যে নি'আমতসামগ্রী গোপন করে রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীই তা জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম*)

জান্নাতের পরিবেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَيَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلاَزَمْهَرِيْرًا-

"তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।" (সূরা আদ-দাহ্র ঃ ১৩)

তিনি আরো বলেন ঃ

اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ج لاَيَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلاَيَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ -

"যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে চিরন্তন আবাসস্থল দান করেছেন, যেখানে কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না। (সূরা আল ফাতিরঃ ৩৫)

জান্নাতের নির্মাণ উপকরণের বিবরণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : .... قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟ قَالَ «مِنَ الْمَاءِ». قُلْنَا : اَلْجَنَّةُ مَا بِنَاءُهَا؟ قَالَ

* বুখারী ঃ অধ্যায় ঃ (৫৯) বাদউল খালক, অনুচ্ছেদ (৮) জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা, হাদীস নং ৩২৪৪। মুসলিমঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, হাদীস নং (২৮২৪)-২-৪।

www.amarboi.org

«لَبِنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ . مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ ، وَلاَيَبْأَسْ ، وَيَخْلُدْ لاَيَمُوْتُ ، وَلاَتَبْلٰى ثِيَابُهُمْ ، وَلاَيَفْنٰى شَبَابُهُمْ ». (رواه الترمذى)

৪৭৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকল মাখলূককে কি জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ পানি দ্বারা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাত কি উপকরণ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন ঃ একটি সোনার ইট, অতঃপর একটি রূপার ইট, এভাবে জান্নাতের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর খামীর বা মসল্লা হল, সুগন্ধময় কস্তুরী এবং এর কংকর হল, মণি-মুক্তা ও মাটি হল, কুমকুম। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে অসীম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, দুশ্চিন্তা তাকে স্পর্শ করবে না। সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা ও পুরাতন হবে না, তার যৌবনও শেষ হবে না। (তিরমিযী*)

জান্নাতের প্রশস্ততা ও স্তরের বর্ণনা

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « ... فَاِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَى الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا ، وَفَوْقَ ذٰلِكَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ، وَمِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ . فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ». (رواه الترمذى)

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (২) জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও তার নি'আমতসমূহের বিবরণ। হাদীস নং ২৪৬৫।

www.amarboi.org

৪৭৮. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ... জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হল, আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। আর ফিরদাউস হল সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। তার উপরেই রয়েছে আল্লাহর আরশ। সেখান থেকে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস- এর প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী*)

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহের বিবরণ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا ، يُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا ، وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا». فَقَامَ اِلَيْهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ : لِمَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ «هِىَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَاَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». (رواه الترمذى)

৪৭৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন কিছু অট্টালিকা রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যায় এবং বাইর থেকেও ভিতরের সবকিছু দেখা যায়। একজন আরব বেদুঈন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ অট্টালিকাসমূহ কাদের জন্য? তিনি বললেন ঃ যারা উত্তম ও মিষ্টিভাষায় কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, বেশী বেশী রোযা রাখে এবং গভীর রাতে মানুষ যখন ঘুমে অচেতন থাকে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করে। (তিরমিযী**)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « .... وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ سَقَائِفُهَا وَاَبْوَابُهَا وَاَغْلَاقُهَا وَمَفَاتِيْحُهَا مِنْهَا ، تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَمْرَاءَ، فِيْهَا سَبْعُوْنَ بَابًا ، كُلُّ بَابٍ يُفْضِىْ اِلٰى جَوْهَرَةٍ خَضْرَاءَ مُبَطَّنَةٍ ، كُلُّ جَوْهَرَةٍ تُفْضِىْ اِلٰى جَوْهَرَةٍ عَلٰى غَيْرِ

---

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৪) জান্নাতের স্তরসমূহের বিবরন। হাদীস নং ২৪৬৯।

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৩) জান্নাতের প্রাসাদ সমূহের বিবরন। হাদীস নং ২৪৬৬।

www.amarboi.org

لَوْنِ الْأُخْرٰى ، فِيْ كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائِفُ ، أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ ، عَلَيْهَا سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا ، كَبِدُهَا مِرْأَتُهُ وَكَبِدُهُ مِرْأَتُهَا ، اِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا اِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ فِيْ عَيْنِهِ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا. فَيُقَالُ لَهُ أُشْرُفْ ، فَيَشْرُفُ . فَيُقَالُ لَهُ : مُلْكُكَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ يَنْفُذُهُ بَصَرُكَ ». قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : اَلاَ تَسْمَعُ مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ يَا كَعْبُ! عَنْ أَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً ، فَكَيْفَ أَعْلاَهُمْ؟ قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ . اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ذِكْرُهُ خَلَقَ دَارًا جَعَلَ فِيْهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَشْرِبَةِ . ثُمَّ أَطْبَقَهَا ، فَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ لاَجِبْرِيْلُ وَلاَ غَيْرُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ . ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ « فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ....». (الترغيب والترهيب)

৪৮০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ...... সে প্রাসাদ শূন্যগর্ভ একটা মুক্তা দ্বারা নির্মিত। যার ছাদ, দরজা, তালা-চাবি সবই হবে সেই মুক্তার তৈরী। সেই প্রাসাদের সম্মুখভাগে থাকবে হীরা, পান্না, চুনি প্রভৃতি মূল্যবান সবুজ পাথর, যার অভ্যন্তর হবে রক্তিম। তার মধ্যে থাকবে সত্তরটি দরজা। প্রত্যেকটি দরজা এমন একটি জহরতের সাথে মিলিত থাকবে যার অভ্যন্তর ভাগ হবে সবুজ। আর প্রত্যেকটি জহরত ভিন্ন রং- এর আরেকটি জহরতের সাথে মিলিত থাকবে। প্রতিটি জহরতের মধ্যে থাকবে খাট-পালংক, স্ত্রী ও সেবিকাবৃন্দ। এদের মধ্যে নিম্নপর্যায়ের স্ত্রীগণ ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট হবে। তাদের পরনে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। এসব ভেদ করে তাদের পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। তাদের বক্ষদেশ হবে তাদের স্বামীর জন্য আয়না এবং স্বামীর বক্ষদেশ হবে তাদের জন্য আয়না স্বরূপ। একবার তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় তাকালে, তাদের সৌন্দর্য সত্তর গুণ বেড়ে যাবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, নিকটবর্তী হও, সে নিকটবর্তী হবে। তাকে বলা হবে, তোমার সাম্রাজ্যের আয়তন হবে একশত বছরের রাস্তা, যার প্রতি তোমার দৃষ্টি বিস্তৃত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রাঃ) বল্লেন, হে কা'ব! একজন নিম্নশ্রেণীর

www.amarboi.org

জান্নাতবাসীর মর্যাদা সম্পর্কে ইবনে উম্মে আবদ আমাদের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা কি তুমি শুনেছ? (এই যদি হয় একজন নিম্নশ্রেণীর জান্নাতবাসীর মর্যাদা) তাহলে উচ্চশ্রেণীর জান্নাতবাসীর মর্যাদা কিরূপ হবে? বর্ণনাকারী বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! (তাদের জন্য এমন নি'আমতসামগ্রী রয়েছে) যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি। মহান আল্লাহ্ (তাদের জন্য) এমন অট্টালিকা সৃষ্টি করেছেন, যাতে রয়েছে তার ইচ্ছামত জান্নাতের রমণীবৃন্দ, ফল-মূল ও পানীয়। অতঃপর তা তিনি ঢেকে রেখেছেন। ফলে কোন সৃষ্টিই তা কখনো দেখেনি। জিবরাঈল বা অন্য কোন ফিরিশতাও তা দেখেনি। অতঃপর কা'ব (রাঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন- "কেউ জানে না তাদের জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম প্রতিদান লুকায়িত আছে।"[১] .....। (আত্তারগীব ওয়াত তারহীব*)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ». قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ «بَلٰى ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ، رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ». (رواه البخارى)

৪৮১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ তাদের ওপরের অট্টালিকাসমূহের অধিবাসীগণকে এভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল চকচকে তারকারাজি দেখতে পাও। এরূপ ব্যবধান তাদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণেই হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ স্তরগুলি কি নবীগণের- যেখানে তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ পৌছুতে পারবে না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ পারবে। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নবীগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, তারা ঐ স্তরে পৌছুতে সক্ষম হবে। (বুখারী**)

জান্নাতের বাগবাগিচা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

১। সূরা আস সাজদাঃ ১৭

* আত- তারগীর ওয়াত তারহীবঃ অধ্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য, অনুচ্ছেদ জান্নাতে নিম্নশ্রেণীর জান্নাতীদের জন্য যে সব নি'আমত রয়েছে তার বর্ণনা। হাদীস নং ১৭

** বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৯) বাদউল খালক, অনুচ্ছেদ (৮) জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা। হাদীস নং ৩২৫৬।

www.amarboi.org

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فِضَّةٍ. وَجَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مَيْلاً، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لاَيَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ». (رواه الترمذى)

৪৮২. আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে রূপার দুটি বাগান রয়েছে, যার পাত্রসমূহ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই রূপার তৈরী। আর স্বর্ণের দুটি বাগান রয়েছে, তার পাত্রসমূহ ও তাতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণের তৈরী। 'জান্নাতে আদন'- এ জান্নাতবাসীদের ও তাদের রবের দীদারের মাঝে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কোন পর্দা বা আড়াল থাকবে না। একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ জান্নাতে শূন্যগর্ভ মণি-মুক্তার তাঁবু রয়েছে, যার প্রস্থ ষাট মাইল। তার সকল কোণে এক একজন করে জান্নাতের রমণী থাকবে, যাদেরকে (তাদের স্বামী ব্যতীত) অন্য কেউ দেখতে পাবে না। মু'মিনগণ নিজেদের এ রমণীদের নিকট যাওয়া-আসা করবে। (তিরমিযী*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ. وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ) وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ».(رواه البخارى)

৪৮৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়াতলে কোন ঘোড়-সাওয়ার একশত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না)। তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো "ওয়া যিল্লিম মামদুদ" অর্থ্যাৎ দীর্ঘ ছায়া। জান্নাতে

*তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৩) জান্নাতের প্রাসাদসমূহের বিবরণ। হাদীস নং ২৪৬৭।

www.amarboi.org

তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ জায়গাও পৃথিবীর সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যবর্তী স্থানের সবকিছু থেকে মূল্যবান। (বুখারী*)

জান্নাতের বাজার

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا ، يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَتَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ ، فَتَحْثُوْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ . فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالاً . فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ ، وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالاً . فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ : وَاللّٰهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً . فَيَقُوْلُوْنَ : وَاَنْتُمْ ، وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً».

(رواه مسلم)

৪৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বাজার আছে। প্রত্যেক জুমু'আর দিন জান্নাতবাসীগণ সেখানে জমায়েত হবে। তখন উত্তুরে বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে। তাতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য ও শোভা আরও অধিক বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় তারা যখন নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট যাবে, তখন তারা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য ও শোভা অধিক বৃদ্ধি করে ফেলেছ। উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। (মুসলিম**)

জান্নাতের নহর

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ

---

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৯) বাদউল খালক, অনুচ্ছেদ (৮) জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা। হাদীস নং ৩২৫২। মুসলিমঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১) জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়াতলে কোন ঘোড় সাওয়ার একশত বছর পর্যন্ত চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। হাদীস নং (২৮২৭)-৮।

**মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৫) জান্নাতের বাজারের বর্ণনা। হাদীস নং (২৮৩৩)-১৩।

www.amarboi.org

لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى -

"মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের নহর, পানকারীদের জন্য রয়েছে সুপেয় শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا اٰنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه! لَاٰنِيَتُهٗ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَآءِ وَكَوَاكِبِهَا فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَّةٍ مِنْ اٰنِيَةِ الْجَنَّةِ . مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِ . عَرْضُهٗ مِثْلُ طُوْلِه ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ اِلٰى اَيْلَةَ . مَاؤُهٗ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ». (رواه الترمذى)

৪৮৫. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাউযে কাউসারের পানপাত্রের সংখ্যা কত? জবাবে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ! যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে অন্ধকার রাতে পরিষ্কার আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চাইতেও অনেক বেশী। সেগুলো হবে জান্নাতের পাত্র। যে ব্যক্তি তা থেকে একবার পান করবে, সে জীবনে কখনো পিপাসার্ত হবে না। তার প্রস্থ হবে দৈর্ঘের সমান। যা 'আম্মান' থেকে ইয়েমেনের অন্তর্গত 'আয়লার' দূরত্বের সমান। তার পানি হবে দুধের চাইতে সাদা ও মধুর চাইতে মিষ্টি। (তিরমিযী*)

জান্নাতের বিছানা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِه «"وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ" قَالَ : اِرْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ مَسِيْرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ». (رواه الترمذى)

৪৮৬. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর বাণী ঃ (وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ)(সুউচ্চ বিছানা থাকবে) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমাদের জন্য এর উচ্চতা হবে আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আর তা হল, পাঁচশত বছরের রাস্তা। (তিরমিযী**)

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৭) রিকাক, অনুচ্ছেদ (১৫) হাউযে কাউসারের পানপাত্রের বর্ণনা। হাদীস নং ২৩৮৭।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৮) জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা, হাদীস নং ২৪৭৯।

www.amarboi.org

জান্নাতবাসীগণের পোশাক ও আসবাবপত্র

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُوًا ج وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ -

"তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।" (সূরা ফাতির ঃ ৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে। তাতে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে পরিতৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে।" (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৭১)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ اَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفْرٌ مِمَّا فِى الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ. وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا اَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ». (رواه الترمذى)

৪৮৭. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) তার পিতা থেকে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের নি'আমতসামগ্রীর মধ্য থেকে নখের চিমটি পরিমাণ কোন জিনিসও যদি পৃথিবীতে প্রকাশ পেত, তাহলে আসমান ও যমীনের সর্বত্র সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যেত। জান্নাতবাসীদের কোন ব্যক্তি যদি পৃথিবীতে উঁকি মারত এবং তার হাতের কংকণ যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত, তাহলে তার জ্যোতি সূর্যের আলোকে এমনভাবে নিষ্প্রভ করে দিত, যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয়। (তিরমিযী*)

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৭) জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য। হাদীস নং ২৪৭৭।

www.amarboi.org

জান্নাতবাসীগণের খাদ্য ও পানীয়

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ - كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ -

"অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে সুমহান জান্নাতে। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, অতীত জীবনে তোমরা যা করেছিলে, তার বিনিময়ে তৃপ্তিসহকারে খাও এবং পান কর।" (সূরা আল হাক্কাহ্ ঃ ২১-২৪)

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ - فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ - وَّ طَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ - وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ - وَّ مَآءٍ مَّسْكُوْبٍ - وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ - لَّامَقْطُوْعَةٍ وَّلَامَمْنُوْعَةٍ -

"আর ডান দিকের দল, কত ভগ্যবান ডান দিকের দল। তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যেখানে আছে কাঁটাবিহীন কুলবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, সম্প্রসারিত ছায়া,সদা প্রবহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না।" (সূরা আল-ওয়াকি'আহ্ ঃ ২৭-৩৩)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ -

"মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর- যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য থাকবে রকমারি ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা।" (সূরা- মুহাম্মাদ ঃ ১৫)

জান্নাতবাসীদের খাওয়া-দাওয়া ও পেশাব-পায়খানা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَايَتْفُلُوْنَ

www.amarboi.org

وَلاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَيَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَيَمْتَخِطُوْنَ». قَالُوْا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ». (رواه مسلم)

৪৮৮. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে খাবার খাবে এবং পানীয় পান করবে। কিন্তু তারা সেখানে থুথু ফেলবে না এবং পেশাব-পায়খানারও তাদের প্রয়োজন হবে না। আর তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও ঝরবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা যে খাবার খাবে, তার কি পরিণতি হবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ ঢেকুর এবং মিশকের ন্যায় সুগন্ধ ঘাম বেরিয়ে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতই তারা আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসায় অভ্যস্ত হবে। (মুসলিম*)

জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَآءِ اِضَاءَةً ، قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَتَبَاغُضَ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، لاَيَسْقُمُوْنَ وَلاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَيَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَيَتْفُلُوْنَ وَلاَيَمْتَخِطُوْنَ . اٰنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْاُلُوَّةُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، عَلٰى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ ، سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَآءِ». (متفق عليه واللفظ لمشكوة)

৪৮৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৭) জান্নাতের বিশেষত্ব ও জান্নাতের অধিবাসীদের বর্ণনা। হাদীস নং (২৮৩৫)-১৮।

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। এরপর যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। জান্নাতবাসী সকলের অন্তর হবে এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায়। তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে আয়তলোচনা হূর স্ত্রী থাকবে। তারা এত সুন্দরী হবে যে, তাদের হাড় ও মাংসের ওপর হতে পায়ের নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা (জান্নাতবাসীগণ) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ্ করতে থাকবে। তারা কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, তাদের পেশাব-পায়খানা করতে হবে না, থুথু ফেলবে না এবং তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্মাও ঝরবে না। তাদের পাত্রসমূহ হবে সোনা ও রূপার, তাদের চিরুনি হবে সোনার। তাদের ধূপদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধময়। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির স্বভাবের ন্যায়। তাদের শারীরিক গঠন হবে আদি পিতা আদম (আঃ) এর ন্যায় উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা। (বুখারী ও মুসলিম*)

নিম্নশ্রেণীর জান্নাতবাসীর মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً اَلَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ ، وَاِثْنَتَانِ وَ سَبْعُوْنَ زَوْجَةً ، وَّ تُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُّؤْلُؤٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَ يَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلٰى صَنْعَاءَ». وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّوْنَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ فِى الْجَنَّةِ ، لَايَزِيْدُوْنَ عَلَيْهَا اَبَدًا ، وَكَذٰلِكَ اَهْلُ النَّارِ». وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيْجَانُ ، وَاِنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». (رواه الترمذى)

৪৯০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অতি নিম্নমানের একজন জান্নাতবাসীর জন্য আশি

*বুখারী ঃ অধ্যায় (৫৯) বাদউল খালক, অনুচ্ছেদ (৮) জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা। হাদীস নং ৩২৪৬। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৬) প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। হাদীস নং (২৮৩৪)-১৪-১৬। মিশকাত ঃ অধ্যায় জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১) হাদীস নং (৫৩৭৮)-৮।

www.amarboi.org

হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তার জন্য মণিমুক্তা, যাবারজাদ ও ইয়াকূত পাথরের গোলাকার তাঁবু নির্মাণ করা হবে। সেটা এত বড় হবে যে, (সিরিয়ার অন্তর্গত) জাবিয়া থেকে (ইয়েমেনের) সান'আ পর্যন্ত এলাকাব্যাপী বিস্তৃত হবে।

উক্ত সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ (দুনিয়াতে) কম বা বেশী যে বয়সেই মারা যাক না কেন, ত্রিশ বছরের যুবক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বয়স কখনো এর চেয়ে বেশী হবে না। আর জাহান্নামীদের বয়সও অনুরূপ হবে।

এই সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিম্নমানের জান্নাতবাসীদের মাথায় (মুক্তা খচিত) এমন মুকুট পরান হবে, যার মামুলী মুক্তা এত উজ্জ্বল হবে যে, তা পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করে ফেলবে। (তিরমিযী*)

عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ ، وَاَكْرَمَهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً . ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)». (رواه الترمذى)

৪৯১. সুওয়াইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রাঃ)- কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতবাসীর বাগ-বাগিচা, স্ত্রী, ভোগ-বিলাসের সামগ্রী, খাদেম, আসবাবপত্র ও সিংহাসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তার হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। আর আল্লাহর নিকট সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ আয়াত) তিলাওয়াত করেন ঃ "সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে- তারা তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[১] (তিরমিযী**)

১। সূরা কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (২২) অতি সাধারণ জান্নাতীর মর্যাদা, হাদীস নং- ২৫০১।

** তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৬) আল্লাহর তা'আলার দীদার লাভ। হাদীস নং ২৪৯২।

www.amarboi.org

জান্নাতবাসীরা চিরদিন জান্নাতে ও জাহান্নামীরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ ، وَصَارَ اَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ ، اُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . ثُمَّ يُذْبَحُ ، ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ! لاَمَوْتَ ، وَيَا اَهْلَ النَّارِ: لاَمَوْتَ . فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا اِلٰى فَرْحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلٰى حُزْنِهِمْ ». (متفق عليه واللفظ لمسلم)

وفى رواية له « كُلٌّ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ » وزاد الترمذى « فَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ اَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ اَهْلُ النَّارِ ».

৪৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে (সাদা-কালো রঙের ভেড়ার আকৃতিতে) হাযির করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রেখে জবাই করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ হে জান্নাতবাসীরা! আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা! আর কোন মৃত্যু নেই। (এ ঘোষণা শুনে) জান্নাতবাসীদের আনন্দ-উল্লাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ সীমাহীন বেড়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম*)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা প্রত্যেকে যেখানে আছে সেখানেই চিরদিন থাকবে। তিরমিযীতে আরো এসেছে, কেউ যদি আনন্দ-উল্লাসে মারা যেত, তাহলে (এ ঘোষণা শুনে) জান্নাতবাসীরা আনন্দ-উল্লাসে মারা যেত এবং কেউ যদি চিন্তায় ও দুঃখে মারা যেত, তাহলে জাহান্নামীরা (এ ঘোষণা শোনার পর দুশ্চিন্তায় ও দুঃখে) মারা যেত।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫১) জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য। হাদীস নং ৬৫৪৮। মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৩) অহংকারী লোকের জাহান্নামে এবং দুর্বল লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীস নং (২৮৫০)-৪৩।

www.amarboi.org

وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَآءِ ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ . ثُمَّ تُشْتَقُّ الْاَنْهَارُ بَعْدُ« . (رواه الترمذى)

৪৯৩. হাকীম ইবনে মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতে পানি, মধু, দুধ ও শরাবের সাগর রয়েছে। এসব সাগর থেকে নদী বা ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। (তিরমিযী*)

সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মর্যাদা

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « ... سَأَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ ، مَا اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِئُ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : اُدْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ : اَىْ رَبِّ ! كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَاَخَذُوْا اَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ : اَ تَرْضٰى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ رَبِّ! فَيَقُوْلُ : لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ . فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ : رَضِيْتُ رَبِّ! فَيَقُوْلُ : هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ رَبِّ! قَالَ رَبِّ! فَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِىْ ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ، تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ اُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ . قَالَ : وَمِصْدَاقُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ (فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ) ».(رواه مسلم)

৪৯৪. মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (শা'বী বলেন,) আমি মুগীরা ইবনে

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (২৪) জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের বর্ণনা। হাদীস নং ২৫০৯।

www.amarboi.org

শু'বা (রাঃ)- কে মিম্বরে বসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু' সুত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মূসা আলাইহিস সাল্লাম তাঁর রবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সবচাইতে নিম্নমানের জান্নাতীর মর্যাদা কিরূপ হবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, সকল জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর এক ব্যক্তি আসবে। তাকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে তখন বলবে, হে প্রভু! সব লোক তো ইতোমধ্যে নিজ নিজ মনযিলসমূহে পৌঁছে গেছে এবং তারা তাদের প্রাপ্য অংশসমূহ নিয়ে ফেলেছে। এমতাবস্থায় আমি কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব? (আমার জন্য তো কোন জায়গা খালি নেই) তখন তাকে বলা হবে, পৃথিবীর যে কোন রাজার রাজ্যের সমপরিমাণ এলাকা যদি তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে কি তুমি খুশী হবে? সে বলবে, হে আমার রব! এতে আমি খুশী। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমাকে তাই দেয়া হল এবং তার সমপরিমাণ দেয়া হল, অতঃপর তার সমপরিমাণ আরো এবং তার সমপরিমাণ এবং তার সমপরিমাণ আরো দেয়া হল। পঞ্চম বারে সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি খুশী। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমাকে তো এসব দেয়া হল এবং এসবের আরো দশগুণ দেয়া হল, আর এর সাথে তোমার মন যা চায় এবং তোমার চোখ যাতে পরিতুষ্ট হয়, তাও দেয়া হল। সে ব্যক্তি বলবে, হে আমার রব! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ হে আমার রব! সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কিরূপ হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ এরা ঐ সব লোক, যাদেরকে আমি বাছাই করে নিয়েছি এবং নিজ হাতেই তাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছি। আর তাদেরকে সীলমোহর দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছি। তাদেরকে এমন সব নি'আমতসামগ্রী প্রদান করা হবে, যা কোন চোখ কোন দিন দেখেনি, কোন কান কোনদিন শোনেনি এবং কোন মানুষের মনে তার কল্পনাও কোন দিন জাগেনি। বর্ণনাকারী বলেন, পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর কিতাবে এর প্রমাণ রয়েছে ঃ "তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের চোখ শীতলকারী যে সব নি'আমতসামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীই তা জানে না।"[১] (মুসলিম*)

জান্নাতবাসীগণের স্ত্রী ও হূর-গিলমান

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرٰى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حُلَّةً ، حَتّٰى يُرٰى مُخُّهَا . وَذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ

১। সূরা আস সাজদা ঃ ১৭

* মুসলিমঃ অধ্যায় (১) ঈমান, অনুচ্ছেদ (৮৪) জান্নাতে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতবাসীর মর্যাদা। হাদীস নং (১৮৯)-৩১২।

www.amarboi.org

تَعَالٰى يَقُوْلُ : (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ) ، فَأَمَّا الْيَاقُوْتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيْهِ سِلْكًا ، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَأُرِيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ ». (رواه الترمذى)

৪৯৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের রমণীদের পায়ের নলার শুভ্রতা সত্তর জোড়া কাপড় ভেদ করেও বাইর থেকে দেখা যাবে। এমনকি হাড়ের ভিতরের মজ্জাও দেখা যাবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "তারা (হূরগণ) যেন মহা মূল্যবান প্রবাল ও নীলকান্তমণি"। (সূরা আর রহমান ঃ ৫৮) নীলকান্তমণি এমনি ধরনের পাথর যার ভিতর দিয়ে সূতা ঢুকিয়ে তারপর যদি তা পরিষ্কার দেখতে চাও, তাহলে তার বাইর থেকেও দেখতে পাবে। (তিরমিযী*)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « غُدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . وَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا ، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ». (رواه البخارى)

৪৯৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে এক সকাল অথবা এক বিকাল ব্যয় করা পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ বা পা রাখার জায়গা পরিমাণ স্থান পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতবাসী কোন নারী (হূর) যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মারে, তবে সমগ্র বিশ্ব (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে যাবে। আর তাদের মাথার ওড়না পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী*)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ فِى

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৫) জান্নাতের নারীদের বিবরণ। হাদীস নং ২৪৭২।

* বুখারী ঃ অধ্যায় (৮১) রিকাক, অনুচ্ছেদ (৫১) জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য হাদীস নং ৬৫৬৮।

www.amarboi.org

الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ ، يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا . قَالَ يَقُلْنَ :نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَنَبِيْدُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَنَسْخَطُ ، طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ». (رواه الترمذى)

৪৯৭. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে আয়তলোচনা হূরদের একত্র হওয়ার একটি জায়গা রয়েছে। তারা সেখানে সমবেতকণ্ঠে উচ্চস্বরে এমন সুমিষ্ট সুর লহরীতে গান গাইবে সৃষ্টিজীব এমন সুমিষ্ট সুর লহরী আর কখনো শুনতে পায়নি। তারা এই বলে গান গাইবে ঃ নাহনুল খালেদাতু ফালা নাবীদু, ওয়া নাহনুন্নায়িমাতু ফালা নাবয়াসু ওয়া নাহনুর রাযিয়াতু ফালা নাসখাতু, তুবা লিমান কানা লানা ওয়া কুন্না লাহু (অর্থাৎ আমরা চিরদিন থাকব, কখনো ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা কোমল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় থাকব, কখনো দু:খ-বেদনার্ত হব না। আমরা চির সন্তুষ্ট কখনো নাখোশ হব না। তাদের কতইনা সৌভাগ্য, যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা। (তিরমিযী*)

জান্নাতবাসীদের খাদেম

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا -

"তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে চির-কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা"। (সূরা আদ-দাহ্র ঃ ১৯)

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ - بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ -

"তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে"। (সুরা আল ওয়াকে'আ ঃ- ১৭-১৮)

জান্নাতবাসীগণ কখনো রোগাক্রান্ত হবে না এবং তাদের কখনো মৃত্যু হবে না

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

* তিরমিয়ী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (২৩) আয়তলোচনা হূরদের বর্ণনা। হাদীস নং ২৫০৩।

www.amarboi.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يُنَادِيْ مُنَادٍ : اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَاتَسْقَمُوْا اَبَدًا . وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَاتَمُوْتُوْا اَبَدًا . وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَاتَهْرَمُوْا اَبَدًا . وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَاتَبْأَسُوْا اَبَدًا . فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ : (وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ)». (رواه مسلم)

৪৯৮. আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর) একজন ঘোষণাকরী ঘোষণা করবে, (হে জান্নাতবাসীগণ!) তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে- কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে- কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে- কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা চিরদিন স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে- কখনো কষ্ট অনুভব করবে না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী "এবং আওয়াজ আসবে, এটা জান্নাত, তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের প্রতিদান স্বরূপ এর উত্তরাধিকারী হলে।"[১] (মুসলিম*)

জান্নাতের সর্বোচ্চ নি'আমত হল আল্লাহর দীদার

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ : "لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ" قَالَ «اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، نَادٰى مُنَادٍ : اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا ، قَالُوْا : اَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ قَالُوْا : بَلٰى ، قَالَ : فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ . قَالَ : فَوَاللّٰهِ! مَا اَعْطَاهُمْ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَيْهِ». (رواه الترمذى)

৪৯৯. সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর বাণীঃ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ (যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশী।[১] এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা দেবেন,

১। সূরা আল-আ'রাফ ঃ৪৩

* মুসলিম ঃ অধ্যায় (৫১) জান্নাত, অনুচ্ছেদ (৭) জান্নাতের বিশেষত্ব ও জান্নাতের অধিবাসীদের বর্ণনা। হাদীস নং

www.amarboi.org

তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট আরো ওয়াদা রয়েছে। তখন জান্নাতবাসীগণ বলবে, তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? ফিরিশতাগণ বলবে, হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এরপর পর্দা খুলে যাবে, জান্নাতবাসীগণ আল্লাহর দীদার লাভ করবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় ও অধিক কাঙ্ক্ষিত কোন নি'আমত আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে দান করেননি। (তিরমিযী*)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ لَقِىَ اَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : اَسْأَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فِىْ سُوْقِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيْدٌ : اَفِيْهَا سُوْقٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ اَعْمَالِهِمْ ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِىْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا ، فَيَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشُهُ ، وَيَتَبَدّٰى لَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ . فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُّوْرٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ ، وَّمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ . وَيَجْلِسُ اَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ مِنْ دَنِىٍّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ ، وَ الْكَافُوْرِ ، مَا يَرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَرَاسِىِّ بِاَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ نَرٰى رَبَّنَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قُلْنَا: لاَ ، قَالَ كَذٰلِكَ لاَتَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ ، وَلاَيَبْقٰى فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ اِلاَّ حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً ، حَتّٰى يَقُوْلَ لِلرَّجُلِ

(২৮৩৭)-২২।

১। সূরা ইউনুস ঃ ২৬

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৬) আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ। হাদীস নং ২৪৯১।

www.amarboi.org

مِنْهُمْ : يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ! اَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيُذَكِّرُهُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا . فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ! اَفَلَمْ تَغْفِرْ لِيْ؟ فَيَقُوْلُ : بَلٰى ، فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِيْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ . فَبَيْنَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ . وَيَقُوْلُ رَبُّنَا : قُوْمُوْا اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِّنَ الْكَرَامَةِ ، فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ . فَنَاْتِيْ سُوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ اِلٰى مِثْلِهِ ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْاَذَانُ ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوْبِ . فَيُحْمَلُ اِلَيْنَا مَا اشْتَهَيْنَا ، لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلَايُشْتَرٰى . وَفِيْ ذٰلِكَ السُّوْقِ يَلْقٰى اَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . قَالَ : فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ ، فَيَلْقٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ، وَمَا فِيْهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوْعُهُ مَايَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ ، فَمَا يَنْقَضِيْ اٰخِرُ حَدِيْثِهِ حَتّٰى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَاهُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ . وَذٰلِكَ اَنَّهُ لَايَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْزَنَ فِيْهَا . ثُمَّ نَنْصَرِفُ اِلٰى مَنَازِلِنَا ، فَتَتَلَقَّانَا اَزْوَاجُنَا ، فَيَقُلْنَ : مَرْحَبًا وَّ اَهْلاً ، لَقَدْ جِئْتَ وَاِنَّ لَكَ مِنَ الْجَمَالِ اَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ . فَيَقُوْلُ : اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ ، وَيَحِقُّ لَنَا اَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا »: (رواه الترمذى)

৫০০. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)- এর সাথে সাক্ষাত করলে আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতেও কি বাজার আছে? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজেদের আমলের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে মর্যাদা ও স্থান লাভ করবে। অতঃপর পৃথিবীর দিন অনুসারে জুমু'আর দিন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। তারা তাদের রবের সাক্ষাত লাভের জন্য আসবে। তাদের জন্য আল্লাহর আরশ প্রকাশিত হবে এবং জান্নাতের কোন এক বাগানে তাঁদের সামনে তাদের রবের তাজাল্লীরও প্রকাশ ঘটবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে নূর, মণিমুক্তা, নীলকান্তমণি, যাবারজাদ এবং সোনা ও রূপার সুউচ্চ ও মহামূল্যবান সিংহাসনসমূহ। (আমলের পরিমাণ ও মর্যাদার তারতম্য অনুসারে জান্নাতবাসীগণ এসব আসন গ্রহণ করবে) সবচাইতে কম মর্যাদার জান্নাতবাসীগণ মেশক ও কর্পূরের স্তূপের ওপর আসন গ্রহণ করবে। তবে তারা সিংহাসনে বসা লোকদেরকে নিজেদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মনে করবে না এবং সেখানে কেউ হীন বা নীচ হবে না। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পারব? তিনি বললেন, হাঁ, পারবে। তোমরা কি সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ দেখে (চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাপারে) সন্দেহ করবে? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ অনুরূপভাবে তোমাদের রবের দীদার লাভেও তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে না। সেই সমাবেশের প্রতিটি লোকের সাথেই আল্লাহ্ কথা বলবেন। এমনকি তিনি পৃথক পৃথকভাবে তাদের সবার নাম ধরে ডেকে বলবেন ঃ হে অমুকের ছেলে অমুক! অমুক দিন তুমি এরূপ এরূপ বলেছিলে, তোমার কি তা মনে পড়ে? এভাবে তিনি তার কোন কোন নাফরমানীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করে দেননি? তিনি বলবেন ঃ হাঁ, আমার ক্ষমা ও রহমতের বদৌলতেই তো তুমি এখানে আসতে পেরেছ। এই কথোপকথনের মাঝে একখন্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তাদের ওপর সুগন্ধ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। এরূপ সুগন্ধ তারা আর কখনো কিছুতেই পায়নি। আমাদের রব বলবেন ঃ ওঠো, আমি তোমাদের সম্মানে যে আপ্যায়ণের আয়োজন করেছি, সেদিকে চল এবং তোমাদের মনে যা চায় তা গ্রহণ কর। আমরা তখন একটা বাজারে এসে পৌঁছব। ফিরিশতাগণ সেটাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। সেখানে এমন সব নি'আমত ও পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার বর্ণনা কোন কান কখনো শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তা কল্পনাও কখনো জাগেনি। সেখানে আমরা যা পছন্দ করব, তাই আমাদেরকে পরিবেশন করা হবে। তবে সেখানে কোন কেনা-বেচা হবে না। আর এ বাজারেই জান্নাতবাসীগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতীগণ এগিয়ে গিয়ে তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীদের সাথে সাক্ষাত করবে। তবে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলতে কিছুই থাকবে না। কম মর্যাদার জান্নাতবাসীগণ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতীগণের পোশাকের সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হবে। তার কথা শেষ হতে না হতেই তার মনে হবে তার সাথীর পোশাক অপেক্ষা তার পোশাকই উত্তম। আর এটা এজন্য হবে যে, জান্নাতে কারো দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও

www.amarboi.org

আফসোস থাকবে না। অতঃপর আমরা নিজেদের প্রাসাদে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করব। তারা বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! আমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তোমাদের যে রূপ-সৌন্দর্য ছিল, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে তোমরা ফিরে এসেছ। তখন তারা বলবে, আজ আমরা আমাদের মহাপরাক্রান্ত রবের সাথে সমাবেশে মিলিত হয়েছি, ফলে আমাদের এ পরিবর্তন হয়েছে। আর এ পরিবর্তন হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। (তিরমিযী*)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَيْنَمَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْ نَعِيْمِهِمْ ، اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ ، فَرَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ ، فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ . فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ! قَالَ : وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَبٍّ الرَّحِيْمِ) قَالَ : فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَايَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ ، مَادَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ». (رواه ابن ماجه)

৫০১. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ যখন আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকবে, এমন সময় তাদের উপর একটি আলো চমকিত হবে। তখন তারা মাথা তুলে দেখতে পাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ওপর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসীগণ আস্সালামু আলাইকুম! (তোমরা আরামে ও নিরাপদে থাক)। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ (سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَبٍّ الرَّحِيْمِ) দ্বারা এ সময়ের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের দিকে এবং জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে থাকবে। ফলে তারা আল্লাহ্র দর্শন হতে চোখ ফিরিয়ে অন্য কোন নি'আমতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের থেকে আড়াল হয়ে যাবেন এবং নূর অবশিষ্ট থাকবে। (ইবনু মাজাহ*)

সমাপ্ত

* তিরমিযী ঃ অধ্যায় (৩৮) সিফাতুল জান্নাত, অনুচ্ছেদ (১৪) জান্নাতের দরজাসমূহের বর্ণনা। হাদীস নং ২৪৮৮।
* ইবনু মাজাহ্: মুকদ্দিমাহ, অনুচ্ছেদ (১৩) জাহমিয়া সম্প্রাদায় যা অস্বীকার করে।

www.amarboi.org

এই কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য

- এই কিতাবের হাদীস সবই সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য।
- হাদীসগুলো বিষয় ভিত্তিক সাজানো হয়েছে।
- বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজা, দারেমী, দারাকুতনী, আত-তারগীব ওয়াত্তারহীব ও ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ থেকে হাদীসগুলো বাছাই করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ হাদীস বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী থেকেই নেয়া হয়েছে।
- প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে মূল গ্রন্থের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ হাদীসটি কোন্ কিতাবের কোন্ অধ্যায় ও কোন্ অনুচ্ছেদ থেকে নেয়া হয়েছে এবং উক্ত কিতাবে হাদীসটির নম্বর কত সবই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- যে কোন ব্যক্তি মূল কিতাব থেকে অতিসহজেই এর যে কোন হাদীস বের করতে সক্ষম হবেন।
- যে হাদীসগুলো একাধিক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে নির্ভরযোগ্য দুই বা ততোধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। সেই সাথে যে কিতাবের শব্দ চয়ন করা হয়েছে, হাদীসের সাথে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- واللفظ للبخارى অথবা واللفظ لمسلم ইত্যাদি।
- এতে আরো রয়েছে হাদীসের মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র।

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www.ahsanpublication.com
ISBN: 978-984-8808-25-2
9789848808252